The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

# সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 876 | 27 June 2025 | শুক্রবার ১৩ আষাঢ় ১৪৩২

Cuomo Wins in Bronx-Staten Island
→ Page 18

Iran partially reopens airspace after ceasefire with Israel
→ Page 18

28 Bangladeshis leave Tehran for Pakistan amid post-conflict evacuation
→ Page 18

Young Voters help to win Mamdani
→ Page 19

### বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আনন্দের বন্যা

# মামদানি-শাহানার ভূমিধস বিজয়

**হাসান মাহমুদ**

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী জোহরান খাওমি মামদানি (৩৩) ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারি নির্বাচনে বিজয় ছিনিয়ে এক বিস্ময়কর রেকর্ড গড়লেন। তিনি তাঁর অন্যতম প্রভাবশালী প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী এন্ড্রু কুমোকে ধরাশায়ি করেছেন। সারা সিটিতে গত মঙ্গলবার রাত ১০টা বাজার সাথে সাথে মামদানির বিজয় সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এ সময় আনন্দ উল্লাসে অংশ নিতে মানুষ ঘর ছেড়ে বাইরে বের হয়ে আসেন। গভীর রাত পর্যন্ত মামদানি সমর্থকদের বিজয়ের আনন্দে মেতে থাকতে দেখা যায়। একই বিজয়ের সুবাতাস বয়ে যায় ব্রুকলিনেও। দ্বিতীয়বারের মতো বিজয়ী হয়েছেন কাউন্সিল মেম্বার বাংলাদেশি শাহানা হানিফ। মামদানি ও শাহানার এই ভূমিধস বিজয় প্রত্যক্ষ করলো লাখ লাখ মানুষ। বাঙালি কমিউনিটির পক্ষ থেকে তাদের জন্য ছিল জোরালো সমর্থন আর ভালোবাসার অর্ঘ্য। নিউইয়র্কে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মুসলিম মেয়র প্রার্থী মামদানি প্রাইমারিতে বিজয়ি হলে তার স্ত্রী রামা ডোওয়াজি তাঁকে প্রথম অভিনন্দন জানান। তারপর রাতেই পরাজিত প্রার্থী এন্ড্রু কুমো, বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস মামদানিকে অভিনন্দন জানিয়ে ফোন করেন। চারদিকে মামদানির জোয়ার আর বিজয় ধ্বনি মঙ্গলবার রাতের পরিবেশকে উজ্জ্বল করে এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

## আজকাল সম্পাদকের অভিনন্দন

**আজকাল রিপোর্ট**

নিউইয়র্কের ইতিহাসে এবারই প্রথম মুসলিম মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানির ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে এবং কাউন্সিল মেম্বার শাহানা হানিফ দ্বিতীয়বারের মতো অবিস্মরণীয় বিজয় এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

## সপ্তাহে ৫ হাজার ইমিগ্রান্টকে গ্রেফতার করছে আইস পুলিশ

**আজকাল রিপোর্ট**

মার্কিন ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট রাস্তায় নিরাপরাধী অভিবাসীদের গণহারে গ্রেপ্তার করছে। ২০১৭ সাল থেকে এই ধরনের ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার প্রায় ১,১০০% এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

## বিজয়ের মুকুট শাহানা হানিফের

**আজকাল রিপোর্ট**

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে আবারও বিজয়ী হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শাহানা এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

# পর্দার আড়ালে কী ঘটছে!

### ইউনূস-সিইসি'র একান্ত বৈঠক

**মাসুদ করিম**, *ঢাকা থেকে*

পর্দার আড়ালে আলোচনা লন্ডন থেকে শুরু হয়। মুহাম্মদ ইউনূস সেখানে তারেক রহমানের সঙ্গে একান্ত আলাপে লিপ্ত হন। তার অনেক দিন পর বৃহস্পতিবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দীন ঢাকায় প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করলেন। একান্ত আলোচনার বিষয় বস্তু প্রকাশ করা হয়নি। তবে নির্বাচনী আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে তা এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

## মেয়র পদে রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস

**আজকাল রিপোর্ট**

নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র পদে রিপাবলিকান প্রাইমারিতে জয়লাভ করেছেন কার্টিস স্লিওয়া। আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সিটি নির্বাচনে তিনি ড্যামোক্র্যাট প্রাইমারী বিজয়ী জোহরান মামদানির সঙ্গে ভোট যুদ্ধে নামবেন। স্লিওয়া ২০২১ সালেও এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

## আজ নিউইয়র্ক মাতাবে মাইলস

**আজকাল রিপোর্ট**

বাংলাদেশ থেকে হাজার মাইল দূরে নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশিদের মন মাতাতে আজ মঞ্চে উঠছে এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
সরকারী অনুদানে $8000-$10000 ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $20.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন, নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs • Inquiries • Collections • Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem, Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না
যোগাযোগঃ 917-282-9256
email: moinlaw@gmail.com
বিস্তারিত দেখুন ১১ নম্বর পৃষ্ঠায়
Moin Choudhury, Attorney at Law

MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377
RAJIB AHMED, PRESIDENT & CEO, LICENSED REAL ESTATE EXPERT

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স | পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Mohammed Hasem, EA, MBA
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
PCA & CDPAP SERVICE
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
Please Contact
Shah Nawaz MBA, President & CEO
646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

# NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

# নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

## WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem.
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health.

**FUHAD HUSSAIN**
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

**MOHAMMAD ZAHID ALAM**
CHIEF FINANCIAL OFFICER

**SHAH NAWAZ MBA**
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | newyorksadc.com | 116-33 Queens Blvd | 78-06 101 Ave, Suite C
FAX: 646-568-6474 | intake@ny-sadc.com | Forest Hills, NY 11375 | Ozone Park, NY 11416

# মেয়র অফিসে অভিবাসী বিষয়ক আলোচনা

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক জুড়ে নিরাপদ কর্মসংস্থান ও অভিবাসীদের আরো অধিক সুরক্ষায় করণীয় সম্পর্কে সিটি মেয়র অফিসে এক অংশীজন আলোচনা সভা ও গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে শহরের শ্রমিকদের বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে ইমিগ্র্যান্ট ও সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়গুলোর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর উপর আলোকপাত করা হয়। একই সঙ্গে নিউ ইয়র্ক সিটি জুড়ে নিরাপদ, ন্যায্য কর্মক্ষেত্র তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম, সম্পদ এবং কৌশল আলোচনায় স্থান পায়।
নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়রের অফিস অন ইমিগ্র্যান্ট অ্যাফেয়ার্স (এমওআইএ), কনজুমার এ্যান্ড ওয়ার্কার প্রোটেকশন ডিপার্টমেন্ট এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

# নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত হবে বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

আজকাল রিপোর্ট

বাংলা সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার লক্ষ্যে চলতি বছরের শেষের দিকে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রথম নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৫। প্রিয়জন ফিল্মস এবং লেমন স্টুডিও যৌথভাবে আয়োজনে এই বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সার্বিক সহযোগিতায় থাকবে আমেরিকান বাংলাদেশি প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশন (এবিপিএ)। শর্টফিল্ম, ডকুমেন্টারি ফিল্ম এবং পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এই তিনটি ক্যাটাগরিতে নির্মিত সকল বাংলা চলচ্চিত্র এখানে প্রদর্শিত হবে। সেরাদের পুরস্কার প্রদান করা হবে।
এ বিষয়ে নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৫ এর আহবায়ক প্রযোজক অলিত আহমেদ জানান, চেষ্টা করছি আমেরিকায় বাংলা চলচ্চিত্রের একটি প্লাটফর্ম তৈরী করতে। এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্রতিবেদন

# ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংস হয়নি

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা তাদের প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, 'একটি প্রাথমিক গোপন রিপোর্ট অনুযায়ী, ইরানে তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলা দেশটির পারমাণবিক কর্মসূচিকে মাত্র কয়েক মাস পিছিয়ে দিয়েছে মাত্র। হামলায় দু'টি স্থাপনার প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়া গেলেও ভূগর্ভস্থ ভবনগুলো ধসে পড়েনি'। প্রতিবেদনে বলা হয়, হামলার আগে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বলেছিল, ইরান যদি দ্রুততার সঙ্গে পারমাণবিক বোমা তৈরির চেষ্টা করে, তবে তাতে প্রায় তিন মাস সময় লাগবে। যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলা এবং ইসরাইলি বিমান বাহিনীর টানা কয়েকদিনের আক্রমণের পর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার (ডিআইএ) কর্মসূচিটি কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। তবে তা ছয় মাসের কম সময়ের জন্য। ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের একটি বড় অংশ হামলার আগেই সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ফলে পারমাণবিক উপাদানের খুব কমই ধ্বংস হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এই উপাদানগুলোর কিছু গোপন স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। কিছু ইসরাইলি কর্মকর্তারা মনে করে, ইরান হয়তো ছোট আকারের গোপন সমৃদ্ধিকরণ কেন্দ্র চালু রেখেছে। যাতে বৃহৎ কেন্দ্রগুলো আক্রমণের শিকার হলেও তারা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে। রিপোর্টে দেখা গেছে- ফরদো, নাতানজ ও ইস্ফাহান- এই তিনটি পারমাণবিক স্থাপনাই মাঝারি থেকে গুরুতর এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

# এনবিসিএস রক্তদান কর্মসূচী ২৮জুন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটি বাংলাদেশী সিভিল সার্ভিস সোসাইটি (এনবিসিএস), বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশী এসোসিয়েশনে (জেবিএ) যৌথভাবে 'রক্তদান কর্মসূচি'র আয়োজন করেছে। আগামী ২৮ জুন শনিবার ১৬৮-২১ হিলসাইড এভেনিউ, জ্যামাইকায় (স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টের সামনে এবং এফ ট্রেন ১৬৯ স্টেশন সংলগ্ন) এ রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে। বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ০৫ টা পর্যন্ত এ কার্যক্রমে রক্তদাতাকে টি শার্ট, গিফট বক্স, গিফট কার্ড ও রিফ্রেশমেন্ট সরবরাহ করা হবে। আয়োজকরা জানান, ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী শারীরিক ও মানসিকভাবে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

# চবি এলামনাই এসোসিয়েশনের মতবিনিময় সভা

আজকাল রিপোর্ট

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, উত্তর আমেরিকার এক মতবিনিময় সভা গত ১ জুন নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসের কাকাতুয়া এজেন্সির হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি সাবিনা শারমিন নিরুর সভাপতিত্বে এবং মীর কাদের মাসেলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় চবি এলামনাই পরিবার, উপদেষ্টা মণ্ডলী ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভায় ২০২৫ সালের বার্ষিক পিকনিক আয়োজনের জন্য গঠিত কমিটিতে সকলের সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াহিদুজ্জামান বকুলকে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

# শহিদুল হকের ওয়ার্ল্ড হিউম্যান থেকে সেক্রেটারি সুবহানের পদত্যাগ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে 'ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট'-এর জেনারেল সেক্রেটারির পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সুবহান। দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তবে পদ ছাড়লেও সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবেন বলেন তিনি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গত এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

# 'আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছে সংগ্রামের জন্য'

আজকাল রিপোর্ট

আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছে সংগ্রামের জন্য। পথ চলা হোক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই। একথা বলেছেন প্রধান অতিথি লেখক এবং গবেষক ও অধ্যাপক হুসনে আরা বেগম । গত ২২ জুন, রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ইটজি পার্টি হলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী পরিবার এবং সহযোগী অংগ সংগঠন সমূহের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আরো বলেন, আমরা মুক্তিযুদ্ধের মহা নায়ক জাতির পিতা বংগবন্ধু শেখ এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়


GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

Suryia Rahman, Esq

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

• তুলনামূলকভাবে কম ফি • সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

# NY INSURANCE BROKERAGE INC

NY INSURANCE BROKERAGE

# আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

**NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ**

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২) প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি, তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

**এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে NY INSURANCE-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ**

**CONTACT US:**

SCAN ME

# 718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372

office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

Design & Print by: ihopeprint.com, 929-538-7903

## বিশেষ সম্পাদকীয়

# কোথায় আমাদের বিবেকবোধ

এই দৃশ্য কল্পনা করুন-একজন বয়স্ক মানুষ, যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, যিনি একসময় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন, যিনি সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন দেশ ও জনগণের সেবায়-আজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন গলায় জুতার মালা ঝুলিয়ে। তাঁর চোখে অপমান, তাঁর শরীরে আতঙ্ক, আর চারপাশে রক্তচক্ষু নিক্ষেপকারী জনতা।

এ দৃশ্য কেবল একজন নূরুল হুদার অপমান নয়, এটি আমাদের বিবেকের, আমাদের রাষ্ট্রচিন্তার, আমাদের মানবিক চেতনাবোধের গভীর অপমান। এ দৃশ্য আমাদের সবাইকে রক্তাক্ত করে।

কে এম নূরুল হুদা-২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার। হ্যাঁ, আমরা জানি সে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। ক্ষমতার ধারক-বাহকেরা সেই নির্বাচনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে রুদ্ধ করেছিল, ভোটাধিকারকে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল, আর নির্বাচন কমিশন ছিল সেই যন্ত্রের অন্যতম চাকা।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, একজন আমলার গলায় জুতার মালা ঝুলিয়ে আমরা কোন সভ্যতাকে সামনে এগিয়ে নিচ্ছি? বিচারপ্রার্থী এক সমাজ যদি নিজেই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ায়, তাহলে ন্যায় কোথায়, মানবতা কোথায়, রাষ্ট্র কোথায়?

আমরা যারা আবেগে ভেসে গেছি, যারা এই দৃশ্য দেখে একটু-আধটু প্রশান্তিও পেয়েছি-আমরা আসলে সমাজকে কি আরও অস্থির, আরও প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলেছি না? এই অমানবিকতা একবার শুরু হলে আর থামে না। আজ হুদা, কাল হয়তো আরেকজন। আজ একজন 'পাপী' প্রমাণিত, কাল হয়তো আপনি বা আমি-কারণ আমরা হয় ভুল পক্ষের হয়ে ছিলাম অথবা যথাসময়ে নীরব ছিলাম।

আমরা ভেবেছিলাম, ৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান আমাদের বিকল্প রাজনীতির ভিত্তি গড়ে তুলবে। কিন্তু আমরা মনে রাখিনি যে ইতিহাস কেবল শুদ্ধ আত্মত্যাগে চলে না-এটি ছিনতাই হয়ে যায়, বিকৃত হয় এবং ক্ষমতালোভীদের হাতে বন্দী হয়। আজ কি তেমন অবস্থা দেখছি?

কেউ একদিন রাষ্ট্রের নির্দেশ পালন করলে, পরদিন যদি তাঁকে রাস্তায় অপমানিত হতে হয়, তাহলে আজ যারা বর্তমান ক্ষমতাসীনদের নির্দেশে কিছু করবে, তারাও কি একদিন গণপিটুনির শিকার হবে?

তাই এখন প্রশ্ন একটাই: আমরা কি ন্যায় চাই, নাকি প্রতিশোধ? আমরা কি বিচার চাই, নাকি খণ্ড খণ্ড লাঞ্ছনা? আমরা কি সভ্য রাষ্ট্র চাই, নাকি আবেগনির্ভর এক কুৎসিত আগামী?

যদি সত্যিই কেউ অপরাধী হয়-তাকে আদালতে দাঁড় করানো হোক। যুক্তি, প্রমাণ, আইন ও মানবিক মর্যাদার ভিত্তিতে বিচার হোক। যদি আমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তবে আমাদের বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখতে হবে, তাকে সংস্কার করতে হবে, কিন্তু পায়ে পিষে মারার সংস্কৃতি গড়ে তোলা যাবে না।

একজন নূরুল হুদার অপমান, একজন মুক্তিযোদ্ধার গলায় জুতার মালা আমাদের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। আমরা যদি ইতিহাসের দায় নিতে পারি, তবে এই অপমানের প্রেক্ষাপটেও আমাদের মানবিক অবস্থান নিতে হবে। আজ যদি কেউ অপমানিত হয়, কাল সেই অপমান আপনার ঘরে আসতে পারে। আসুন, আমরা সভ্য হই। সাহসী হই। কিন্তু যেন কিছুতেই ন্যায়ভ্রষ্ট না হই।

> যদি আমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তবে আমাদের বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখতে হবে, তাকে সংস্কার করতে হবে, কিন্তু পায়ে পিষে মারার সংস্কৃতি গড়ে তোলা যাবে না। একজন নূরুল হুদার অপমান, একজন মুক্তিযোদ্ধার গলায় জুতার মালা আমাদের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। আমরা যদি ইতিহাসের দায় নিতে পারি, তবে এই অপমানের প্রেক্ষাপটেও আমাদের মানবিক অবস্থান নিতে হবে। আজ যদি কেউ অপমানিত হয়, কাল সেই অপমান আপনার ঘরে আসতে পারে। আসুন, আমরা সভ্য হই। সাহসী হই। কিন্তু যেন কিছুতেই ন্যায়ভ্রষ্ট না হই

# বাজেটের গুরুত্ব ও আমজনতার অর্থনৈতিক ভাবনা

## এস এম মোজাম্মেল হক

অর্থ বলতে মূলত আধুনিক মুদ্রা ব্যবস্থাকে বোঝায়। যা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং নিজস্ব মানে বিদ্যমান। সাবলম্বী হল মুদ্রা বা সম্পদ ব্যবহার করে অর্জিত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। নিবন্ধটিতে তাত্ত্বিক আলোচনা নয় বরং বাস্তব ভিত্তিক আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা থাকবে যদিও আলোচনার বিষয়টি অবশ্যই গুরুগম্ভীর। প্রচুর নগদ অর্থ থাকাকে সাবলম্বী হিসেবে বিবেচনা করা যায়না কারণ যে কোনো পরিস্থিতিতে নগদ অর্থ সব সময় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম না হলে হঠাৎ দৈন্য দুর্দশার কারণ ঘটতে পারে তাই নগদ অর্থের পাশাপাশি অন্যান্য আর্থিক সমৃদ্ধিও থাকা প্রয়োজন যাতে একটি খাতে মন্দাভাব দেখা দিলেও অন্য খাতের মাধ্যমে তা পুষিয়ে নেয়া যায়। যদিও বিনিয়োগের জন্য অর্থ একটি অতি প্রচলিত ও সহজ মাধ্যম। অর্থ দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা শিল্প স্থাপন জমি ও অন্যান্য যাবতীয় ক্রয়সহ নানাবিধ আর্থ সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব। যা অর্থ ব্যতিত অন্য কোনো মূল্যবান সামগ্রির মাধ্যমে সহজে বিনিময় যোগ্য নয় যদিও একমাত্র নগদ অর্থই সামর্থবান হিসেবে বিবেচনা যোগ্য নয়। আর্থিক ব্যবস্থাকে প্রাণী দেহের সাথে তুলনা করা হলে অর্থ হল দেহের রক্ত তুল্য। শরীর ও তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখার জন্য দেহে যেমন নির্দিষ্ট পরিমান রক্ত থাকা প্রয়োজন সুখী সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্যও তেমনি ন্যূনতম আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা আবশ্যক।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারণা দুটি প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। কোন দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। একটি দেশ অর্থনৈতিক ভাবে কতটা উন্নতি করছে তার প্রধান নিয়ামক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। অর্থাৎ অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি বলতে মোট দেশজ উৎপাদনের বর্ধিত অংশের শতকরা মানকে বোঝায়। অন্যদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ছাড়াই দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি এবং তার ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মানের বৃদ্ধিকে বোঝালেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে বোঝায় দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় ও প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের কাঠামোগত পরিবর্তনকে । এ ম্যাডিসন এর মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য হল "ধনী দেশের আয় স্তরের বৃদ্ধিকে সাধারণত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলা হয় এবং দরিদ্র দেশে এটাকে বলা হয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন।"

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সম্পদশালী ও অর্থনীতিবিদদের নিকট অত্যন্ত জটিল বিষয় হলেও সাধারণ মানুষের নিকট মোটেও জটিল নয়। বাজেটে কর আরোপের ফলে রাজস্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ও জনজীবনে এর প্রভাব নিয়ে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বহু গবেষণা প্রয়োজন হলেও জনগণের বুঝতে তেমন সময় ও গবেষণার প্রয়োজন হয়না। অন্য দিনের সমান অর্থ নিয়ে কেনা কাটা শেষে বাজারের থলির ওজনই তাকে জীবন মানের হ্রাস বৃদ্ধির সূচক নির্ধারণ করে দেয়। যদিও এ ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী রাজনীতিকগণ জনগণকেই শিখণ্ডী হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবৃদ্ধিকে জনজীবনের বিশাল উন্নতি হিসেবে প্রচার করা হলেও জনজীবনে এর প্রভাব কতটা ইতিবাচক তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। সকল বিষয়ের গড় যে যুক্তিসংগত নয় তার একটি বাস্তব উদাহরণ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক স্কুলের দু'জন খুব দক্ষ শিক্ষক একজন অঙ্কের এবং অন্যজন ভূগোলের। তারা একদা একসঙ্গে অন্যত্র যাবার সময় তাদের গন্তব্যের মাঝ পথে একটি খাল দেখতে পায়। খালে সাঁকো এবং পারাপারের জন্য অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাথাকায় হেঁটেই খাল পার হতে হবে এ অবস্থায় পরিধেয় কাপড় শুকনা রাখাও জরুরী। ফলে কি ভাবে খাল পার হওয়া যায় ভাবনায় এক পর্যায়ে স্থানীয় একজন লোককে পেয়ে তার নিকট থেকে খালে কোথায় কি পরিমান পানি আছে তা জেনে নিয়ে অঙ্কের শিক্ষক পানির গড় করে দেখে যে হাঁটুর উপরে খুব অল্প পানি সুতরাং তিনি হেঁটে খাল পার হলে কাপর ভিজবেনা বিবেচনা করে খাল পার হতে চাইলে ভূগোলের শিক্ষক রাজী নাহওয়ায় গোয়ার্তুমি করে একাই খালে নেমে মাঝে গিয়ে পানিতে ডুবে গিয়ে পরিধেয় সব পোশাক ভিজিয়ে ফেলে বেকুব বনে যায়। অতঃপর পারে উঠে পুনরায় অঙ্ক কষে দেখে যে তার অঙ্কের ফলে কোন ভুল নেই। তখন ভূগোলের শিক্ষক খাল একে বিভিন্ন পয়েন্টে রেখা টেনে

এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

> সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উচ্চ বিত্তের জন্য আলাদা ও বাকী সকলের জন্য আলাদা (দুই ভাগে) নির্ণয় সময়ের দাবী। অন্যথায় প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবেনা ফলে প্রাপ্ত ত্রুটিপূর্ণ পরিসংখ্যান এর ভিত্তিতে আর্থিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হলে তা জনকল্যাণে যথাযথ ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হবে বৈকি!

# মুক্তিযুদ্ধকে বিকৃত করলে ইতিহাস নিজেই প্রতিরোধ গড়ে তুলবে

## হামিদুল ইসলাম

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ কোনো বিকল্প চেতনার সঙ্গে তুলনার নয়। কোনো জুলাই সনদ বা ইউনূস ফাউন্ডেশনের রঙিন প্রচারপত্র দিয়ে সেটা প্রতিস্থাপন সম্ভব নয়। আপনি যতই ছোট করতে চাইবেন, ততই ইতিহাস তাকে আরও বড় করে তুলবে।

সরকার সম্প্রতি তাদের একটি পরিকল্পিত অপপ্রয়াস তথাকথিত "জুলাই গেজেট" ঘোষণা করেছে-যেটা পড়লে মনে হয় ইতিহাস আবারও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিকৃত করার নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। এই গেজেটে জুলাই আন্দোলন, শহীদ স্মৃতি, ইতিহাস সংরক্ষণসহ সমস্ত কিছুকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা হয়েছে। অথচ এই মন্ত্রণালয় গঠিত হয়েছিল শুধু ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শহীদদের ইতিহাস, সংগ্রাম, চিঠিপত্র এবং তৎকালীন ঘটনাবলী সংরক্ষণের জন্য। এখন হঠাৎ করে "জুলাই" নামক এক অর্ধগঠিত আন্দোলন এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন?

গেজেটে একুশে ফেব্রুয়ারি, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬ দফা, ৭ই মার্চ, ১৯৭০ এর নির্বাচন ইত্যাদি সবকিছুকে "স্বাধীনতা পূর্ব আন্দোলনের অংশ" বলা হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখবেন-এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ৬ দফা ও ৭ই মার্চ নিয়ে চুপচাপ, কারণ এদের নাম নিলেই তো বঙ্গবন্ধু চলে আসে-যেটা এই ক্ষমতালোভীদের গলার কাঁটা।

'জুলাই আন্দোলনের স্মৃতিকথা' তে বলা হয়েছে 'গণ-অভ্যুত্থান, 'গণআন্দোলন'-কিন্তু কোথাও কি "বিপ্লব" শব্দটা আছে? অথচ তাদের নেতারাই তো দিনরাত "জুলাই বিপ্লব" বলে গলা ফাটান! যদি এটা বিপ্লবই হয়, তাহলে সেটা গেজেটে স্বীকার করলেন না কেন?

সবথেকে বড় আশ্চর্যের জায়গা হলো-২০০৯ সাল থেকে শেখ হাসিনার শাসনকে শুরু করে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে, অথচ তার আগের শাসনকালগুলোতে কী ঘটেছে সেসব নিয়ে একটি শব্দও নাই!

১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যা করে শুরু হয়েছিল সামরিক শাসনের দীর্ঘ অধ্যায়। এরশাদ, জিয়া-তাদের সময়ে গণতন্ত্র ছিল? সেনাবাহিনীর বন্দুকের জোরে ক্ষমতা, গুম, ক্রসফায়ার, গণহত্যা-সব ছিল!

২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে সংখ্যালঘুদের উপর যে নির্মম নির্যাতন চালিয়েছিল, হিন্দু পরিবারগুলোর মা-মেয়েকে বাবা-ভাইয়ের সামনে ধর্ষণ করেছিল-সেসব জাতিসংঘ পর্যন্ত রিপোর্ট করেছিল।

তাহলে প্রশ্ন-সেইসব ইতিহাস বাদ দিয়ে শুধু ২০০৯ সাল থেকে আওয়ামী লীগকে টার্গেট করার মানে কী? নির্বাচনে না এসে বিএনপি নিজের ইচ্ছায় বিরত ছিল। তাহলে তা দিয়ে প্রতিবারই "অবৈধ" শব্দ বসিয়ে ইতিহাস লেখা কি বিকৃতি নয়?

যদি সত্যিই গণতন্ত্রের কথা বলেন, তাহলে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সেনা শাসনের সময় নিহত হাজারো মানুষকে স্মরণ করেন না কেন?

১৯৯০ সালের এরশাদ পতনের সময় শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গুলিতে প্রাণ দিয়েছে অসংখ্য তরুণ, রাস্তায় ছিল রক্ত। তা হলে সেই সময়ের শহীদদের কী হলো? তারা কি এই নতুন "সনদ"-এর যোগ্য নয়?

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

> ইতিহাসই প্রশ্ন তোলে-আপনারা তখন কোথায় ছিলেন? এই পুরো পরিকল্পনার পেছনে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম অপচেষ্টা-মুক্তিযুদ্ধকে ধীরে ধীরে "জুলাই" নামক নতুন আদর্শ দিয়ে ঢেকে ফেলা। কারণ, ইতিহাস থেকে মুক্তিযুদ্ধকে বাদ দেওয়া সম্ভব না। তাই এইসব 'জুলাই সনদ' বানিয়ে সেই মন্ত্রণালয়ের মধ্যেই ঢুকিয়ে দিচ্ছে, যেন ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের মানে পাল্টে যায়

> ২০০৯ সালে দেশের জিডিপি ছিল মাত্র ৮৮ বিলিয়ন ডলার, এখন ২০২৪ সালে সেটা ৪৮০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। তখন রিজার্ভ ছিল ১.৫ বিলিয়ন, এখন তা ২৫-২৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৫৭৭ ডলার, এখন সেটা ২৯০০ ডলার। তাহলে প্রশ্ন: আপনারা কি ২০০৯ সালের বাংলাদেশে ফিরে যেতে চান?


Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

# ইরানে ইসরায়েল যেভাবে ধরা খেল

অরি গোল্ডবার্গ

ইরানে টানা ১১ দিন বোমাবর্ষণ করে ইসরায়েল কী অর্জন করল? যুদ্ধবিরতি ঘোষণা দেওয়ার সময় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, ইসরায়েলি লক্ষ্যগুলো অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর এই দাবি যে সমস্যাজনক, সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের শুরুতে নেতানিয়াহু দুটি লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করেছিলেন। এক. ইরানের পরমাণু কর্মসূচি গুঁড়িয়ে দেওয়া। দুই. ইরানে শাসনব্যবস্থার বদল।

ইরানের পরমাণু কর্মসূচি কি গুঁড়িয়ে দেওয়া গেল? উত্তরটা হবে, না। এটা মনে হচ্ছে যে ফর্দো পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালানোর আগেই সেখান থেকে ফিউশনযোগ্য বা বিভাজ্য পদার্থ সরিয়ে নিয়েছিল। ইউরেনিয়ামের এ মজুতই ইরানের হাতে থাকা পারমাণবিক কর্মসূচির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যটি ব্যর্থ হয়েছে।

ইসরায়েল হামলা চালিয়ে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির যদি কোনো ক্ষতি করে থাকে, সেটা আসলে কী? এ প্রশ্নের উত্তর এখনো পরিষ্কার নয়। ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় বাংকার বাস্টার বোমা দিয়ে হামলা চালাতে যুক্তরাষ্ট্রকে রাজি করাতে সক্ষম হয় ইসরায়েল। কিন্তু এর বাইরে এ আক্রমণ অভিযানে ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা পেয়েছে খুব সামান্য।

ইরান যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত চিত্র নিরূপণ করা কঠিন।

ইসরায়েল কি ইরানে 'সরকার পরিবর্তন' ঘটাতে পেরেছে? এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, উল্টো ফলটাই বেশি হয়েছে। ইরানের বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থায় নেতৃত্বে থাকা সামরিক নেতাদের হত্যা করে ইসরায়েল চেয়েছিল দেশটির শাসক দলের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান উসকে দিতে। এ কৌশল এসেছে ইসরায়েলিদের সেই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে, যেখানে তারা মনে করে, শত্রুরাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করার সেরা উপায় হলো জ্যেষ্ঠ নেতাদের হত্যা করা।

কিন্তু এ কৌশল কখনোই কাজ করেনি। একমাত্র সম্ভাব্য ব্যতিক্রম হতে পারে লেবাননে হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহর হত্যার প্রভাব। তবে হিজবুল্লাহর দুর্বল হওয়ার পেছনে লেবাননের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। অন্য সব ক্ষেত্রে নেতৃত্বকে নিকেশ করে দেওয়ার ইসরায়েলি এ কৌশল বড় কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইরানের ক্ষেত্রেও ইসরায়েলি এ কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডে সরকারের প্রতি ইরানি জনগণের সংহতি জোরালো হয়েছে। ইসরায়েল ইরানিয়ান রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) শীর্ষ কমান্ডারদের হত্যা করে। আইআরজিসি সম্ভবত ইরানি রাজনীতির ক্ষমতাধর শক্তি। একই সঙ্গে ইরানি জনগণ সবচেয়ে ঘৃণা করে, এমন একটি সংস্থা আইআরজিসি।

তা সত্ত্বেও অনেক ইরানি, যাঁরা ইসলামিক রিপাবলিক ও বিশেষ করে আইআরজিসির কট্টর বিরোধী, তাঁরাও ইসরায়েলের হামলার পর সরকারকে সমর্থন দিয়েছেন।

ইরানিরা ইসরায়েলের এ হামলাকে সরকারের ওপর হামলা নয়, গোটা ইরানের ওপর শত্রুর আক্রমণ হিসেবে দেখছেন।

ইরানি 'শাসকদের প্রতীকগুলোতে' ইসরায়েলি বোমা হামলা কেবল পরিস্থিতি আরও খারাপ করতে পারে। এভিন কারাগারে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। রাজনৈতিক বন্দীদের দমন-পীড়নের জন্য এ কারাগারের কুখ্যাতি আছে। ইসরায়েল কারাগারটিতে হামলা চালিয়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে ইরানি জনগণের সংগ্রামে সহায়তা দিতে চেয়েছিল। অথচ বাস্তবে এ হামলার ফলে বন্দীদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। কেননা কর্তৃপক্ষ অনেক বন্দীকে অজ্ঞাত স্থানে সরিয়ে নিয়েছে।

তেহরানে 'ইসরায়েল ডুমসডে ক্লকে' (এই ডিজিটাল ঘড়ি ইসরায়েলকে ধ্বংসের জন্য ইরানি প্রতিশ্রুতির প্রতীক বলে মনে করা হয়) বোমা হামলাটি ছিল নিতান্তই হাস্যকর।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারকেন্দ্র আইআরআইবিতে ইসরায়েলের বোমা হামলাও ছিল একেবারে উদ্ভট। ইসরায়েল দাবি করেছিল, ইরানি শাসকদের প্রোপাগান্ডা প্রচারের চেষ্টা রুখে দিয়েছে। এ বোমা হামলার পর অনেক ইসরায়েলি বলেছিলেন, এটি ইসরায়েলের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতেও হামলা চালানোর ক্ষেত্রে ইরানকে ন্যায্যতা দেবে।

ইসরায়েল যদি এর ঘোষিত যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জন না-ই করতে পারে, তাহলে অন্তত বিশ্বজনমতকে কি তার পক্ষে টানতে পেরেছে? এটা সত্য যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে। এ হামলার মাধ্যমে তারা আন্তর্জাতিক আইনের কয়েকটি গুরুতর নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।

এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। যা-ই হোক, ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়ে ট্রাম্প যুদ্ধে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু হামলার পরই যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত বোমারু বিমান যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলার আগে ও পরে ট্রাম্প বারবার জোর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চুক্তির বিষয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন। সেখানে ইসরায়েলকেও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলকে সহায়তা এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

কেননা বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষ ইরানকে ইসরায়েলের আক্রমণের ভুক্তভোগী হিসেবে দেখেছে। ইরানের পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগগুলো তাই তীব্রভাবে বাধাগ্রস্ত হয়নি। কাতারের মার্কিন ঘাঁটিতে প্রতিশোধমূলক হামলার কথা আগে থেকেই সতর্ক করে ইরান খুব সফলভাবে উত্তেজনা প্রশমন করতে পেরেছে। ইরান যথেষ্ট শক্তিশালী পক্ষ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পেরেছে। ফলে ট্রাম্প ইসরায়েলকে সতর্ক করে দেন যে যুদ্ধবিরতি তারা যেন ভঙ্গ না করে। ইরান এমন একটি শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলো, যে শক্তি হিসেবে তারা দাঁড়াতে চেয়েছে। ইরান দৃঢ়ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা ইরান জানিয়ে দিয়েছে

# আগামী নির্বাচনও কি ৭৯ বা ৮৬ স্টাইলে

বিভুরঞ্জন সরকার

দলটির পক্ষ থেকে যদি বলা হয়, '৩০০ আসন আমাদের ঘরে থাকবে'-তবে সেই ঘরের দরজা খুলে দেখতে হবে, সেখানে প্রকৃতপক্ষে কী রসদ জমা আছে! বাংলাদেশের রাজনীতিতে তৃতীয় বা বিকল্প শক্তির প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে, তেমনি সেই শক্তির গ্রহণযোগ্যতা অর্জন একটি দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য যাত্রা। এনসিপি যদি সত্যিই জনগণের শক্তি হতে চায়, তাহলে তাদের উচিত হবে বাস্তববাদী রাজনীতি, সক্রিয় সাংগঠনিক বিস্তার এবং স্বচ্ছ রাজনৈতিক নীতিমালা নিয়ে এগিয়ে আসা। বক্তৃতা আর প্রতীক দিয়ে রাজনীতি হয় না, লাগে ত্যাগ, লাগে পথচলা, লাগে জনগণের হৃদয় জয় করার সাহস। ৩০০ আসনের দাবি তখনই অর্থবহ হবে, যখন জনগণ সত্যি হাত তুলে এগিয়ে যাবে এনসিপির দিকে। আর যদি জনগণ না চায়, তবে হাজার বক্তব্য দিয়েও তা সম্ভব হবে না। কারণ প্রকৃত গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে জনগণ

বাংলাদেশে আর যা কিছুরই অভাব থাক না কেন, রাজনৈতিক দলের কোনো অভাব নেই। নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত মিলে শতাধিক রাজনৈতিক দল আছে। সব দলের নাম যেমন সবার জানা নেই, তেমনি সব দলের নেতাদের নামও বেশির ভাগ মানুষের কাছে অজানা। ছোট দেশ, কিন্তু মানুষের সংখ্যা অনেক। সব মানুষ আবার এক চিন্তার নয়। তাই ১৭-১৮ কোটি মানুষের দেশে রাজনৈতিক দল শতাধিক থাকতেই পারে। সব দলের নাম সবাই না জানলেও ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিন জন্ম নেওয়া একটি দলের নাম এর মধ্যে অনেকেই জেনে গেছেন। দলটির নাম জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি। মূলত জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের একাংশ নিয়ে গঠিত এই দল সম্পর্কে মানুষের মধ্যে কৌতূহল আছে, আলোচনা আছে, সমালোচনাও আছে। প্রচারেই প্রসার বলে একটি কথা আমাদের দেশে চালু আছে। এনসিপি নিয়ে যেহেতু প্রচার আছে, সেহেতু এর প্রসারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শাসক দল হওয়ার আশা নিয়েই দলটি যাত্রা শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে। এর আগে জন্ম নেওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে শাসক দল হওয়ার গৌরব অর্জন করার সৌভাগ্য হয়েছিল বিএনপি ও জাতীয় পার্টির। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান আর জাতীয় পার্টির জনক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। দুজনই সামরিক বাহিনী থেকে রাজনীতিতে আসা মানুষ, সেনাশাসক হিসেবে পরিচিত।

এনসিপির তেমন কোনো একক প্রতিষ্ঠাতার নাম বলা যাবে না। তবে দলের প্রধান আহ্বায়ক যেহেতু সাবেক সমন্বয়ক মো. নাহিদ ইসলাম, সেহেতু দলের একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নাহিদ ইসলামের নাম বলা হলে অন্যায় হবে বলে মনে হয় না। শাসক হওয়ার লক্ষণ এই দলের আছে। কোনো সেনাশাসকের প্রেরণায় না হলেও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আশীর্বাদের হাত এই দলের উদ্যোক্তাদের মাথার ওপর আছে বলেই মানুষের ধারণা। ড. ইউনূস রাজনীতির মানুষ না হয়েও এখন দেশ চালানোর দায়িত্ব পেয়েছেন অর্থাৎ, তিনিই এখন দেশের প্রধান শাসক। এই দলের ওপর আশীর্বাদ আছে আরও অন্তত দুজন উপদেষ্টার। আবার নাহিদ ইসলামও সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। তাই শাসক দলের তকমা এনসিপির গায়ে না থাকলেও শাসক দল হওয়ার তীব্র বাসনা এই দলের থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক।

২২ জুন নির্বাচন কমিশনে নতুন দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করার দিন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দেওয়া বক্তব্যে সেই শাসক দল হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন, সংস্কার কমিশন ৪০০ আসনের প্রস্তাব দিয়েছে, যার মধ্যে ৩০০টি আসনে বিজয়ী হবে এনসিপি। এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে উচ্চাভিলাষী, সাহসী ও চমকপ্রদ রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সেটি কি বাস্তবসম্মত?

প্রথমেই বলা দরকার, ৪০০ আসনের প্রস্তাব এখনো অনুমোদিত নয়, এটি রয়েছে কেবল কমিশনের সুপারিশ পর্যায়ে। বর্তমানে জাতীয় সংসদে ৩০০টি সাধারণ এবং ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসন রয়েছে। এই কাঠামো পরিবর্তনের কোনো আইনি বাস্তবায়ন এখনো হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে একটি অনিবন্ধিত নবীন রাজনৈতিক দল যদি দাবি করে যে তারা ৪০০ আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন পাবে, তাহলে তা কারও কাছে অবাস্তব বলে বিবেচিত হতে পারে। যে দলের এখনো দেশজুড়ে সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে ওঠেনি, মাঠপর্যায়ের তৎপরতা নগণ্য এবং এখনো কোনো নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি, সেই দলের একজন নেতার এমন উচ্চারণ বাত কা বাত ভাবার কোনো কারণ নেই। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ হলো 'সব সম্ভবের দেশ'।

বাংলাদেশের নির্বাচন ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বড় জয় কোনো রাজনৈতিক দলের জন্য অসম্ভব নয়, তবে তা এসেছে দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াই, সাংগঠনিক প্রাচুর্য এবং জনসম্পৃক্ততার ভিত্তিতে। যেমন ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৯৩টি আসনে জয় পেয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব ও শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা ছিল তার মূল ভিত্তি। আবার ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২০৭টি আসনে জয় পায় এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তবে এই জয় ছিল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুফল। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে এরশাদের জাতীয় পার্টি ২৫০টির বেশি আসনে জয়ী হয়েছিল, কিন্তু সেটা ছিল সেনাশাসনের আবহে একটি বিরোধীবিহীন নির্বাচনের ফসল। এরশাদ আমলেই একমাত্র প্রায় ৩০০ আসনের পূর্ণ দখলের নজির রয়েছে, যা ছিল বিতর্কিত ও নিয়ন্ত্রিত ভোটব্যবস্থার প্রতিফলন।

আগের নির্বাচনগুলোতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী দল জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় যাওয়ার মতো অবস্থায় না থাকলেও এবার তারা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার বাসনা নিয়েই রাজনীতির মাঠে আছে। এই প্রেক্ষাপটে এনসিপির ৩০০ আসনে জয়ী হওয়ার আশাকে এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

# ত্যাগের বদলে ট্যাগের রাজনীতি

চব্বিশের জন্য অনুশোচনা না থাকায় রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের টিকে থাকা প্রশ্নবিদ্ধ। অপার সম্ভাবনা থাকার পরও বিএনপি নেতাদের আওয়ামী আচরণে ভবিষ্যৎ কণ্টকিত। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর মতো এনসিপির স্বাদ দিন দিন পানসে হয়ে যাচ্ছে। তারা সবাই ১৭ কোটি জনগণ নিজেদের দাবি করে রাজনীতির মাঠ গরম করছে। দলীয় স্বার্থে নানারকম কর্মসূচি দিয়ে জনজীবন অতিষ্ঠ করছে। বিশ্বনন্দিত রাজনীতিবিদ নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন, 'রাজনীতি যদি সেবা না হয়, তবে তা নিপীড়নের অন্য রূপ।' তাই রাজনীতি হোক জনমুখী, ত্যাগী নেতাদের হাতিয়ার। জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন তথা দেশের উন্নয়ন হতে হবে প্রধান এজেন্ডা। সেটা যারা সফলভাবে দৃশ্যমান করতে পারবে, তারাই পাবে ফুলের মালা

ইলিয়াস হোসেন

সমাজের বেশিরভাগ মানুষই নিজের পেশা ও পরিবার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। নিরাপত্তা ও সচ্ছলতা নিশ্চিতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। তাদের এ পারিবারিক অবদান পরোক্ষভাবে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখে। আর চিন্তা-চেতনায় সমাজের অগ্রসর অংশের কেউ কেউ রাজনীতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে দেশের জন্য কাজ করেন। তা করতে গিয়ে ঘর-সংসার ও ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হন রাজনীতিবিদরা। রাষ্ট্রীয় অনাচারের বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রামে নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন অনেক প্রাতঃস্মরণীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ব্রিটিশবিরোধী থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বহু নেতার ত্যাগ-তিতিক্ষা ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছে। বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত রাষ্ট্র গঠনে ব্যক্তিগত সাধ-আহ্লাদ জলাঞ্জলি দিয়েছেন অনেকে। জনগণ তাদের সম্মান করে। তাদের ত্যাগী চরিত্রকে শ্রদ্ধা করে। সাধারণ মানুষ আশা করে, তাদের নেতা হবে সাহসী, উদার, চরিত্রবান ও পরোপকারী। নিজেরা অকাজ করলেও নেতাকে হতে হবে পবিত্র। যে কারণে রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার লোভ, দুর্নীতি, ব্যক্তিগত স্খলন মেনে নিতে পারে না কেউ। নেতাদের নামে কোনো বদনাম শুনলে, তাতে হামলে পড়ে উৎসাহী জনতা। সমালোচনার ঝড়ে জীবন্মৃত করে ফেলে সংশ্লিষ্ট নেতাকে। অপরাধের বিচারের দাবিতে রীতিমতো করা হয় অনাচার। অভিযোগের ভিত্তিতেই পক্ষে-বিপক্ষে সড়কে নেমে পড়ে সবর সমালোচক।

তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে ভার্চুয়াল জগতে এখন প্রতিমুহূর্তে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় রাজনীতি ও রাজনীতিবিদকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলে অসামাজিক প্রচারণা। প্রকৃত সত্য আবিষ্কার না করেই তিরস্কারে মেতে ওঠে অনেক নেটিজেন। সবাই যেন সবজান্তা শমসের! চোখের সামনে আসা কোনো ইস্যুই ত্যাগ করতে চান না সমালোচকরা। কথায় কথায় চরিত্র হননের প্রতিযোগিতায় নেমে নিজের চরিত্রও উন্মুক্ত করে দেয় তারা। শুধু রাজনীতিবিদ নয়, শিক্ষক-সাংবাদিক-শিল্পী-ব্যবসায়ী-আমলা-সৈনিক-পুলিশ কোনো পেশাজীবীই রেহাই পাচ্ছেন না। কোনো একটি অভিযোগ পেলেই নিষ্ঠুর ট্রলে জেরবার করা হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে। অতীতে করা তার ভালো কাজও সন্দেহের তালিকায় উঠে আসে। এ প্রবণতা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রীতিমতো মহামারি আকার ধারণ করেছে। ভার্চুয়াল দুনিয়ায় ভুয়া খবর ছড়ানোর ব্যাধিটি খুবই সংক্রামক। বিভিন্ন স্বনামধন্য গণমাধ্যমের নাম ব্যবহার করেও ভুয়া কার্ড প্রচার করা হয়। মানুষ বুঝে না বুঝে তা শেয়ারের নামে অপপ্রচারে নাম লেখাচ্ছে। হুজুগের এ যুগে যত্রতত্রের মতো নির্বিচারে 'ট্যাগ' দেওয়া হচ্ছে। মতের মিল না হলেই প্রতিপক্ষের নামে অপমানজনক ট্যাগ লাগিয়ে নাজেহাল করা হচ্ছে। এ দুষ্টচক্রে আজকের আক্রমণকারী, কালকে হয়রানির শিকার হয়। তাতে কোনো অনুশোচনা নেই। বিকার থেকে বিকৃতি ক্রমেই বাড়ছে।

দেশের রাজনীতিতে ট্যাগ বা তকমা লাগানো নতুন কোনো বিষয় নয়। সীমিত পরিসরে আগেও ছিল। সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত কিংবদন্তি নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও এর হাত থেকে রেহাই পাননি। ভারত মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করলেও চীনা সংযোগের অভিযোগে ওই সময় ভাসানীকে গৃহবন্দি করে রেখেছিল সে দেশে। অথচ স্বাধীনতা অর্জনের তাড়নায় অনেক আগেই পাকিস্তানকে 'আসসালামুআলাইকুম' জানিয়েছিলেন নির্লোভ এ নেতা। শুধু ভাসানী নয়, অনেক মহান ত্যাগী নেতাকেও ট্যাগের বদনাম সহ্য করতে হয়েছে। একসময় চৈনিক চর, রুশ-ভারতের দালাল, পাকিস্তানপন্থি, মার্কিন এজেন্ট, উত্তরপাড়ার লোক এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা বাহিনীর নামে ট্যাগ লাগানো হতো। সেসবের পাশাপাশি নতুন নতুন অনেক বিশেষণ আমদানি হয়েছে সম্প্রতি। গত হাসিনা রেজিমে ট্যাগের রাজনীতির বাম্পার ফলন হয়েছে। সরকার বা আওয়ামীবিরোধী সমালোচনা করলেই 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বা 'স্বাধীনতাবিরোধী' তকমা লাগানো হতো। অব্যাহত রাষ্ট্রীয় অপপ্রচারে 'বিএনপি-জামায়াত'কে প্রায় গালির প্রতিশব্দ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল আওয়ামী অনুসারীরা। এ ছাড়া অমুকের লোক, তমুকের দালাল এসব প্রচারণা তো ডাল-ভাত। দুঃখের বিষয়, এসব অনৈতিক উদ্যোগকে উৎসাহ দিতেন স্বয়ং সরকার ও আওয়ামী লীগ প্রধান। এতে করে আওয়ামী লীগের অনেক ত্যাগী নেতাও বিব্রত হতেন। এখন সরকারবিরোধী সমালোচকদের বলা হয় 'ফ্যাসিস্টের দোসর'।

সম্প্রতি এই অসৎ চর্চা মারাত্মকভাবে বেড়েছে। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ইতিবাচক কাজ দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেছনে ফেলার চেয়ে ট্যাগ দিয়ে পচানো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যে কারণে রাজনীতিতে সুস্থ ধারার চর্চা ব্যাহত হচ্ছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বিশ্বজুড়ে রাজনীতিতে 'কৌশল' একটি স্বীকৃত শিল্প। এজন্য গোপন দলীয় বৈঠক, স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে শলাপরামর্শ প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এমনকি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদেরও সহযোগিতা নিয়ে থাকেন রাজনীতিবিদরা। সে কারণে রাজনীতির বাইরেও নানা কর্মকাণ্ডে অংশ নেন নেতারা। এসব ব্যাপারকেও

এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

# BEST TAX EXPRESS INC.

# ট্যাক্স
## একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন।

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং,অডিট,ফাইন্যানসিয়াল স্টেটিমেন্ট, বুককিপিং , অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, লাইসেন্স ও পে-রোল,আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ।

Individual And Business Tax, Audit, Financial Statement, Bookkeeping, Non-profit Business Setup, Licensing & Payroll, Specialized In IRS & NYS Tax Problem Resolution

FINANCE, ACCOUNTING, TAX FILING, AUDIT & CONSULTING
( Business & Non profit )

**Call Us**
+1 (646) 253-4798
+1 (718) 878-6878

**Email Us**
besttaxexpress@gmail.com

**OpenTime**
Seven Days in a Week
(07.00 AM - 10.00 PM)

**Website**
www.besttaxexpress.com

**Endicott Branch**
103 Washingtone Avenue 2nd Fl, Endicott, NY 13760

**Main Branch**
168-29 Hillside Ave. 2nd floor, Suit-2 Jamaica, NY 11432

**Buffalo Branch**
1288 Fillmore Avenue, Buffalo, NY 14211

**Jamaica Branch**
159-06 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

**Woodside Branch**
69-07 Roosevelt Avenue 2nd Fl, Woodside, NY 11377

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

# ইরানকে মেরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল আসলে যা চায়

ইসরায়েলি বসতি-ঔপনিবেশিক প্রকল্প হলো বাস্তুচ্যুতি, উৎখাত এবং গণহত্যার একটি নিরসনাতীত প্রকল্প; মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হলো মানুষের সম্পদ, মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার একটি অন্যায় প্রকল্প। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের যা করা উচিত:
১. ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের বসতি-ঔপনিবেশিক প্রকল্প পরিত্যাগ করানো এবং ঔপনিবেশমুক্ত ফিলিস্তিনে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সম-অধিকারের ভিত্তিতে সহাবস্থান গড়ে তোলা;
২. যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের লৌহমুষ্টি বা আয়রন গ্রিপ ছাড়তে বাধ্য করা, যাতে এই অঞ্চলের মানুষ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে জীবনযাপন করতে পারে। এটাই একমাত্র উপায় চিরস্থায়ী বিশৃঙ্খলা, অস্থিতিশীলতা, দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা এড়িয়ে চলার

মুহান্নাদ আয়্যাশ

২০০২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে দেওয়া এক সাক্ষ্যে তৎকালীন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মার্কিন আইনপ্রণেতাদের বলেছিলেন, সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে বিজয় অর্জন এবং ইরাক ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র পৌঁছাতে না দেওয়ার জন্য ইরাকে আক্রমণ চালানো জরুরি। তিনি আরও দাবি করেন, এই যুদ্ধ দ্রুত শেষ হবে এবং এটি শুধু ইরাকেই নয়, বরং পুরো অঞ্চলে, এমনকি ইরানেও পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্রের একটি নতুন যুগের সূচনা করবে। এ দুটি দাবির কোনোটিই সত্য হয়নি।

২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন শুরুর আগেই বহু বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তার জানা ছিল যে সাদ্দাম হোসেনের সরকারের কাছে কোনো গণবিধ্বংসী অস্ত্র ছিল না। আল-কায়েদার সঙ্গেও তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই যুদ্ধ যে ব্যাপক ধ্বংস, অস্থিতিশীলতা, নিরাপত্তাহীনতা, অকল্পনীয় দুর্ভোগ, বিশৃঙ্খলা ও শাসনব্যবস্থার পতন ডেকে আনবে, তা অনেকটাই অনিবার্য ছিল। এবং ঠিক সেটাই ঘটেছে। আজকের ইরাক সর্বোচ্চভাবে এক ভঙ্গুর রাষ্ট্র, যেখানে ব্যাপক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট বিরাজ করছে।

চলতি মাসের মাঝামাঝিতে প্রথমে ইসরায়েল এবং পরে যুক্তরাষ্ট্র যখন ইরানে হামলা চালায়, তখন অনেক বিশ্লেষক মন্তব্য করেছিলেন যে এ দুই অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু মনে হয় ইরাক যুদ্ধ থেকে কোনো শিক্ষা নেয়নি। ইরানেও এখন তারা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করছে। এই বিশ্লেষণগুলো সঠিক হতো যদি ২০০৩ সালের আগ্রাসনের প্রকৃত লক্ষ্য হতো গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তার ঠেকানো এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য তা ছিল না।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য সেই যুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ছিল এমন একটি ইরাক, যা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি বসতি স্থাপন-ঔপনিবেশিক প্রকল্প এবং ওই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বিস্তারে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। আজ ইরানের ক্ষেত্রেও তাদের লক্ষ্য একই।

যেমনটি ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল, ঠিক তেমনই 'পরমাণু অস্ত্র তৈরি করার দ্বারপ্রান্তে' ইরান রয়েছে-এই দাবিরও কোনো ভিত্তি নেই। তেহরান আসলেই পরমাণু সক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আজ পর্যন্ত উপস্থাপন করেনি তারা। এর পরিবর্তে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে এক চরম ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার।

এখানে আমাদের সামনে এমন একটি পরিস্থিতি রয়েছে, যেখানে রয়েছে দুটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। যার একটি হচ্ছে ইতিহাসে একমাত্র দেশ, যে একবার নয়, দুইবার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে। আর অন্যটি এমন একটি দেশ, যা পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিতে (এনপিটি) সই করতে অস্বীকার করেছে এবং যার পরমাণু নীতিতে গণহত্যা-আত্মঘাতী ধরনের কৌশল রয়েছে। তারা তথাকথিত পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধের অজুহাতে অবৈধ 'প্রত্যাঘাতমূলক' আগ্রাসনে লিপ্ত হয়েছে।

স্পষ্ট করে বললে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের লক্ষ্য ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নয়। ইরানের বিরুদ্ধে যৌথ হামলার উদ্দেশ্য হলো ওই অঞ্চলজুড়ে আধিপত্য নিশ্চিত করার জন্য বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা। তাদের আসল লক্ষ্য হলো, ইরানকে একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে দমন করা। সেই কারণেই 'শাসন পরিবর্তন'-এর কথা ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ এবং অন্যান্য ইসরায়েলি কর্মকর্তার একাধিক বক্তব্যের পাশাপাশি মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম ও টেড ক্রুজও ইরানে সরকার উৎখাতের ডাক দিয়েছেন। গত রোববার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও সামাজিকমাধ্যমে একটি পোস্টের মাধ্যমে ইরানে শাসন পরিবর্তনের বক্তব্যে শামিল হয়েছেন।

ইরানি জনগণকে এখন 'অধিকার' ও 'স্বাধীনতার' জন্য রুখে দাঁড়াতে এবং লড়াই করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কিন্তু ইরানে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের আসল লক্ষ্য নয়। কেন? কারণ একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ইরান কখনোই তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে না এবং পাশের অঞ্চলে চলমান নির্মম বসতি স্থাপন-ঔপনিবেশিক প্রকল্পকে মেনে নেবে না।

তারা বরং চাইবে ইরান ফিরে যাক সহিংস ও স্বৈরতান্ত্রিক পাহলভি রাজবংশের শাসনে, যা ১৯৭৯ সালে এক গণবিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত হয়েছিল। অথবা এমন কোনো রাজনৈতিক শক্তির অধীনে, যারা তাদের নির্দেশ মেনে চলতে রাজি থাকবে।

যদি সেটাও না ঘটে, তাহলে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র বরং একটি বিভক্ত, দুর্বল, বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল ইরান পছন্দ করবে, যেখানে গৃহযুদ্ধ চলছে। এটি তাদের স্বার্থের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমনটি যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাক ছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে দুর্বল করা এবং ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসনের মাধ্যমে অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে দেওয়া একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিগত লক্ষ্য, যা ১৯৯০-এর দশক থেকে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক

# ভিন্ন চোখে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ

মেজর (অব.) নাসির উদ্দিন আহাম্মেদ

আসন্ন ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ১২ দিনের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে বলে ২৩ জুন ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এজন্য ইরান ও ইসরায়েলকে আগাম অভিনন্দন জানাতেও ভুল করেননি। কিন্তু তিনি হয়তো বুঝছেন না, পৃথিবীর মানুষ ভুল করেও মনে করে না যে, যুদ্ধটা মূলত ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে। ফলে ইরান কিংবা ইসরায়েল কোনো কিছু না বললেও ডোনাল্ড ট্রাম্প এককভাবে যুদ্ধবিরতির বিষয়টি সামনে এনেছেন। তাই আমি যখন লিখছি আর প্রিয় পাঠক যখন লেখাটি পড়বেন, তার মধ্যেই ঘটে যেতে পারে এমন কিছু, যা হয়তো অনেকের ধারণারও বাইরে।

ইসরায়েলকেন্দ্রিক ইহুদি সম্প্রদায়ের একটি অংশের কাছে সিংহ একটি পবিত্র ধর্মীয় সত্তা, যার নেপথ্যে রয়েছে পৌরাণিক ধর্মীয় চেতনা। সিংহকে শক্তিমত্তা, সৌম্যতা ও নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ক্ষমতার প্রতীক বিবেচনা করে ইহুদি জাতি। সেই সিংহকে স্মরণ করে অপারেশন রাইজিং লায়ন (উদীয়মান সিংহ) নামে চলমান যুদ্ধ শুরু করেছে ইসরায়েল। অন্যদিকে ২০২৪ সালের এপ্রিলে ইরান অপারেশন ট্রু প্রমিস-১ ও অক্টোবরে ট্রু প্রমিস-২ শেষে সাম্প্রতিক ইসরায়েলি হামলার জবাবে শুরু করেছে অপারেশন ট্রু প্রমিস-৩। এর আগে ইসরায়েলি আক্রমণে গাজা ভূখণ্ডে প্রায় ৫৫ হাজার নিরীহ ফিলিস্তিনি নারী, শিশু ও সাধারণ মানুষের মৃত্যুর পরও যখন মুসলিম বিশ্ব ও আরব নেতারা কার্যকর কোনো প্রতিরোধ এমনকি প্রতিবাদের ভাষাও ভুলে যায়, তখন মুসলমানদের রক্ষায় ট্রু প্রমিস-৩ (প্রকৃত ওয়াদা-৩) নামে পাল্টা যুদ্ধ শুরু করে মুসলমানদের রক্ষার জন্য ইরান এক কঠোর বার্তা দিতে চাচ্ছে। ফলে বলা চলে মধ্যপ্রাচ্যে বাঘ-সিংহের লড়াই চলছে, যে লড়াইয়ে আসলে কেউই হয়তো জয়ী হবে না আর নিশ্চিত পরাজিত হবে মানবতা।

সামরিক বিজ্ঞান বা যুদ্ধবিদ্যার ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য, বিশেষত যারা ইন্টেলিজেন্স, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স, সাইবার সিকিউরিটি, এক্সেস কন্ট্রোল কিংবা সার্ভেইলেন্স ও মনিটরিংয়ের মতো বিষয় চর্চা করেন, তাদের জন্য এ যুদ্ধ একটি অভিজ্ঞতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দেখা যায় ২০২০ সালের ৩ জানুয়ারি মার্কিন ড্রোন হামলায় ইরাকের বাগদাদ বিমানবন্দরের কাছে প্রাণ হারান ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির ডান হাত রূপে পরিচিত মেজর জেনারেল কাশেম সোলাইমানি। এর আগে ২০১৩ সালে লেবানন-সিরিয়া সীমান্তে ইসরায়েলের বিমান হামলায় মৃত্যু ঘটে ইরানের মেজর জেনারেল হাসান সাতেরির। এ ঘটনার দশ বছর পর ২০২৩ সালে সিরিয়ার দামেস্কে নিজ বাসভবনে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হন ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের উপদেষ্টা সাইদ রাজি মৌসভি। ইসরায়েলের যুদ্ধবিমান থেকে ছোড়া একাধিক মিসাইলের আঘাতে ২০২৪ সালের ২ এপ্রিল বিধ্বস্ত হয় সিরিয়ার দামেস্কে অবস্থিত ইরানের দূতাবাস। সেই দূতাবাসে তখন অবস্থান করছিলেন ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রেজা জাহেদি। এসব হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করে, ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ও ইসরায়েলের পৃষ্ঠপোষক ও প্রশ্রয়দাতা আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ দীর্ঘদিন ধরে ইরানি সরকারি স্থাপনা বিশেষত সামরিক ও পরমাণু স্থাপনায় নিবিড় গোয়েন্দা জাল বিস্তার করেছিল, আর সময়মতো তার সুফল ঘরে তুলেছে।

এরকম গোয়েন্দা কার্যক্রমের অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল কিছু প্রযুক্তিপণ্য, যা ইরানের সর্বোচ্চ মহলে থাকা সেনা কর্মকর্তা ও পরমাণুবিজ্ঞানীদের অবস্থান প্রতিনিয়ত জানিয়ে দিত। গত ১৩ জুন (শুক্রবার) ইসরায়েলের মিসাইল হামলার প্রথম ঢেউয়ে একসঙ্গে ছয়জন সামরিক কর্মকর্তা এবং বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় পরমাণুবিজ্ঞানী সরাসরি হত্যার নেপথ্যে প্রত্যেকের কাছে থাকা কিছু পণ্যের প্রতি যেমন মোবাইল ফোন, হাতঘড়ি, চশমা, বেল্ট, বহনযোগ্য কম্পিউটার ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করছেন প্রযুক্তিবিদ ও সামরিক বিশেষজ্ঞরা। এসব পণ্যই শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্মকর্তা ও পরমাণুবিজ্ঞানীদের অবস্থান প্রতিনিয়ত জানিয়ে দিত এবং চূড়ান্ত সময়ে ইসরায়েলের ছোড়া মিসাইলকে গাইড বা দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে বলে ধারণা করা হয়। এর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, নিহত মেজর জেনারেল গোলাম আলি রশিদ কিছুদিন আগে অন্য একটি দেশে ভ্রমণকালে সে দেশে সেনাপ্রধান বা সামরিক স্থাপনার পক্ষ থেকে একটি হাতঘড়ি উপহার পেয়েছিলেন। মূলত সেই হাতঘড়িতে ইসরায়েল গাইড বা দিকনির্দেশনা প্রদান করার চিপস বসানো ছিল বলে সন্দেহ করা হয়। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন মেজর জেনারেল আলি সাদদানি, যিনিও চার দিন পর অর্থাৎ ১৭ জুন তারিখে মিসাইল হামলায় মৃত্যুবরণ করেন। ফলে এ ধারণা আরও শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ইরানের সেনা সদর বা সামরিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে পড়তে পড়তে অবস্থান নিয়েছে ইসরাইলের গোয়েন্দাদের এজেন্ট এবং অত্যাধুনিক পণ্য, যা ভবিষ্যতের যুদ্ধবিদ্যাকে নতুন স্তরে নিয়ে যাবে।

প্রথাগতভাবে যুদ্ধ হয় দুই দেশের সেনাবাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে। একটি নির্দিষ্ট রণাঙ্গনে যুদ্ধে হতাহতদের তালিকায় সেনাসদস্যদের নামই এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

শিয়া বিষয়ে তালিম বা ধর্মীয় জ্ঞান বিতরণের নামে তিনি সখ্য গড়ে তোলেন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা ও পরমাণুবিজ্ঞানীদের সঙ্গে। আর এভাবেই তিনি এসব সামরিক কর্মকর্তা ও পরমাণুবিজ্ঞানীদের সর্বশেষ অবস্থান জানতে পারতেন এবং প্রযুক্তির কল্যাণে সহজেই তা জেনে যেত যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা। যার ফলে এক নারী এ যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়েছেন বলে ব্যাপক জনশ্রুতি রয়েছে। ১৯৬৭ সালের ৫ থেকে ১০ জুন পর্যন্ত ছয় দিনের যুদ্ধ হয়েছিল ইসরাইল ও আরবদের মধ্যে। এই আরবদের মধ্যে ছিল মিশর, জর্ডান ও সিরিয়ার সৈন্যরা। এ তিনটি দেশই আজ যুক্তরাষ্ট্রের কবজায় এবং নানা কারণে ধ্বংসের পথে। ৫৭ বছর পর ২০২৫ সালের এই জুনে বলা যায়, মুসলিম বিশ্বের সমর্থন ছাড়াই ইরানের এই ১২ দিনের যুদ্ধে নতুন কী ইতিহাস রচনা করতে চলেছে, তা দেখার অপেক্ষায় সারা বিশ্ব

# বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

# BANGLA TRAVELS
## JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

৭৪৯+
JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০
ওমরাহ ভিসা - এয়ার টিকেট - হোটেল

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।

আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ

কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ

কে.এম. শহিদ
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১৮ বছরের অভিজ্ঞ

মাহির
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৮ বছরের অভিজ্ঞ

জাহাঙ্গীর
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১০ বছরের অভিজ্ঞ

**7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372**
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

**Phone: 917-396-4140, 917-592-7828**

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.

# অজস্র দাবিদাওয়ার আন্দোলন এবং তার পরিণতি

ড. মাহবুব উল্লাহ্

দৈনিক 'আমার দেশ' গত ২৪ জুন লিড নিউজ হিসাবে একটি স্টোরি করেছে। এ স্টোরির শিরোনাম হলো, 'দাবির বহরে ব্যতিব্যস্ত অন্তর্বর্তী সরকার'। এ স্টোরির ভূমিকায় লেখা হয়েছে, 'দাবি আদায়ের আন্দোলন সরকারের পিছু ছাড়ছে না কিছুতেই। একের পর এক আন্দোলন মোকাবিলায় ব্যতিব্যস্ত থাকতে হচ্ছে সরকারকে। এক পক্ষ নিবৃত্ত হতেই আরেক পক্ষ আসছে দাবি নিয়ে। বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, চাকরি জাতীয়করণসহ নানা দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চলতে দেখা যাচ্ছে। এসব দাবির আন্দোলনে প্রায় প্রতিদিনই জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণসহ আশপাশের রাস্তা উত্তপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। সরকারের তরফ থেকে নানা আশ্বাস দেওয়ার পরও দাবি আদায়কারীরা পিছু হঠছেন না। কোনো কোনো পক্ষের দাবি মেনে নেওয়া হলেও তারা নিত্যনতুন দাবি নিয়ে আবার মাঠে নামছে। নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে গত সাড়ে দশ মাসে চার শতাধিক আন্দোলন মোকাবিলা করতে হয়েছে।

আমার মনে হয়, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা ও গোষ্ঠী যত রকমের আন্দোলন করেছে, অতীতে কোনো সরকারের আমলে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে এত রকমের দাবি দাওয়ার আন্দোলন হয়নি। ব্যাপারটা অনেকটাই রহস্যজনক মনে হয়। শেখ হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে এর ১০ ভাগের এক ভাগ আন্দোলন হয়েছিল কিনা সন্দেহ আছে। সেই সময় আন্দোলনকারীরা খুব বেশিদূর এগোতে পারত না। সরকারের পুলিশ বাহিনী অত্যন্ত কঠোর হস্তে আন্দোলনগুলো প্রতিহত করত। এসব আন্দোলন প্রতিহত করার কাজে শাসক দলের মাস্তানরাও পুলিশের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আন্দোলনকারীদের ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দিত। মাস্তানদের এই বাহিনী হেলমেট বাহিনী নামে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল। শেখ হাসিনার শাসনামলে বড় ধরনের কয়েকটি আন্দোলন হয়েছিল। প্রতিটি আন্দোলনই হয় নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছে অথবা কৌশলের ফাঁদ পেতে আন্দোলনকে এগোতে দেওয়া হয়নি। ওই শাসনামলে হেফাজতের শাপলা চত্বরের আন্দোলন বুলেট, টিয়ার গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড মেরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। শাপলা চত্বরের সমাবেশে কত লোক নিহত হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বিভিন্ন সূত্র বিভিন্ন পরিসংখ্যান দিয়েছে। তবে প্রকৃত অর্থে কত লোক নিহত হয়েছে, তা বোধহয় কখনোই জানা যাবে না। শাপলা চত্বরে আলো নিভিয়ে চরম নিষ্ঠুরতায় আন্দোলনকারীদের হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে সরকারবিরোধী কওমি আলেমদের বাগে আনতে শেখ হাসিনার সরকার কোটি কোটি টাকা ছিটিয়েছে। দুঃখের বিষয় হলো, আলেমদের একটি অংশ টাকার লোভে আত্মসমর্পণ করেছে। শুধু তাই নয়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে শেখ হাসিনাকে 'কওমি জননী' উপাধি দিয়েছে। বোঝা যায়, ধার্মিক মানুষদের যদি স্খলন ঘটে তাহলে সেই স্খলনের সীমা-পরিসীমা থাকে না। কওমি আলেমদের একাংশের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। অন্যদিকে আলেমদের অন্য একটি অংশ, যারা আপস করেনি, তাদেরকে জেল-জুলুম ও ভয়াবহ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। হেফাজতের অন্যতম নেতা জুনায়েদ বাবু নগরীকে কারাবাস ও জিজ্ঞাসাবাদের নামে চরম দৈহিক নির্যাতনের কবলে পড়তে হয়েছে। কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর বাবু নগরী বেশিদিন বেঁচে থাকেননি। হেফাজতের শাপলা চত্বর আন্দোলন দমনের গর্হিত কলাকৌশল এদেশের আন্দোলনের ইতিহাসে এক ভয়ংকর দৃষ্টান্ত হয়ে থ াকবে।

ছাত্রদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন দমনেও কূটকৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। স্কুল-কলেজের কোমলমতি ছাত্রদের বিরুদ্ধে হেলমেট বাহিনী ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। সর্বশেষ কোটা সংস্কার আন্দোলন, যা পরবর্তী সময়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রূপ পায়, সেই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে সরকারপন্থি ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের গুন্ডা-মস্তান বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বেধড়ক মারধর করে। বহু ছাত্রছাত্রী আহত হয় এবং আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের হল ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়। ছাত্রলীগের এই চন্ড দমন নীতি বুমেরাং হয়ে গিয়েছিল। অচিরেই ছাত্রছাত্রীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছাত্রলীগের গুন্ডা, মাস্তান ও সমর্থকদের তাড়া করে। ছাত্রলীগ টের পায় ছাত্র-জনতার ঐক্যের শক্তি কত দুর্জয় হয়ে উঠতে পারে। এমনই এক পরিস্থিতিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্তব্য করলেন, মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা চাকরি পাবে না, চাকরি পাবে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা? আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শেখ হাসিনার এ আপত্তিকর ও অপমানজনক উক্তি আগুনে ঘি ঢালার শামিল হলো। আন্দোলনে সূচিত হলো নতুন এক পর্যায়। এ পর্যায়ে শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, সাধারণ মানুষও মরণপণ বাজি রেখে আন্দোলনে শামিল হলেন এবং আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতিতে ৫ আগস্ট ২০২৫ বিশাল গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয়, শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা ছেড়ে প্রভুর দেশ ভারতে পালিয়ে যেতে হয়।

শেখ হাসিনার শাসনামলে জনগণের বিক্ষোভ-সংগ্রামকে যেভাবে মোকাবিলা করতে হয়েছে, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে সেই পদ্ধতি অবলম্বন সম্ভব নয়। কারণ এ সরকার একটি ভালো গণতন্ত্রের উত্তরণের জন্য সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করতে চায়। এ সরকার প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক সরকার নয়। তাই এ সরকারের পক্ষে দমন-পীড়নের পথে দাবি দাওয়ার আন্দোলন প্রতিহত করার প্রয়াস নেওয়া সম্ভব নয়। এখানেই এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

> 'আমার দেশ'-এর প্রতিবেদনে সচিবালয়ে কর্মচারীদের আন্দোলন, এনবিআরে আন্দোলন, চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যদের আন্দোলন, মেয়রের চেয়ারে বসার দাবিতে ইশরাকের ৪০ দিনের আন্দোলন, প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে যেতে তথ্য আপাদের আন্দোলন, এনটিআরসিএ ভাইবা দেওয়া সবাইকে পাশ করানোর দাবি এবং এমপিওর দাবিতে শিক্ষকদের কাফন মিছিল নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। আন্দোলনের ন্যায্যতা ও অন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা আমার কাজ নয়। আমি শুধু সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে একটু স্থির হয়ে ভাবতে বলব, এতসব আন্দোলনের বাইরে আর কী আছে? এগুলোর ফলে দেশ ও দশের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে, তা নিয়ে নিজ নিজ বিবেককে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য মনে করি

# নির্বাচনের পুলসিরাত জুলাই সনদ

মোজাম্মেল হোসেন

> এখনো কয়েকটি বড় বিষয়ে ঐকমত্য হয়নি। ঐকমত্য কমিটির সহ-সভাপতি প্রফেসর আলী রীয়াজ চেষ্টা চালাচ্ছেন। ইতিমধ্যে আন্দোলনকারী ছাত্র-তরুণদের একাংশের মধ্যে বিপ্লবী উন্মাদনা কমে এলেও এবং সরকারিভাবে 'বিপ্লব' না বলে 'গণ-অভ্যুত্থান বলা চালু হলেও জুলাই সনদের বিষয়বস্তু নিয়ে, বিশেষত দেশের সংবিধান প্রশ্নে কোনো মহল যাতে বিভেদাত্মক বক্তব্য প্রদান ও ভূমিকা গ্রহণ না করতে পারে সেদিকে সরকারসহ সকলের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কোনো অজুহাতে নির্বাচনকে পিছিয়ে দেয়া বা রাজনৈতিক সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির দিকে দেশকে ঠেলে দেয়ার অপচেষ্টা যাতে কোনো মহল না করতে পারে সে-বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। জুলাই ঘোষণা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করুক, বিভক্ত নয়

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ও বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মধ্যে লন্ডনে নজিরবিহীন বৈঠকটির পরে দেশের রাজনীতিতে খানিক উত্তেজনা হ্রাস ও স্বস্তির ভাব যে এসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও তা কতোদিন স্থায়ী হবে তাতে সন্দেহ আছে।

মূল যে বিষয়ে উত্তেজনা কিছুটা কমেছে তা জাতীয় নির্বাচন তথা ত্রয়োদশ সংসদের জন্য ভোটাভুটির সময় নির্ধারণ নিয়ে। বিএনপি নির্বাচনের রোডম্যাপ অর্থাৎ প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেয়া থেকে ভোটগ্রহণ পর্যন্ত ধাপগুলোর তারিখ দিয়ে একটি পথরেখা ঘোষণার জন্য চাপ দিয়ে আসছিল। নির্বাচন সম্পর্কে সরকার সিদ্ধান্ত নিলেই নির্বাচন কমিশন এই পথরেখা ঘোষণা করবে। গত বছর জুলাই-আগস্টের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পরে গত দশ মাস ধরে ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার এ বিষয়ে অস্পষ্টতা রেখে চলায় বিএনপিসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরকারের একটি টানাপড়েন ও অবিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শেখ হাসিনাসহ নেতারা পলাতক ও দল আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় এবং অবশেষে সরকারের আদেশে দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয়ে পড়ায় সেই শূন্যতায় বিএনপি এখন দেশে বৃহত্তম দল এবং নির্বাচন হলে তারাই ক্ষমতায় যাবে বলে সর্বমহলে ধারণা রয়েছে। ফলে নির্বাচনের সময় নিয়ে অনিশ্চয়তায় বিএনপি'র সঙ্গেই সরকারের দ্বন্দ্বটা মুখ্য হয়ে ওঠে। বিএনপি চলতি বছর ডিসেম্বরে নির্বাচন চাচ্ছিল। শক্তির দিক থেকে পরবর্তী অবস্থানে থাকা জামায়াতে ইসলামী আন্দোলনকারী ছাত্রদের নবগঠিত সরকারের আনুকূল্যপ্রাপ্ত দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নির্বাচন কিছু দিন পিছিয়ে করতেও সম্মত। যদিও বিএনপি প্রথম থেকেই শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের সরকারি নেতাদের বিরুদ্ধে আনা ক্ষমতায় থাকাকালীন মানবতাবিরোধী বিভিন্ন অপরাধের বিচার ও ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের স্বার্থেই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিয়ে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল। তবে আইনশৃঙ্খলার অবনতিসহ প্রশাসনিক নানা ব্যর্থতার মধ্যেই এই সংস্কার নিয়ে সরকারের কাজে সন্দেহজনক ধীরগতি, সরকার সমর্থক কিছু মহল থেকে বিনা নির্বাচনে ইউনূসকে ৫-১০ বছর ক্ষমতায় রাখার জন্য প্রচার ইত্যাদির ফলে অবিশ্বাস বাড়তে থাকে। প্রধান উপদেষ্টা অনেকদিন ধরে বলে আসছিলেন, সংস্কার অল্প বা বেশি করা সাপেক্ষে এ বছর ডিসেম্বর থেকে ২০২৬-এর জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে। এতে একটা অস্পষ্টতা থাকে। মে মাসের শেষ চারদিন প্রফেসর ইউনূস জাপান সফরের সময় বিদেশি মিডিয়াকে সাক্ষাৎকার দিয়ে তিনি বলেন যে, একমাত্র বিএনপি এ বছর ডিসেম্বরে নির্বাচন চায়, অন্য কোনো দল চায় না। এ কথার মধ্যে সত্যতা না থাকায় বিএনপি'র সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক তিক্ততার দিকে যেতে থাকে। এ সময় হঠাৎ করেই প্রফেসর ইউনূস গত ৬ই জুন ঈদুল আজহা উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে ঘোষণা করেন যে, ২০২৬-এর এপ্রিলের প্রথমার্ধে যেকোনোদিন নির্বাচন হবে। এই ঘোষণাও কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি এজন্য যে, এপ্রিলের প্রথম পক্ষটি কয়েকটি চিপার মধ্যে। তা হলো রোজার মাসে নির্বাচনী প্রচার চালাতে হবে, কাছাকাছি সময়ে দেশব্যাপী একযোগে মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং ঋতুর দিক থেকে সময়টা ঝড়-বৃষ্টি-বন্যার। বিএনপি জোরালো আপত্তিই জানায়। ইউনূস আবার এক দ্রুত মোড় নিয়ে এক সপ্তাহের মাথায় ১৩ই জুন লন্ডনে তারেকের সঙ্গে বৈঠকে আলাপ করে উভয়ের যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা দেন যে, পরবর্তী রোজার আগে অর্থাৎ ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে ভোট হতে পারে।

এবার কিন্তু ভোট 'হতে পারে' এবং তাও শর্তসাপেক্ষে। যৌথ বিবৃতি অনুযায়ী রোজার আগে নির্বাচনের প্রস্তাবটি জনাব তারেকের। বিবৃতির ভাষা হলো- "সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা গেলে ২০২৬ সালের রমজান শুরু হওয়ার আগের সপ্তাহেও নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সেই সময়ের মধ্যে সংস্কার ও বিচারের বিষয়ে পর্যাপ্ত অগ্রগতি অর্জন করা প্রয়োজন হবে।"

পরিকার ভাষায় সুনির্দিষ্ট না করে একটি ভাসা ভাসা সদিচ্ছায় ঐকমত্য। তবু আমরা বিশ্বাস করবো যে, সরকার এ কাজগুলো সমাধা করে ঐ সময়ে নির্বাচন হতে দেবেন।

সরকার এবং একটিমাত্র দলের নেতার সঙ্গে এমন যুক্ত বিবৃতি নজিরবিহীন। এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্ময় এবং সরকারের প্রতি কিছু ক্ষোভেরও বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি। তা প্রকাশ করেছে জামায়াতে ইসলামী এবং এমনকি সরকার সমর্থক এনসিপি। তবে ইউনূস-তারেক বৈঠকটি সাধারণভাবে রাজনৈতিক মহলে ও বিশেষ করে জনগণের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। মানুষ সব সময়েই চায় দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়িয়ে আলোচনা-সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক মতানৈক্যের নিরসন ঘটানো। এদিক থেকে বৈঠকটি অনন্যসাধারণ।

তবে শুধু নির্বাচনের তারিখ সম্পর্কে একমত হওয়ার জন্য প্রফেসর ইউনূসের ৩৯ জনের বিরাট বহর নিয়ে লন্ডনে যাওয়ার দরকার ছিল কিনা- এ এক কৌতুকমিশ্রিত লাখ টাকার প্রশ্ন। এটা ঢাকায় বসে এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY
OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA
CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজের এফিলিয়েটেড PRESIDENTIAL AWARD
& NATIONAL HEALTHCARE CHAMPION AWARD
প্রাপ্ত এবং CIP মুহাম্মদ আব্দুল কাদের ভূঁইয়া (শিশির) পরিচালিত হোম কেয়ার এজেন্সি
ALL COUNTY
হোম কেয়ার
CDPAP
PCA
HHA.RN
NYS LICENSED HOME CARE AGENCY
অন্য এজেন্সিতে চলমান কেইস ট্রান্সফার অথবা নতুন কেইস শুরু করার আগে আমাদের পরামর্শ আপনাকে এগিয়ে রাখবে
PH : 718 593 0932
* DIRECT DEPOSIT * WEEKLY PAYMENT* FESTIVAL BONUS* 401K. INSURANCE
এজেন্সি ট্রান্সফার কেইস এর জন্য স্পেশাল সুবিধা দেওয়া হবে
Get Paid to Take care of Your Friends & Family
150-47 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432. Ph: (631) 935-8581, www. allcountyhealthny.com

# PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট

## CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।

# COMMITTED HOME CARE

## সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

**PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা করে থাকি।**

## আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য COMMITTED HOME CARE নাম উল্লেখ্য করতে হবে।

Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

## CORPORATE OFFICE:

37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

# ফরিদপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউ,এস,এ ইনক
# FARIDPUR DISTRICT ASSOCIATION OF USA INC.

## বার্ষিক বনভোজন

**১৩ জুলাই, ২০২৫ রবিবার**

**VAN SAUN COUNTY PARK**

**216 Forest Ave, Paramus, NJ 07652**

**PAVILION: I**

সুধী,

আস্সালামু আলাইকুম, আগামী ১৩ জুলাই, ২০২৫ ইং রোজ রবিবার ফরিদপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক এর বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত বনভোজনে আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

**পেশাদার বাবুর্চী দ্বারা স্পটে গরু ও খাসি রান্না করা হবে।**

**আমন্ত্রনে: বনভোজন উদ্‌যাপন কমিটি**

আহবায়ক
**মোঃ অলিয়ার রহমান**
ফোন: ৩৪৭-৩৩৪-৮৯৫৫

যুগ্ম আহবায়ক
মোঃ মঞ্জিল চৌধুরী
এনামুল এহসান তুহা
মোঃ খায়রুজ্জামান

চীফ কো-অর্ডিনেটর
**লিয়াকত আলী শরীফ**
ফোন: ৬৪৬-৭৫৫-৪০৮৩

কো-অর্ডিনেটর
খাঁন নাজমুল হাসান
মোঃ জিয়াউর রহমান
মোঃ মিজানুর রহমান

সদস্য সচিব
**মোঃ নজরুল ইসলাম**
ফোন: ৬৪৬-২৩৯-৯১৯২

যুগ্ম সদস্য সচিব
শিহান রেজা
মোঃ সেলিম আল মামুন
মোঃ মাসুদ রানা

**চাঁদার পরিমান**
একক: ৫০ ডলার
পরিবার ৪ জন: ১৫০ ডলার
**নিজস্ব পরিবহন**

**আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র ও খেলাধুলা**

**আপ্যায়নে**
রেজওয়ান সিদ্দিকী রেজা
খাঁন নাজমুল হাসান
শিহান রেজা
মোঃ জাকির সিকদার
মোঃ রফিকুল ইসলাম
কাজী মেহেদী হাসান
মোঃ নাজমুল হাসান সোহাগ
কাজী ফখরুল হাসান
মোঃ ফজলে হোসেন পান্নু
মোঃ জাকির হোসাইন
মোঃ আবুল বাশার মিঞা
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
ফারজানা লাবনী

**সকালের নাস্তা**
এস কে হিরু
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন
দেলোয়ার হোসেন খান
মোঃ মাসুদ হায়দার লস্কর
মোঃ সাইদুল ইসলাম
মোঃ মিজানুর রহমান
মোঃ সেলিম আল মামুন
লিয়াকত আলী শরীফ
নুর মোহাম্মদ সুমন

**র‍্যাফেল ড্র**
খাঁন হাবিবুর রহমান
এফএম রেজাউল করিম
মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
রিকতা সিকদার
মোঃ আবুল কাশেম
মোঃ লিটু আনাম
এনামুল এহসান তুহা
মোঃ এনামুল হক হেলাল
ফাতেমা রহমান
মিজানুর রহমান
সেলিম আল মামুন

**খেলাধুলা**
মোঃ আকাশ ইসলাম
শুভ সাহা, এস কে হিরু
সার্জেন্ট মোঃ সহিদুল ইসলাম
মোঃ সুমন মিয়া
মোঃ আক্তার মাতুব্বর
মোঃ মুকুল হাসান
শিমুল শিং রায়
হাবিবুর রহমান
পিয়ুষ কুমার মিত্র

**বিকালের নাস্তা**
সাজেদা করিম
রিকতা সিকদার
ফারজানা লাবনী
জহুরা আফরিন
পপি আক্তার
নাজমিন সুলতানা
ফাতেমা রহমান
সায়মা রহমান

**উপদেষ্টাবৃন্দ:** এ্যাডভোকেট আলী আফজাল মিয়া, খাঁন হাবিবুর রহমান, এফ, এম, রেজাউল করিম, মোহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক, মোঃ আবুল কাশেম, মোঃ লিটু আনাম, মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, মোঃ মাসুদ হায়দার লস্কর, মোঃ আলমগীর হোসেন, মোঃ সাইফউদ্দিন মিলন, মোঃ সাইদুল ইসলাম, মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, মোঃ সালাউদ্দিন চৌধুরী, দেলোয়ার হোসেন খাঁন, সার্জেন্ট মোঃ সহিদুল ইসলাম।

**সার্বিক সহযোগিতায়:** উপরোক্ত সকল কমিটির সকল সদস্য, কার্যকরি কমিটির সকল সদস্য এবং সম্মানিত উপদেষ্টাবৃন্দ।

**র‍্যাফেল ড্র পুরস্কার সমূহ**
১ম পুরস্কার:
২৫০০ ডলার সমমূল্যের বেডরুম সেট
একাধিক স্বর্ণের গহনা,
ল্যাপটপ, টিভিসহ
২০টিরও বেশী আকর্ষনীয় পুরস্কার

ধন্যবাদান্তে

**সাকিব হায়দার**
সভাপতি
ফোন: ৪৭০-৪৪৭-৮৬২৫

**মোঃ লাকিবুল ইসলাম**
সাধারণ সম্পাদক
ফোন: ৯২৯-৫৯০-০৫৩৭

**প্রচারে: মোঃ হৃদয় মিয়া, প্রচার সম্পাদক, ফোন: ৯২৯-২১৭-১০৬২**

# এই সপ্তাহের কবিতা

## যুদ্ধের এই বিশ্বলয়ে

### রওশন হক

কে খেলিছে এই বিশ্বলয়ে, আগুন দিয়ে আঁকে মানচিত্র?
কে কাঁদায় শিশু মুখ, কে গুনে রক্তের হিসাব?
ইরান কেন পোড়ে? আমেরিকা কিসের দাবিদার?
এই কি সভ্যতা? এই কি গৌরবের উত্তরাধিকার?

যুদ্ধ মানে শুধু ট্যাঙ্ক নয়, মিসাইল নয়, গর্জন নয়,
যুদ্ধ মানে মায়ের বুক ফেটে যাওয়া, নিস্তব্ধ চোখে সন্ধ্যা ভয়।

একটা পুতুল পুড়ে যায়, খোলা বইয়ে লাল রক্ত,
একটা বাবার হাত থেকে ছিটকে পড়ে ছেলের শেষ চিঠি।

আমরা সবাই কি মানুষ নই? ধর্ম পেরিয়ে রক্ত এক,
তবুও কেন পতাকা ওড়ে বিভেদের অন্ধ বেগে?
কার ইশারায় বাজে ড্রোন, কার চোখে কেবল শত্রু?
কারা লিখে এই মৃত্যুকাব্য, কারা রচে লোভের কাব্য?
কে মাতব্বর এই নরম পৃথিবীর উপরে বসে?
কে দেয় হুকুম, কে নেয় প্রাণ, কে লুকায় মুখ হাসির রোশে?
জবাব নেই, শুধু কবর হয়-নামহীন, চোখহীন মুখ,
আর প্রতিদিন ইতিহাসে জমা পড়ে আরও কিছু দুঃখ।

তাই বলি, বন্ধ হোক এই খেলা, থেমে যাক গর্জে ওঠা গান,
শিশুরা খেলুক মাঠে, বুকে যেন না জমে কোনো শ্মশান।
মানুষ হোক মানুষের পাশে, আগুন নয়-ভালোবাসার আলো,
এই যুদ্ধ নয়, চাই আমরা জীবন-জীবনের কথা বলো।

লেখক : কবি, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

## আমরা যুদ্ধ চাই না; চাই না আর কোন মহাযুদ্ধ

### শেলী জামান খান

ঘুম থেকে উঠেই যুদ্ধ দেখি
যুদ্ধ দেখি ধূমায়িত চায়ের কাপে,
প্রতিদিন টেলিভিশনের রঙিন পর্দায়,
আল জাজিরা, সিএনএন কিংবা এমএসএনবিসি'র খবরে।
ইদানীং আমার সকালগুলো এভাবেই শুরু হয়।
যদিও মাঝেমধ্যেই খবরগুলো দ্রুত বদলে যায়।
ট্রাম্প কিংবা ইলন মাস্কের নতুন কোনো টুইট জায়গা করে নেয় আলোচনায়।
বৈধ কিংবা অবৈধ অভিবাসীদের ধরপাকড়ে সোচ্চার হয় আমেরিকার রাজপথ, অলিগলি।
গলাধাক্কার ডিপোর্টেশনে নাকাল অসহায় মুখগুলো খবরের ছবি এবং শিরোনাম হয়।

এই মুহূর্তে খবরের সিংহভাগ দখল করে আছে যুদ্ধবাজ ইজরায়েল।
আক্রান্ত ইরান কিংবা ফিলিস্তিন
পৃথিবীর দেশে দেশে প্লাকার্ড, ব্যানার হাতে  নীরিহ জনগন।
আমরা যুদ্ধ চাই না; শান্তি চাই!
প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, আবেদন প্রতিধ্বনি তোলে যুদ্ধবাজদের রুদ্ধ দরজায়।
পুড়ছে মানুষ, বাড়িঘর, ধূমায়িত নগর, জনপদ।

পুত্রের ঝলসানো শরীর কোলে নিয়ে কাঁদে অসহায় কোন পিতা!
মুমূর্ষ মানুষ হাহাকার করে কাঁদছে একটু পানির আশায়।
জীবাণুযুদ্ধ, মহামারি পেছনে ফেলে বাজছে আরও একটি যুদ্ধের দামামা।
হয়তো এটাই তৃতীয় মহাযুদ্ধের অশনিসংকেত!
হৃদয় রুদ্ধ হয়ে আসে।
মানবতা আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরে শোয়!
প্রতিবাদের ভাষা পড়ে থাকে নির্বাক!
নিরাপত্তা পরিষদ বরাবরের মতই ব্যস্ত শান্তি আলোচনায়!
নো মোর ডিপোর্টেশন।
ফ্যাসিজম মাস্ট গো
স্টপ ওয়ার!
স্টপ ইনোভেশন!
যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই!

এমনি নানাবিধ বার্তার প্লাকার্ড হাতে উঁচিয়ে,
মাঝেমধ্যেই আমরা দলবেঁধে জড় হই জাতিসংঘ এবং ডাইভারসিটি চত্তরে
সভা শেষে 'ইত্যাদি রেস্টুরেন্ট' এ বসে চা খাই, সাথে গরম গরম ডালপুরী।
বন্ধুদের সাথে হাগ বিনিময় করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসি।
প্রতিদিন শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে, আরামদায়ক বিছানায় সুখনিদ্রা যাই।
কেউ কেউ সঙ্গমে শান্তি খুঁজি।
নিশ্চিত জীবনের নিশ্চয়তায় রোজ সকাল হয় আমাদের জনপদে।
কেবল কাঁটার মত অষ্টপ্রহর বুকে বিঁধে থাকে
ইনকিউবিটরের ভেতর যুদ্ধাক্রান্ত মুমূর্ষ শিশুদের মুখ!
পৃথিবীর নানা প্রান্তে, একাই লড়ছে আক্রান্ত ইরান, ইউক্রেন, ফিলিস্তিন
আমরা দেখেছিলাম জেলেনস্কির অসহায় মুখ,
শুনেছি অসহায় গাজাবাসীর কান্না।
কলমযুদ্ধে, টকশোতে সোচ্চার বুর্জোয়া সাংবাদিকগণ।
আমজনতার সাধ্য কী যুদ্ধ বন্ধ করার!
হে পরাশক্তি !তোমরা বন্ধ কর এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা,
বন্ধ কর মানুষের জীবন নিয়ে অবহেলা!
এমনিতেই স্নায়ুযুদ্ধ, জীবাণুযুদ্ধে পরাস্ত এই পৃথিবী!
আমরা আর কোন মহাযুদ্ধ চাই না।
আমাদের শান্তিতে বাঁচতে দাও!

লেখক : কবি, কনি আইল্যান্ড, নিউইয়র্ক।

## সময়

### ইশতিয়াক রুপু

মধ্যবেলার ছায়াবাতাস
পেয়ে দরজা খোলা
ভুত চেহেরার কিছু ছবি
জল যে করে ঘোলা।

যায় যে বেলা
সখের মেলা,
সময় ভাঙে সিঁড়ি,
দিনের শেষে কাঠ দরজায়
সাঁটা দেয়াল ঘড়ি।

কবিতার শব্দ সোপান
ছুড়ায় ছুড়ায় খেলে,
অনুতাপের পাপড়ি উড়ে
মনের চোখ মেলে।
স্বপ্নে আলো জোসনা আলো
মেপে মেপে আসে
ভালোবাসার রঙের জোড়া
দুষ্টলোকে নাশে।

খোয়া উঠা সরু পথে
ছবির নেশায় ঘুম,
মেঘ ছাড়া ঐ নীল আকাশে,
হলদে ঘুড়ির ধুম।

লেখক : কবি, ডেট্রয়েট, মিশিগান।

## বাবা আমার

### সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

বাবা আমার  দুচোখে আলো
মনটা ঘিরে বাবা,
ছোটবেলায় হারিয়ে বাবা
হলাম আমি হাবা।

বাবার ছবি রোজই চোখে
যায় না স্মৃতি ভোলা,
আদর মায়া আজও  মনে
দেয় তো মনে দোলা।

বাবার হাত ধরেই    ওই
হাঁটার শুরু লগ্ন,
সেদিন  আজো স্মৃতির ছবি
ভাবনা মনে মগ্ন।

বাবা আমার  ইস্কুল সাথী
মায়ায় ঘেরা দিন,
খেলার মাঠে খেলার সাথী
বাজছে সুখ বীণ।

বাবার সাথে ঈদের খুশি
কেমনে থাকি ভুলে,
ঈদের দিনে ঈদের স্মৃতি
আনন্দে মন খুলে।

লেখক : কবি, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

## স্মৃতি-বিস্তৃতি

### আহম্মদ হোসেন বাবু

দেখতে দেখতে ভালবাসতে বাসতে চলে গেল বেলা
ঘোরের ভেতরে থাকতে থাকতে, সাঙ্গ হল মেলা।

কাছে-দূরে কত ভাবে আমি তোমাকে দেখেছি
যত দেখি বাড়ে তৃষ্ণা তত, বিভোরে থেকেছি!

কতশত নামে ডেকেছি তোমায় সুরে-সুরে
বন্দনা করেছি আমি সারাবেলা ঘুরে-ঘুরে।

তোমার পরশে উদগ্র উতল এই হিয়া
তুমি বন্ধু মরমিয়া, বন্ধু তুমি দরদিয়া।

হাজরে আসওয়াদে চুম্বনে চুম্বনে ঝরে পাপ
সেই অছিলায় কত মানুষ পেয়েছে মাপ।

পাথরে ইব্রাহিমের পদচিহ্ন সমুজ্জ্বল
দু'ফোটা চোখের জলে কেউ হয়না বিফল।

তোমার আশিস পেয়ে সত্যি আজ আমি ধন্য
তন্দ্রাহীন ব্যস্ত তুমি, এই পৃথিবীর জন্য।

গায়ের গিলাপ ছেড়ে আমাদের হলো দেখা!
কখনো ভাবিনি এভাবে রয়েছে ভাগ্যলেখা!

সাদা-কালো কাপড়ের মধ্যে জমা কত স্মৃতি
সাক্ষী থেকো মক্কার বিড়াল হবো না বিস্মৃতি।।

লেখক : কবি, নিউইয়র্ক।

# বাংলাদেশী স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা কর্পোরেশন
# BANGLADESHI SPORTS COUNCIL OF AMERICA CORP.

# GOLDEN AGE FOOTBALL TOURNAMENT-2025

**VENUE : RANDALL'S ISLAND PARK & ICAHN STADIUM, ADDRESS: 10 CENTRAL ROAD, NEW YORK 10035**

## GRAND SPONSOR

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব ধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

**Shah Nawaz** MBA
*President & CEO*
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

**JACKSON HTS OFFICE**
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

**BRONX OFFICE**
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-569-5003, Fax: 347-275-6834

**HILLSIDE AVE. OFFICE**
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

**BROOKLYN OFFICE**
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

## GROUP-A

BRONX UNITED FC · AYSAB · NYRSC (NEW YORK RIVALS SPORTING CLUB) · Sandwip United

## GROUP-B

FIGHTER'S CLUB · জুবো সংঘ · GARDEN STATE FC · NT

## GAME SCHEDULE

**WEEK 1 SCHEDULE JUNE 15, 2025 FIELD #10 (OPENING CEREMONY)**

| GAME TIME | MATCH |
|---|---|
| 6:30 PM | BRONX UNITED VS AYSAB |
| 7:30 PM | Jubo Songo VS Garden State FC |

**WEEK 2 SCHEDULE JUNE 22, 2025 FIELD #75**

| GAME TIME | MATCH |
|---|---|
| 6:30 PM | NY RIVALS SC VS SANDWIP UNITED |
| 7:30 PM | FIGHTERS CLUB VS NOAKHALI TIGERS |

**WEEK 3 SCHEDULE JUNE 29, 2025 FIELD #75**

| GAME TIME | MATCH |
|---|---|
| 6:30 PM | BRONX UNITED VS NY RIVALS SC |
| 7:30 PM | GARDEN STATE FC VS NOAKHALI TIGERS |
| 8:30 PM | JUBO SONGO VS FIGTHERS CLUB |

**WEEK 4 SCHEDULE JULY 6, 2025 FIELD #75**

| GAME TIME | MATCH |
|---|---|
| 6:30 PM | JUBO SONGO VS NOAKHALI TIGERS |
| 7:30 PM | BRONX UNITED VS SANDWIP UNITED |
| 8:30 PM | AYSAB FC VS NY RIVALS SC |

**WEEK 5 SCHEDULE JULY 13, 2025 FIELD #75**

| GAME TIME | MATCH |
|---|---|
| 6:30 PM | FIGHTERS CLUB VS GARDEN STATE FC |
| 7:30 PM | SANDWIP UNITED VS AYSAB FC |

**QUARTERFINAL GAME SCHEDULE FIELD #75 (BASED ON POINTS)**

| MATCH | TEAM 1 (RANK) | TEAM 2 (RANK) | GAME DATE | GAME TIME |
|---|---|---|---|---|
| Quarterfinal 1 | 1 | 8 | JULY 20, 2025 | 6:30 PM |
| Quarterfinal 2 | 2 | 7 | JULY 20, 2025 | 7:30 PM |
| Quarterfinal 3 | 3 | 6 | JULY 27, 2025 | 6:30 PM |
| Quarterfinal 4 | 4 | 5 | JULY 27, 2025 | 7:30 PM |

**SEMI-FINAL GAME SCHEDULE FIELD #10 (Based On Quarterfinal Results)**

| MATCH | TEAM 1 (WINNER OF) | TEAM 2 (WINNER OF) | GAME TIME | GAME TIME |
|---|---|---|---|---|
| SEMI-FINAL 1 | QF 1 (1 VS 8) | QF 3 (3 VS 6) | AUGUST 3, 2025 | 6:30 PM |
| SEMI-FINAL 2 | QF 2 (2 VS 7) | QF 4 (4 VS 5) | AUGUST 3, 2025 | 7:30 PM |

**FINAL GAME SCHEDULE FIELD #10 (Based On SEMI-FINAL Results)**

| MATCH | TEAM 1 (WINNER OF) | TEAM 2 (WINNER OF) | GAME DATE | GAME TIME |
|---|---|---|---|---|
| FINAL GAME | SF 1 | SF 2 | AUGUST 10, 2025 | 7:00 PM |

সম্মানিত সুধী, আসসালামু আলাইকুম,

বাংলাদেশী স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা'র উদ্যোগে ২০২৫ সালের ফুটবল টুর্নামেন্ট এর আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৫ই জুন, ২০২৫ রবিবার ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বাংলাদেশী স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা'র কার্যনির্বাহী কমিটি, বোর্ড অব ট্রাস্টি'র সদস্যবৃন্দ সকলের সার্বিক সহযোগিতা ও উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি। ফুটবল টুর্নামেন্ট এর শুভ উদ্বোধন করবেন প্রধান অতিথি শাহ নেওয়াজ, এমবিএ, প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার, চেয়ারম্যান বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক।

উক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টে, কার্যনির্বাহী কমিটি, বোর্ড অব ট্রাস্টি'র সদস্যবৃন্দ ও কমিউনিটির সকল নেতৃবৃন্দকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

*Event Venue & Date:*
**June 15th 2025, Sunday @ 6pm**
Randall's Island Icahn Stadium, Field #10, Address: 10 Central Road, New York 10035

**Dulal Miah Enam**
President
Cell : 718-450-5394

**Khairul Islam Kukon**
General Secretary
Cell : 347-672-2256

# Mamdani Wins in Brooklyn, Queens, Manhattan and Cuomo in Bronx-Staten Island

Ajkal Desk

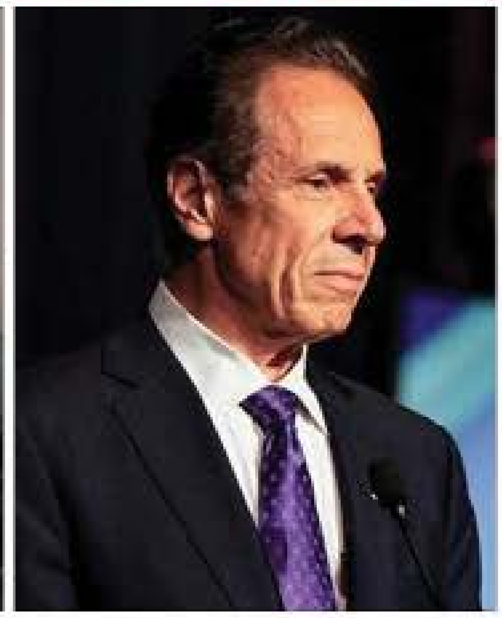

Queens voters turned out across the borough on Tuesday to cast ballots in one of the most closely watched mayoral primaries in recent memory. From Astoria to Jamaica, residents navigated long lines, scorching temperatures and a crowded field of candidates to make their voices heard.

According to preliminary Board of Elections data, top mayoral candidates Assembly Member Zohran Mamdani and former Governor Andrew Cuomo split the borough.

Progressive Mamdani, who represents Astoria in the State Assembly, handily won several of Queens' most diverse and left-leaning neighborhoods, including his home base of Astoria, where he secured 68% of the vote compared to Cuomo's 17%. Mamdani also dominated in neighboring Long Island City and Sunnyside, winning those areas by 40- and 42-point margins, respectively.

But Cuomo, staging a political comeback after resigning in 2021 amid scandal, found firm ground in many moderate and conservative-leaning sections of the borough. In Southeast Queens, he carried St. Albans (58%), Springfield Gardens (61%), Laurelton (61%), and Cambria Heights (61%) by wide margins, demonstrating continued support in the area that had once been a stronghold during his gubernatorial campaigns.

*Source: NYC Board of Elections. Visualization by OpenAI.*

Cuomo also narrowly edged out Mamdani in Jamaica, one of the borough's population centers, 47% to 35%, and carried several majority-Asian neighborhoods including Flushing, Queens Village and Fresh Meadows. He also posted a commanding lead in Glen Oaks (62% to 23%) and Kew Gardens Hills (69% to 21%), both historically moderate-leaning districts.

In contrast, Mamdani posted strong numbers in working-class immigrant enclaves and younger, rapidly gentrifying neighborhoods. He won Elmhurst (56% to 35%), Jackson Heights (53% to 27%), East Elmhurst (52% to 34%) and Woodside (62% to 28%). These areas, known for progressive activism and grassroots organizing, were pivotal to Mamdani's citywide performance.

Even in traditionally mixed or moderate areas, the split was evident. In Flushing, Cuomo led 44% to Mamdani's 42%. In Forest Hills, Cuomo had a slight edge at 40% to Mamdani's 35%, while in Rego Park, the race was similarly tight with Cuomo receiving 43% and Mamdani 41%. In Richmond Hill, Mamdani carried the neighborhood 51% to 41%, and in South Richmond Hill, he edged Cuomo 52% to 45%.

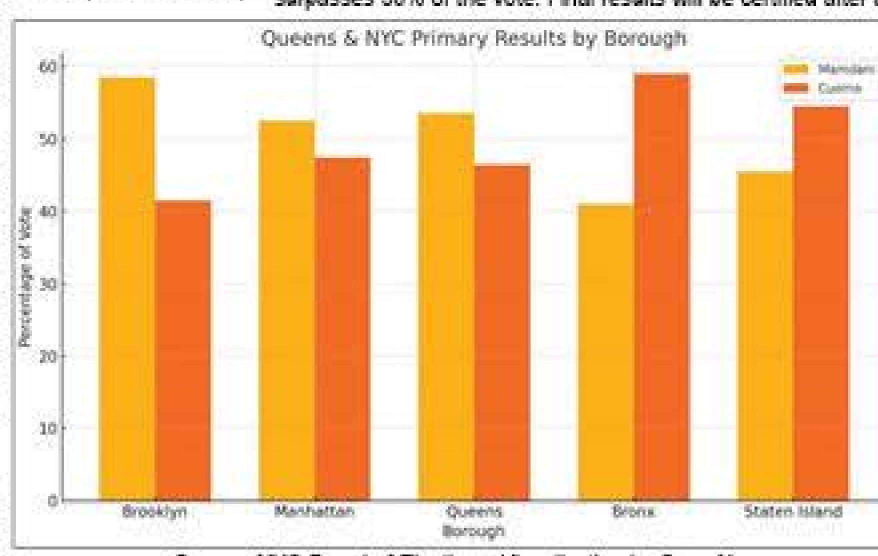


*Source: NYC Board of Elections. Visualization by OpenAI.*

The divergent results reflect the ideological and demographic complexities of the borough. Mamdani's performance underscored the growing strength of left-wing organizing in western Queens, while Cuomo's wins demonstrated that his centrist message still resonates with older, more moderate voters, especially in the eastern and southern neighborhoods.

Citywide, Mamdani led in three of the five boroughs. He carried Brooklyn by a 17-point margin and Manhattan by five points, while narrowly winning Queens with a 7-point edge. Cuomo dominated the Bronx and Staten Island, winning those boroughs by 18 and 9 points, respectively.

**Results by borough:**

Brooklyn: Mamdani +17 (358,011 votes reported, 94% counted)

Manhattan: Mamdani +5 (292,361 votes reported, 90% counted)

Queens: Mamdani +7 (210,669 votes reported, 93% counted)

Bronx: Cuomo +18 (104,601 votes reported, 92% counted)

Staten Island: Cuomo +9 (27,904 votes reported, over 95% counted)

With no candidate receiving an outright majority in the first round of voting, New York City's Democratic mayoral primary will now move into the ranked choice tabulation process. Under the system, voters were allowed to rank up to five candidates in order of preference.

Beginning July 1, the city's Board of Elections will eliminate the lowest-performing candidates and redistribute their votes based on subsequent rankings, continuing until one candidate surpasses 50% of the vote. Final results will be certified after all rounds are completed and absentee and affidavit ballots are counted. (Source-Astoria Post)

# 28 Bangladeshis leave Tehran for Pakistan amid post-conflict evacuation

Ajkal Report

A group of 28 Bangladeshis left Tehran for Pakistan today, marking the first batch to be evacuated following the recent Iran-Israel conflict.

Initially, 90 Bangladeshis had expressed their wish to return home, but with the 12-day conflict now over and a ceasefire in place, normalcy is gradually returning to Tehran, which had seen mass evacuations during Israeli airstrikes, foreign ministry officials said.

"Of the 90, the 28 began their journey on Wednesday noon by bus towards Pakistan. They will stay overnight near the Pakistan border and then head to Karachi," a foreign ministry official told The Daily Star.

The group includes patients and their attendants, students, and an official from the Bangladesh Embassy in Tehran, he said.

Once in Karachi, they are expected to fly to Bangladesh, most likely via Dubai, depending on flight availability. "They may arrive in Dhaka by June 29 or 30," the official added.

According to the foreign ministry, about 2,000 Bangladeshis currently reside in Iran, including approximately 400 in Tehran. Amid Israeli air raids, Bangladeshi embassy staff, their families, and other citizens sought shelter either within or outside the capital. While countries like India and Pakistan evacuated their nationals soon after the war began on June 13, Bangladesh faced challenges in launching a similar evacuation effort. Hotline numbers were set up to help citizens reach the embassy.

Bangladesh Ambassador to Iran, Manjurul Karim Khan Chowdhury, also had to move to a safe location, as his residence was situated in a sensitive area.

"With the situation now stabilising in Iran, many Bangladeshis in Tehran who initially wanted to return are reconsidering, opting instead for commercial flights," the foreign ministry official said.

He said the United Nations and the Red Crescent are providing logistical support, while the Bangladesh government is funding the repatriation process.

# Iran partially reopens airspace after ceasefire with Israel

Ajkal Desk

Iran on Wednesday reopened the airspace over the country's east, state media reported, following a ceasefire with Israel that ended 12 days of fighting.

Iran had closed its skies since June 13 after Israel launched a major bombing campaign that prompted Iran to retaliate with waves of missile strikes.

A ceasefire between the two came into effect on Tuesday.

"The airspace over the eastern half of the country has been reopened to international overflights as well as domestic and international flights solely with origin or destination in airports located in eastern Iran," transport ministry spokesman Majid Akhavan said, according to the official IRNA news agency.

He added that Mashhad airport, which Israel said it had struck during the war, was among the airports that reopened.

Other reopened airports include Chabahar, Zahedan and Jask.

Domestic and international flights in other parts of Iran, including the capital Tehran, "are not permitted until further notice", Akhavan noted.

# Young Voters help to win Mamdani

Shah Nawaz

Mayoral primary election was a political earthquake for New York City. Queens Assemblyman Zohran Mamdani has declared victory, and former Governor Andrew Cuomo has conceded, even as election officials say full ranked-choice voting results won't be released until next week.

Even still, the 33-year-old Democratic Socialist, who's promising free bus service, rent freezes and municipal grocery stores, is now the likely favorite in the November general election.

Writer and Political Strategist Michael Lange said Mamdani achieved that long-promised feat by Democratic politicians of actually turning out young voters.

"It's kind of a cliche on the left for candidates to 'bet on' young voters… [Mamdani] actually pulled that off," Michael Lange, Democratic strategist, said.

Voters told PIX11 News the city needs "change," something Mamdani promised.

"Zohran Mamdani wanted it so bad," Lange said. "Andrew Cuomo didn't really care. … And people pick up on that."

It's unclear whether Cuomo will run in the November general election. Mayor Eric Adams is running for re-election as an independent, and on Wednesday, he took a shot at Mamdani.

"He's a snake oil salesman, he will say and do anything to get elected," Adams said in an interview with Fox News.

Some voters also expressed concerns to PIX11 News about Mamdani's candidacy, warning some New Yorkers will "flee" if he becomes the next mayor.

President Donald Trump weighed in on the race Wednesday afternoon.

"It's finally happened, the Democrats have crossed the line. Zohran Mamdani, a 100% Communist Lunatic, has just won the Dem Primary," Trump said in a post to Truth Social.

Should Mamdani win, he will face Republican Curtis Sliwa, independent Eric Adams and independent Jim Walden in November.

# How Mamdani pulled off his stunning Democratic Primary and what next

Anik Raj

Assembly Member Zohran Mamdani, a 33-year-old Democratic socialist, shocked the world on Tuesday night with his apparent defeat of Andrew Cuomo, a moderate, in the Democratic primary to replace Mayor Eric Adams, preliminary results from the city Board of Elections indicate.

The outcome saw a relative political newcomer, with only four years in the Assembly under his belt, topple a three-term former governor whose father also served as the state's top executive before him. If he wins in November, he will become the first Muslim mayor in the city's long history. Mamdani's campaign grew from a longshot bid polling in the single digits earlier this year into a movement that galvanized tens of thousands of volunteers behind his platform, which focused on stemming the city's affordability crisis.

"What we were able to show yesterday is that for the New Yorkers who are worried about being able to afford their rent or their child care or even finding $2.90 for their MetroCard, as many New Yorkers struggle to do, that this eleciton could respond to that very crisis and make the city more affordable for them," Mamdani told WNYC host Brian Lehrer on Wednesday morning.

Mamdani ran on significantly lowering costs for New Yorkers — by freezing rents for stabilized tenants, funding free and fast city buses, and making subsidized child care universal — by raising taxes on the wealthy.

Meanwhile, Cuomo's campaign, which was focused on fixing a city "in crisis," was an attempt at a political comeback after he left office in 2021 following 11 women accusing him of sexual misconduct — allegations he denies.

While Cuomo conceded on primary night, Mamdani still has not won the race outright—he is leading by roughly 8% in the first round of voting, meaning the race will go through ranked-choice tabulations on July 1. Even so, due to his alliances with several other progressive candidates in the race, such as third-place finisher City Comptroller Brad Lander, Mamdani is likely to maintain his lead over Cuomo or even grow it through the process.

**Mamdani 'created a movement'**

Longtime political strategist and former state Democratic Party chair Basil Smikle said Mamdani "created a movement around his campaign" that was fueled by Democrats' frustration with the party's establishment in the wake of its 2024 election loss to President Trump.

At the same time, Smikle said, there were a couple of key issues with Cuomo's campaign. He said those include the former governor's scandals and record in office, as well as his so-called "Rose Garden Strategy" that relied on consolidating establishment support and making few public appearances. "When you're running for mayor, people want to see you on the street, they want to see you at church, they want to see you at the local shops," Smikle said. "So I don't think his style of campaigning matched the moment."

Even though Mamdani's likely win represents a triumph of the far left over the establishment, several Democrats in that camp appeared to accept the idea that he will be the Democratic nominee in November. Gov. Kathy Hochul, House Democratic Leader Hakeem Jeffries, and US Senate Minority Leader Chuck Schumer all said they had spoken with Mamdani over the phone by Wednesday morning and complimented the strength of Mamdani's campaign and its focus on affordability. "Today, voters made their voices heard, demanding a more affordable, more livable New York City. I hear them loud and clear," Hochul said in a Tuesday night statement. "Zohran Mamdani built a formidable grassroots coalition, and I look forward to speaking with him in the days ahead about his ideas on how to ensure a safe, affordable, and livable New York City."

Mamdani will need to convince Hochul and Albany lawmakers to tax the wealthiest New Yorkers to fund his agenda, something Hochul has already said she is not keen on doing. Brooklyn Democratic Party Chair Rodneyse Bichotte-Hermelyn, who is a close ally of both Cuomo and Mayor Adams, said in a Wednesday morning statement that she would support Mamdani in the general election — a contest that will definitely include Adams and Cuomo may still run in. "To everyone who had reservations, I ask you to put them aside in this moment and come together for the future of our city and our party," she said. "Mamdani has shown that he is committed to representing Democrats from every neighborhood and borough, as evidenced by his overwhelming victory in Brooklyn and accross the city. Brooklyn stands

behind Zohran Mamdani as we head into November."

**Where does Cuomo go from here?**

The question remains whether Cuomo will still run on the general election ballot line he secured as a failsafe.

"I want to look at all the numbers as they come in and analyze the rank choice voting," Cuomo said in a Tuesday night statement. "I will then consult with my colleagues on what is the best path for me to help the City of New York, as I have already qualified to run for mayor on an independent line in November." The former governor still has millions of dollars in his own campaign funds and a super PAC that raised over $25 million behind him. On top of that, Cuomo also led in the Bronx and had a strong showing in several Queens Election Districts, according to BOE data. In effect, he may still have the resources and path to compete in the general.

**Mayor Adams enters the election fray**

Whatever Cuomo decides, Mamdani will have to face Mayor Eric Adams, along with Republican nominee Curtis Sliwa and independent attorney Jim Walden, in the general election.

Adams is reportedly holding a re-election kickoff event on the steps of City Hall on Thursday. He wasted no time in trashing Mamdani's platform in a Fox & Friends interview on Wednesday morning. The mayor contended that Mamdani has more power to enact his agenda in the Assembly than he would in City Hall. "He's a snake oil salesman, he will say and do anything to get elected," Adams charged. "He doesn't understand the power of government and how you must make sure you must improve your economy, raise the standard of living, and this is what we've done in the city."

But it is unclear whether Adams will be able to win back the support of the establishment, much of which abandoned him following the appearance that he had made a deal with Trump to get his federal corruption case dismissed. Adams denies that there was any such quid pro quo.

Smikle said Adams stands a chance of drawing back some establishment backers, including the city's business community and real estate industry, who do not want to see a Democratic socialist become mayor. "I think he'll fare a little better in the general than some people have previously thought," Smikle said. "But it's still difficult for all of that to overcome Mamdani's momentum going into the general." *(Source-AM)*

# ভিন্ন চোখে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ

১০ পৃষ্ঠার পর

থাকে বেশি। ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধে প্রথমে ইরানের পৃষ্ঠপোষকতায় হিজবুল্লাহ, হুতি ও হামাসসহ বিভিন্ন সশস্ত্র যোদ্ধার দল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অনিয়মিত ও উদ্ভাবিত কায়দায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যা প্রক্সি যুদ্ধ নামে পরিচিতি পায়। এরূপ উদ্ভাবক দূরপাল্লার মিসাইল বর্ষণ করে যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ায়। ইরানের নিজস্ব ড্রোন ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা ইয়েমেন ড্রোন ও সমুদ্র সীমা ব্যবহার করে ইরান আয়রনডোমখ্যাত ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে হিজাজিন আক্রমণ চালাতে সক্ষম হয়। মিডিয়ার ওপর চরম নিয়ন্ত্রণের কারণে ইসরায়েলে ধ্বংসযজ্ঞের অনেক তথ্যই অজানা রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসরায়েল তার গোয়েন্দা বাহিনীর এজেন্টের দেওয়া তথ্য ও বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তি পণ্যের সংকেত অনুসরণ করে মিসাইল আঘাত হেনেছে সুনির্দিষ্ট ইরানি লক্ষ্যবস্তুতে। ফলে ইসরায়েলের ছোড়া প্রথম ঢেউ ইরানে শীর্ষস্থানীয় সামরিক কমান্ডার ও পরমাণুবিজ্ঞানীদের মৃত্যু নিশ্চিত করে, যা আগে কখনো ঘটেনি। ২০০০ কিলোমিটার দূরে থাকা দুটি দেশ কোনো সৈন্যকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে এমন যুদ্ধের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের নতুন সংস্করণ তৈরি করেছে বলে ধারণা করা যায়। ভবিষ্যতে হয়তো মানবসৈন্যের বদলে রোবট, ড্রোন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পরিচালিত জল, স্থল ও আকাশপথে চলাচলকারী সামরিক যান, অস্ত্রভিত্তিক ওগুলো জয়পরাজয়ের সবচেয়ে বড় নিয়ামক হিসেবে গুরুত্ব দেবে সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে অগ্রহী দেশসমূহ।

পৃথিবীর আদিকাল থেকেই সব যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও ফল ঘুরিয়ে দিয়েছে এক বা একাধিক নারী। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী তার সৌন্দর্য বিমোহিত করেই সুবিধা নিয়েছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। এবার যুদ্ধে ইরানের যাবতীয় তথ্য ও গোপন সংবাদ ইসরায়েলের হাতে তুলে দেওয়ার নেপথ্যে উচ্চারিত হওয়া এক নারীর নাম ক্যাথরিন পেরেজ শেকেদ। ফ্রান্সে জন্ম নেওয়া এই নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং শিয়া মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে নিজেকে একজন শিয়াপন্থি রূপে উপস্থাপন করেন। তিনি সাংবাদিকতা ও গবেষণার আড়ালে ইরানের বিপ্লবের সাফল্যগাথা প্রচার করতে থাকেন। তার বর্ণনায় বারবার উঠে আসে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের বিষয়টি। ফলে তার পক্ষে ইরানের স্পর্শকাতর সব স্থাপনায় প্রবেশ সহজ হয়ে যায়। অন্যদিকে তিনি শিয়া চেতনা ছড়ানোর নামে মিশতেন ইরানের শীর্ষ সেনা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের পারিবারিক মহলে। শিয়া বিষয়ে তালিম বা ধর্মীয় জ্ঞান বিতরণের নামে তিনি সখ্য গড়ে তোলেন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা ও পরমাণুবিজ্ঞানীদের সঙ্গে। আর এভাবেই তিনি এসব সামরিক কর্মকর্তা ও পরমাণুবিজ্ঞানীদের সর্বশেষ অবস্থান জানতে পারতেন এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে সংশ্লিষ্টদের অবস্থান জেনে যেত যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা। যার ফলে এক নারী এ যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়েছেন বলে ব্যাপক জনশ্রুতি রয়েছে।

১৯৬৭ সালের ৫ থেকে ১০ জুন পর্যন্ত ছয় দিনের যুদ্ধ হয়েছিল ইসরাইল ও আরবদের মধ্যে। এই আরবদের মধ্যে ছিল মিশর, জর্ডান ও সিরিয়ার সেনারা। এ তিনটি দেশই আজ যুক্তরাষ্ট্রের করতলে এবং নানা কারণে ধ্বংসের পথে। ৫৭ বছর পর ২০২৫ সালের এই জুনে বলা যায়, মুসলিম বিশ্বের সমর্থন ছাড়াই ইরানের এই ১২ দিনের যুদ্ধে নতুন কী ইতিহাস রচনা করতে চলেছে, তা দেখার অপেক্ষায় সারা বিশ্ব।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত মেজর, গবেষক, বিশ্লেষক ও কলামিস্ট।

# ত্যাগের বদলে ট্যাগের রাজনীতি

৭ পৃষ্ঠার পর

সন্দেহের চোখে দেখে অনেকে। যদিও আপাতদৃষ্টির নিষ্পাপ কর্মসূচির আড়ালে কোনো কোনো সময় অপকর্ম হয়ে থাকে। আর শর্টকাট পথে লোভী নেতৃত্বের উত্থানে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য অভিজ্ঞ ও ত্যাগী নেতার বিকল্প নেই। ছাত্র-জনতার জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের পর বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। সে লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ধারাবাহিক বৈঠকে প্রচুর আলোচনা হলেও সমাধানে অগ্রগতি কম। এতে মান-অভিমানের পাশাপাশি খৈর্যহারা হয়ে পড়ছেন কেউ কেউ। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করতে হবে। এজন্য রাজনৈতিক বয়ান একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

গত রোববার ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের পর গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর গণমাধ্যমকে বলেন, 'অনেকগুলো বিষয়ে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে এসে একমত হচ্ছি আমরা। কিন্তু এখানে কিছু কিছু দল একেবারে নিজেদের অবস্থানে অনড়। যদি এভাবে চলতে থাকে, কোনোমতে পরাস্ত কোনো ঐক্যের সম্ভাবনা দেখি না।' তিনি আরও বলেন, 'কোনোভাবেই শতভাগ ঐক্যের জায়গা তৈরি হবে না। এজন্য আমরা বারবার বলেছি, কতটুকু পর্যন্ত আলোচনায় একমত হলে তাকে ঐকমত্য বলবেন কিংবা কতটি দল একমত থাকলে সেটাকে ঐক্য বলবেন, এটার একটা মাপকাঠি ঐকমত্য কমিশনকে নির্ধারণ করা দরকার। আমরা ঐকমত্য কমিশনকে বলেছি, আপনারা এখানে রেফারির ভূমিকায় আছেন, সবার আলাপ-আলোচনা শুনে আপনাদের একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।' নুর হয়তো যথার্থই বলেছেন। তবে, অকাট্য যুক্তি দিলেও আলোচনার টেবিলে অংশগ্রহণকারী সবাই সমান গুরুত্ব পায় না। দলীয় গুরুত্বও বিবেচনায় রাখা হয়। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিএনপি-জামায়াত-এনসিপি আধা রাজনীতি দলের সুবিধা ভোগ করছে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও রয়েছে।

এ পর্যায়ে এনসিপি দাবি করছে, তারা তিনশ আসন পেয়ে সরকার গঠন করবে। গত রোববার জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, 'পার্লামেন্ট এখন খালি রয়েছে। এই পার্লামেন্টে সংস্কার কমিশন বা ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ৪০০ আসন হবে। এসব আসনের মধ্যে ৩০০ আসন এনসিপির ঘরে থাকবে। এনসিপি পার্লামেন্টে জাতীয় সরকার গঠন করবে।' তার এ আশা নিয়ে রীতিমতো ট্রল হচ্ছে। কেউ কেউ তাকে আওয়ামী লীগের ওবায়দুল কাদের ও হাছান মাহমুদের সঙ্গে তুলনা করছেন। এসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে রাজনৈতিকভাবেই দেখা উচিত।

বিএনপি মনে করে, নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে তারা সরকার গঠন করবে। দলীয় সক্ষমতা বিবেচনায় সাধারণ মানুষও তাই মনে করে। তবে নেতাকর্মীদের দখলবাণিজ্য এবং বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে বিব্রত হয় বিএনপি। সাধারণ মানুষও বিরক্ত হয়। যদিও দলটির হাইকমান্ড এর বিরুদ্ধে তার কঠোরতার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু জামায়াত এসব প্রচার করে জনসমর্থন বাড়াতে সচেষ্ট রয়েছে। এগুলো রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। জেনে-বুঝে নিজ দলের সক্ষমতা বাড়াতে নানা ধরনের কৌশল নিয়ে থাকে দলগুলো। অনেক সময় অযাচিত বিষয়ে বিতর্ক তুলে নিজেকে পরিকল্পিতভাবে হাস্যকরও বানায়। এরকম ক্ষেত্রে দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ বলেছেন, 'সে কিছুই জানে না এবং সে ভাবে যে, সে সব জানে। এটি একটি রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।'

জনকল্যাণে রাজনীতির কথা বলে নিজের সম্পদ বাড়িয়েছেন অনেকে। যদিও সে সম্পদ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভোগের সুযোগ পাননি তারা। বাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রাজনীতিকে শুধু শুধু কলুষিত করেছেন। একাত্তরে স্বাধীনতাবিরোধী অবস্থানের জন্য জামায়াতের ক্ষমা না চাওয়া রাজনীতিতে একটি দুষ্টক্ষত। চব্বিশের জন্য অনুশোচনা না থাকায় রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের টিকে থাকা প্রশ্নবিদ্ধ। অপার সম্ভাবনা থাকার পরও বিএনপি নেতাদের আওয়ামী আচরণে ভবিষ্যৎ কণ্টকিত। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর মতো এনসিপির স্বাদ দিন দিন পানসে হয়ে যাচ্ছে। তারা সবাই ১৭ কোটি জনগণ নিজেদের দাবি করে রাজনীতির মাঠ গরম করছে। দলীয় স্বার্থে নানারকম কর্মসূচি দিয়ে জনজীবন অতিষ্ঠ করছে। বিশ্বনন্দিত রাজনীতিবিদ নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন, 'রাজনীতি যদি সেবা না হয়, তবে তা নিপীড়নের অন্য রূপ।'

তাই রাজনীতি হোক জনমুখী, ত্যাগী নেতাদের হাতিয়ার। জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন তথা দেশের উন্নয়ন হতে হবে প্রধান এজেন্ডা। সেটা যারা সফলভাবে দৃশ্যমান করতে পারবে, তারাই পাবে ফুলের মালা।

লেখক: হেড অব নিউজ, আরটিভি।

# ইরানকে মেরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল আসলে যা চায়

১০ পৃষ্ঠার পর

অভিজ্ঞতারা যৌথভাবে গ্রহণ করেছেন।

১৯৯৬ সালে সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী রিচার্ড পার্ল এবং অন্য নব্য রক্ষণশীলদের দ্বারা রচিত 'ক্লিন ব্রেক' নামক একটি নীতি দলিলে এই কৌশলটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে গণবিধ্বংসী অস্ত্র বিস্তার রোধের অজুহাতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ওপর হামলা চালিয়ে ইসরায়েলের কৌশলগত স্বার্থ সুরক্ষিত করার পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে।

পার্ল ও তাঁর সহযোগীরা কোনো নতুন কিছু আবিষ্কার করেননি; তাঁরা কেবল সুপরিচিত সাম্রাজ্যবাদী কৌশলকে ভিত্তি করে কাজ করেছেন, যা হলো বিভাজন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে সহজতর করা।

কিন্তু এই কৌশল ঝুঁকিমুক্ত নয়। যেমন ইরাকের রাষ্ট্র পতনের ফলে সহিংস অবৈধ বাহিনীর উদ্ভব হয়েছে এবং ইরান তার অবস্থান শক্তিশালী করে একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে মার্কিন ও ইসরায়েলি স্বার্থকে চ্যালেঞ্জ করেছে, তেমনি একটি দুর্বল বা বিভক্ত ইরানি রাষ্ট্র একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

সারা বিশ্বের দৃষ্টিতে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কার্যক্রম আরও অনেক দেশকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের দিকে উৎসাহিত করছে। ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি আগ্রাসন থেকে দেশগুলো যে শিক্ষা নিচ্ছে, তা হলো এই ধরনের হামলা রোধের জন্য পারমাণবিক অস্ত্র অপরিহার্য। তাই, এই যুদ্ধে আমরা কম নয়, বরং আরও বিস্তৃত পারমাণবিক অস্ত্র প্রসারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

ইসরায়েলি রাষ্ট্র পরমাণু অস্ত্র বিস্তার নিয়ে তেমন উদ্বিগ্ন বলে মনে হয় না, যতক্ষণ না পর্যন্ত এটি অঞ্চলে যে বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংস হওয়া তা তার কৌশলগত লক্ষ্য পূরণে বাধা দিচ্ছে, যা আসলে ফিলিস্তিনি সংগ্রামকে সম্পূর্ণরূপে দমন করা এবং তার বসতি-ঔপনিবেশিক প্রকল্পের বিরুদ্ধে সব প্রতিরোধ শেষ করা। সংক্ষেপে, ইসরায়েল চায় পুরো অঞ্চলকে পিছু হটাতে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সে কোনো বাধা মানবে না। এর কারণ হলো, ওই অঞ্চলের অস্থিতিশীলতার দায় ও ব্যয় তাকে বহন করতে হয় না।

অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্য যখন বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে, তখন সরাসরি আঘাত লাগে মার্কিন স্বার্থে। একটি অকার্যকর ইরাক বা দুর্বল ইরান স্বল্প মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রকে সুবিধা দিলেও, দীর্ঘ মেয়াদে এই অস্থিতিশীলতা তার বৃহত্তর পরিকল্পনা, বিশ্বব্যাপী জ্বালানি মার্কেট নিয়ন্ত্রণ এবং চীনকে ঘিরে রাখার উদ্যোগকে ব্যাহত করতে পারে।

অননুমোদিত এই আগ্রাসনের প্রভাব বিশ্বের অন্যান্য অংশেও অনুভূত হবে, যেমনটি ২০০৩ সালের ইরাকে আগ্রাসনের পর ঘটেছিল। সেই যুদ্ধের নির্মম ও দশকব্যাপী পরিণতি বিবেচনায়, ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের আগ্রাসনের প্রতি বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া আত্মঘাতী বলেই মনে হয়েছে। কিছু ইউরোপীয় দেশ এই হামলা সমর্থন করেছে, যদিও এর ফলে তারা নানা নেতিবাচক অর্থনৈতিক প্রভাবের সম্মুখীন হতে পারে।

যদি সরকারগুলো সত্যিই পৃথিবীকে আরও নিরাপদ জায়গা করতে চায়, তবে সাম্রাজ্যবাদের সহিংসতার সঙ্গেই তাদের উদাসীনতাকে বন্ধ করতে হবে। সময় এসেছে তাদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি ছেড়ে এটা উপলব্ধি করা যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল তাদের বর্ণবৈষম্যমূলক ঔপনিবেশিক নকশা অনুযায়ী ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে পৃথিবীতে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসরায়েলি বসতি-ঔপনিবেশিক প্রকল্প হলো বাস্তুচ্যুতি, উৎখাত এবং গণহত্যার একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রকল্প; মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হলো মানুষের সম্পদ, মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার একটি অন্যায় প্রকল্প।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের যা করা উচিত:

১. ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের বসতি-ঔপনিবেশিক প্রকল্প পরিত্যাগ করানো এবং ঔপনিবেশমুক্ত ফিলিস্তিনে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সম-অধিকারের ভিত্তিতে সহাবস্থান গড়ে তোলা;

২. যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের লৌহমুষ্টি বা আয়রন গ্রিপ ছাড়তে বাধ্য করা, যাতে এই অঞ্চলের মানুষ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে জীবনযাপন করতে পারে।

এটাই একমাত্র উপায় চিরস্থায়ী বিশৃঙ্খলা, অস্থিতিশীলতা, দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা এড়িয়ে চলার।

(আল জাজিরা থেকে নেওয়া লেখাটি ইংরেজি থেকে অনূদিত)

লেখক: অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান, মাউন্ট রয়্যাল ইউনিভার্সিটি, কানাডা।

# অজস্র দাবিদাওয়ার আন্দোলন এবং তার পরিণতি

১২ পৃষ্ঠার পর

এ সরকারের উভয় সংকট। একদিকে মানুষের দাবি দাওয়ার আন্দোলনের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে, অন্যদিকে জনজীবনে স্বস্তি, শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে। এ দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে এক অতি দুরূহ কাজ। এমন বিশেষ পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকারের মতো একটি অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে কর্মকাণ্ডের সীমারেখা নির্ধারণ এক অতি দুরূহ কাজ।

এমন কোনো দিন নেই রাজধানী ঢাকায় এক বা একাধিক পক্ষ রাজপথে নামে না। আন্দোলনকারীরা সড়কে অবস্থান করে অবরোধ সৃষ্টি করে। যানজটের শহর ঢাকায় যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। শত-সহস্র নাগরিক প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সারতে ব্যর্থ হন। যানজটের মধ্যে যানবাহনগুলো স্থবির হয়ে যায়। মানুষ মহা দুর্ভোগে পড়ে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে ওঠে এবং সরকারের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রচণ্ড সমালোচনা করে। শুধু বিভিন্ন শ্রেণিপেশার আন্দোলন নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো, এমনকি হাসপাতালগুলোও আন্দোলন বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ফলে অচল হয়ে পড়ে। সাতে-পাঁচে নেই, এমন সব মানুষ মন্তব্য করে, হাসিনার আমলে এতসব আন্দোলন কোথায় ছিল? কাউকে তো টুঁ শব্দও করতে দেখিনি। গণতান্ত্রিক অধিকারের এমন বেপরোয়া চর্চা গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎকে শঙ্কাপূর্ণ করে তোলে। প্রশ্ন জাগে, এমন মানসিকতা অব্যাহত থাকলে অন্তর্বর্তী সরকারের পর যে নির্বাচিত সরকার আসবে, তার পক্ষে দেশ পরিচালনা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে। মানুষ একবার বিশৃঙ্খল হয়ে উঠলে তাকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব। তাই আগামী দিনগুলোতে নৈরাজ্য আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে মনে করতে চাই। এই অবস্থার সমাধান কীভাবে হবে, তা আমাদের কারও জানা নেই।

বর্তমান সরকারের জন্য আরেকটি বড় সমস্যা হলো পুলিশ বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা। ৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর অধিকাংশ পুলিশ কর্মকর্তা ও কনস্টেবলরা পালিয়ে গিয়েছিল। শেখ হাসিনার আমলে স্বৈরশাসনের মদদকারী হিসেবে পুলিশ বাহিনীর অনেকেরই ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ, এমনকি আপত্তিযোগ্য। জনতার রুদ্ররোষের ভয়ে এ পুলিশদের বড় একটি অংশ থানা-ফাঁড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে কর্মস্থলে ফিরিয়ে আনতে বর্তমান সরকারকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। অনেক পুলিশ বাহিনীর কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা ও সিপাহিদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগে মামলা হয়েছে এবং অনেকে গ্রেপ্তারও হয়েছে। এ অবস্থায় পুলিশ বাহিনীতে সক্রিয়তা ফিরে আসতে সময় লাগছে এবং এর প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বেহাল হয়ে পড়াতে। সরকার যদি পুলিশ বাহিনীর দুর্বৃত্ত অংশকে বিদায় করে তাদের জায়গায় নতুন পুলিশ নিয়োগ দিত এবং তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিত, তাহলে আমার ধারণা পরিস্থিতি এতদিনে আরও উন্নত হতো।

প্রশ্ন জাগে, প্রতিদিন যত আন্দোলন হয়, সবই কি সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? তা হয়তো মনে করা যাবে না। কিছু আন্দোলনের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তোলা না গেলেও কিছু আন্দোলন যে উসকানিমূলক তা নিয়ে মনে খটকা দেখা অস্বাভাবিক নয়। শেখ হাসিনার সরকার উচ্ছেদের পর থেকে ভারত সরকার ও তার গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি যে সদাশয় নয়, তা মনে করাটা অযৌক্তিক হবে না। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে অকার্যকর করে ফেলতে পারলে ভারতেরই দুরভিসন্ধি বাস্তবায়িত হবে। ভারতীয় মিডিয়া যেভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে শত্রুতামূলক প্রচারণা চালাচ্ছে, তা থেকে ধারণা করা যায়, এ সরকারকে তারা শান্তিতে থাকতে দেবে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা অনেকেই বলেছেন, এ সরকারকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যায় না। অথচ সরকার যাতে ব্যর্থ হয়, তেমন ঘটনাই ঘটছে। 'আমার দেশ'-এর প্রতিবেদনে সচিবালয়ে কর্মচারীদের আন্দোলন, এনবিআরে আন্দোলন, চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যদের আন্দোলন, মেয়রের চেয়ারে বসার দাবিতে ইশরাকের ৪০ দিনের আন্দোলন, প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে যেতে তথ্য আপাদের আন্দোলন, এনটিআরসিএ ভাইবা দেওয়া সবাইকে পাশ করানোর দাবি এবং এমপিওর দাবিতে শিক্ষকদের কাফন মিছিল নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। আন্দোলনের ন্যায্যতা ও অন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা আমার কাজ নয়। আমি শুধু সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে একটু স্থির হয়ে ভাবতে বলব, এতসব আন্দোলনের বাইরে আর কী আছে? এগুলোর ফলে দেশ ও দশের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে, তা নিয়ে নিজ নিজ বিবেককে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য মনে করি।

ড. মাহবুব উল্লাহ : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ।

# নির্বাচনের পুলসিরাত জুলাই সনদ

১২ পৃষ্ঠার পর

বিএনপি নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় এবং প্রধান নেতা তারেক রহমানের সঙ্গে টেলিফোন বা ভিডিও সংলাপে নিষ্পত্তি হওয়ার বিষয়। প্রধান উপদেষ্টা অবশ্য লন্ডন সফরে গেছেন ইংল্যান্ডের রাজা চার্লসের নামে একটি পুরস্কার গ্রহণের দাওয়াতে কিন্তু সেটাকেই 'সরকারি সফর' নাম দিয়ে প্রশংসামূলক প্রচারে রাষ্ট্রীয় লোকজন নিয়ে ব্যয়বহুল আয়োজনে। কূটনৈতিক দিক থেকে এই সফর একটি কেলেঙ্কারি হিসেবে বিশ্বে আমাদের দেশকে লজ্জা দিয়েছে। কারণ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সঙ্গে বৈঠকের কর্মসূচি চেয়েও তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন এবং ঐ দেশে চার দিন অবস্থানকালে ন্যূনতম সরকারি প্রটোকল পাননি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকটি বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া বিপুল অঙ্কের টাকা উদ্ধারে সহায়তার ইস্যুতে।

ইউনূস-তারেকের বৈঠকটির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ রাজনৈতিক মহলে আগে থেকেই চলছিল। আমার নিজের একটি পূর্ব-অনুমান যা বৈঠকের অব্যবহিত আগে ফেসবুক পোস্টে প্রকাশ করেছিলাম তা এখানে উল্লেখ করতে চাই। কেননা, এর প্রাসঙ্গিকতা এখনো আছে। আমি লিখেছিলাম, "১৩ই জুন লন্ডনে প্রফেসর ইউনূস ও তারেক রহমানের বৈঠকটিকে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তা যথার্থ। তবে 'টার্নিং পয়েন্ট', 'ঐতিহাসিক' প্রভৃতি অভিধায় বিএনপি নেতাদের আগাম উচ্ছ্বাস বা ইউফোরিয়া অতিরিক্ত মনে হচ্ছে। ... নির্বাচনের সময়কে কেন্দ্র করে সরকার ও বিএনপি'র মধ্যে যে টানাপড়েন চলছে তাতে সময়টা এপ্রিলের পরিবর্তে ফেব্রুয়ারিতে এগিয়ে এনে সমঝোতা করা খুব কঠিন নয় এবং শুধু এজন্য ঢাকঢোল পিটিয়ে লন্ডনে বৈঠক দরকার হতো না মনে হয়। বরং জুলাই সনদ, তাতে সংসদ-কাম-সংবিধান সভা নির্বাচন তথা ১৯৭২-এর সংবিধান বদলে ফেলে রাষ্ট্রের চরিত্র পরিবর্তন, আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করা, পরবর্তী সংসদে অন্তর্বর্তী সরকারের সকল কাজের বৈধতা, আরাকান করিডোর, চট্টগ্রাম বন্দর টার্মিনাল ইজারা প্রভৃতি নিয়ে বিএনপিকে আশু সহজে ক্ষমতায় আরোহণের বা ক্ষমতায় নিরুপদ্রব বড় ভাগ দেয়ার লোভ দেখিয়ে একটি 'ডিল' বা অঘোষিত সমঝোতা চুক্তি এই বৈঠকের ব্লুপ্রিন্ট হতে পারে।

এতে রাজি হলে বিএনপি আশু কিছু আম কুড়াতে পারে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে আম-ছালা দুই-ই যাওয়ার আশঙ্কা এবং আখেরে জামায়াত ও ধর্মীয় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা।

বিএনপি'র উচিত হবে জিয়াউর রহমানের আদর্শে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের প্রতি অঙ্গীকার ঠিক রেখে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং 'চুক্তি' করে নয়, সুষ্ঠু নির্বাচনে জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টায় স্থির থাকা। এতেই বিএনপি'র রাজনীতির বিজয় হবে।" ইউনূস-তারেক একান্ত বৈঠকে কী আলোচনা বা সমঝোতা হয়েছে তা জনগণের এখনো জানার সুযোগ হয়নি। তারা খোলাসা করে বলছেন না। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা লক্ষ রাখছেন বিএনপি'র আচরণের দিকে। আগে আপত্তি করলেও ইতিমধ্যে সরকারে বিদেশি নাগরিক বলে কথিত প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের উপস্থিতি বিএনপি মেনে নিয়েছে। করিডোর-ইজারা ইস্যু নতুনভাবে না এলেও বিএনপি সুর নরম করেছে। অবাক করা বিষয় হলো বিএনপি সরকার গঠন করলে প্রফেসর ইউনূসকে রাষ্ট্রের কাজে লাগানো হবে বলে ঘোষণা দেয়া। প্রফেসর নিজে লন্ডনে চাথাম হাউজের গণআকাঙ্ক্ষারে দুনিয়ার সামনে ঘোষণা করেছেন যে, দেশে পরবর্তী সরকারের সময় রাজনীতিতে তিনি কোনো ভূমিকাই নিতে চান না। একাধিকবার বলেছেন নির্বাচনের পরে তিনি নীরবে চলে যাবেন। সে অবস্থায় বিএনপি'র এই প্রস্তাবটি কি অযাচিতভাবে বিএনপি'র দিক থেকেই ইউনূসের নিরপেক্ষতাকে গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ন করে না? অন্তর্বর্তী সরকারের স্বতঃপূর্ণ নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো নিরপেক্ষ হওয়ার কোনো সাংবিধানিক বিধি নাই। কিন্তু এই সরকারের অধীনেই যেহেতু নির্বাচন হবে; তাই একে নিরপেক্ষ হতেই হবে। বিএনপি তা ভঙ্গ করতে যায় কেন? ফেব্রুয়ারিতে কি নির্বাচন হবেই? এবং সময়মতো হবে? দেশবাসী অবশ্যই আশা করবে। আইনশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক-সামাজিক উত্তেজনা, মব-মানসিকতা, সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ও পুলিশি সক্ষমতা প্রভৃতি নানা চ্যালেঞ্জ আছে। জুলাই আন্দোলনের শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে শেখ হাসিনার বিচার ও শাস্তি, আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও নির্বাচন থেকে দূরে রাখার নিশ্চয়তা, নতুন দল এনসিপি'র নির্বাচন কমিশন পরিবর্তন ছাড়া নির্বাচনে যাবো না বলে নির্বাচনকে ঠেলে পিছিয়ে নেয়ার বিভিন্ন চেষ্টা আছে। একটি চ্যালেঞ্জ কম আলোচিত হচ্ছে। তা হলো 'জুলাই সনদ'। কেন গুরুত্বপূর্ণ? জুলাই আন্দোলনকারী ও সরকারি মহলগুলো থেকে বলা হয়েছে, জুলাই সনদ আসন্ন জুলাই মাসে বা আন্দোলনের বর্ষপূর্তি ৫ই আগস্টের আগে ঘোষণা করা হবে এবং ঐ সনদের আলোকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। 'সনদ' শব্দটা শুরুতে ছিল না। আলোচনাটির আকস্মিক সূত্রপাত ২০২৪ সাল শেষ হওয়ার আগমুহূর্তে। হাসিনা সরকারের পতন ঘটানো আন্দোলনকারী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন নেতা, সরকারে থাকা উপদেষ্টা ও বাইরের নেতারা হঠাৎ ২৮শে ডিসেম্বর ইন্টারনেট সামাজিক মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, ৩১শে ডিসেম্বর শহীদ মিনারে জমায়েত হয়ে 'প্রোক্লেমেশন অব জুলাই রেভ্যুলুশন' ঘোষণা করা হবে। তারা ইংরেজিতে বলতে পছন্দ করেন। যেমন আন্দোলনের কর্মসূচিগুলো 'ঢাকা ব্লকেড', 'টোটাল শাটডাউন', 'মার্চ ফর জাস্টিস' প্রভৃতি নাম দিতেন। তেমনি 'সেকেন্ড রিপাবলিক' বলেন। যা-হোক, সংবাদমাধ্যমে নতুনটির বঙ্গানুবাদে 'জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র' বলে চালু হয়। তখন যে রাজনৈতিক পটভূমি ছিল তা হলো এই আলোচনা যে, ৫ই আগস্ট ক্ষমতা দখলের পরে দেশের সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন ঠিক হয়নি, বিপ্লব ঘোষণা দিয়ে সংবিধান বাতিল করে সর্বময় ক্ষমতা নেয়া উচিত ছিল। আন্দোলনের সমন্বয়ক ও প্রবাসী ইউটিউবার প্রভাবক কেউ কেউ এজন্য প্রফেসর সরকার প্রমুখকে দোষারোপ করেও বলতে থাকেন। কবি ফিকহ ফরহাদ মজহার প্রমুখ কয়েকজন জোরালোভাবে বিপ্লবের তত্ত্ব তুলে ধরেন। ছাত্র নেতারা রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ ও আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করাকে অসমাপ্ত বিপ্লব সম্পন্ন করার উপাদান হিসেবে নিয়ে আন্দোলনে নামেন। একজন ছাত্র উপদেষ্টা সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'নাউ অর নেভার!' তখন এনসিপি'র জন্ম হয়নি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল জুলাই প্রোক্লেমেশনের মাধ্যমে 'আওয়ামী লীগকে অপ্রাসঙ্গিক ঘোষণা করা হবে এবং একই সঙ্গে ১৯৭২ সালের মুজিববাদী সংবিধানের কবর রচনা করা হবে।' তখন প্রফেসর ইউনূস বিচক্ষণতার সঙ্গে ওই ছাত্রদের বিপ্লবী উন্মাদনা প্রশমিত করে আনেন তার প্রেস সচিব শফিকুল আলমকে দিয়ে এই ঘোষণার মাধ্যমে যে সরকার চলমান প্রক্রিয়ায় সকল রাজনৈতিক-সামাজিক শক্তির সঙ্গে আলোচনা করে ব্যাপক ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই ঘোষণার ব্যবস্থা করবে। সেটা বেশি ফলপ্রসূ হবে। উগ্র ছাত্র নেতারা এটা মেনে নিতে বাধ্য হন, শহীদ মিনারের সমাবেশকে প্রোক্লেমেশন থেকে বিরত রেখে তা 'মার্চ ফর ইউনিটি' হিসেবে নিয়ে পরে জুলাই সনদের একটি খসড়ার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়। রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কারের জন্য গঠিত কয়েকটি কমিশনের প্রস্তাবগুলো নিয়ে ইউনূসের সভাপতিত্বে গঠিত 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' ৩৩টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যে আলোচনা কয়েক মাস ধরে চালাচ্ছে তারই অংশে পরিণত করা হয়েছে জুলাই সনদকে। যেসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হবে সেগুলো নিয়ে সনদটি প্রস্তুত হবে। এখনো কয়েকটি বড় বিষয়ে ঐকমত্য হয়নি। ঐকমত্য কমিটির সহ-সভাপতি প্রফেসর আলী রীয়াজ চেষ্টা চালাচ্ছেন। ইতিমধ্যে আন্দোলনকারী ছাত্র-তরুণদের একাংশের মধ্যে বিপ্লবী উন্মাদনা কমে এলেও এবং সরকারিভাবে 'বিপ্লব' না বলে 'গণ-অভ্যুত্থান বলা চালু হলেও জুলাই সনদের বিষয়বস্তু নিয়ে, বিশেষত দেশের সংবিধান প্রশ্নে কোনো মহল যাতে বিভেদাত্মক বক্তব্য প্রদান ও ভূমিকা গ্রহণ না করতে পারে সেদিকে সরকারসহ সকলের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কোনো অজুহাতে নির্বাচনকে পিছিয়ে দেয়া বা রাজনৈতিক সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির দিকে দেশকে ঠেলে দেয়ার অপচেষ্টা যাতে কোনো মহল না করতে পারে সে-বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। জুলাই ঘোষণা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করুক, বিভক্ত নয়।

ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

# বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

**For more information contact:**
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খয়বরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহ্রা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন নাহ্হামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়াতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের দিক থেকে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রথমে আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক তথ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর তথ্যও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে মা'উনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের নবীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সহমত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতার যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন দুরভিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহানবী (সা.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নারী একজন আনসারী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বনু নযীরের সকল চক্রান্তের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন রচয়িতা লিখেছেন, বনু নযীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে বরং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে মা'উনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইয়া'ওয়ানুহু ফীদ্ দিয়াত' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং নিরাপত্তার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ সেগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বনু নযীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। আর দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বনু নযীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে শলাপরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ (রা.)'র একটি উক্তি পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও দ্বিমত রয়েছে। বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই নিজ নিজ সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাসেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বনু নযীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু আওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এক্ষণই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব সলাপরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বনু নযীরের এক নেতা সালাম বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা কোরো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘনও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা কুরবানিকে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মণ্ডী বাহাউদ্দিন জেলার সাদুল্লাহপুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেজার গুলিতে তারা উভয়ই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুজাফফর খান সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রীতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কোনোই বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাদেশ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

# সয়াবিন ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের স্টোরহাউস

আখতারুন নাহার আলো

সয়াবিনের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন লোক খুব কমই আছে। পুষ্টিতে ভরপুর এ উপাদানটি আমাদের দেশে তেমন জনপ্রিয় না হলেও ভারতবর্ষে এর ব্যবহার ব্যাপক। এটি স্বাদযুক্ত না হলেও অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে কম খরচে আমরা পুষ্টি পেতে পারি। সয়াবিনকে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের স্টোরহাউস বলা হয়। কারণ এতে আছে থায়ামিন, নিয়াসিন, ফলিক এসিড ও রাইবোফ্লাভিন। লিভার ও হৃদযন্ত্র ঠিক রাখতে এটা বেশ কার্যকর। প্রতি ১০০ গ্রাম সয়াবিনে আছে ৪৩ গ্রাম প্রোটিন। যা ডালের চেয়ে বেশি। সয়াবিনের প্রোটিনে সিস্টাইন ও মেথিওনাইন ছাড়া সব ধরনের অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড আছে। যা শরীরে নিজ থেকে তৈরি হয় না। এই প্রোটিন প্রাণিজ প্রোটিনের বিকল্প হিসাবে কাজ করে। এ জন্য যারা দুধ হজম করতে পারে না তাদের জন্য সয়ামিল্ক খুবই উপকারী। এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও জরুরি। সয়াবিনে চর্বি ও শর্করা কম থাকে বলে ওজন কমাতে বেশ ভালো কাজ করে। ১০০ গ্রাম সয়াবিনে ম্যাগনেশিয়াম আছে ২৮০ মিলিগ্রাম, ২৭৭ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম ও ৭০৪ মিলিগ্রাম ফসফরাস। যা দাঁত ও হাড়ের জন্য কার্যকর। তবে কিডনি রোগীদের সয়াবিন না খাওয়াই ভালো। সয়ামিল্কে প্ল্যান্ট হরমোন আইসোফ্ল্যাবনস শরীরের ইস্ট্রোজেনের কাজ করে বলে অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধ করে। সয়ামিল্ক দিয়ে তৈরি টফু ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের ভালো উৎস। এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

# রোগ প্রতিরোধে যুদ্ধ করে দশ প্রকার খাদ্য

ডা. রফিক আহমেদ

শরীরের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সুন্দর ও উৎফুল্ল মনেই সুখ বিরাজ করে। শরীর ভালো না থাকলে মন-মেজাজ খিটখিটে স্বভাবে পরিণত হয়।
বর্তমানে আমরা সবাই 'করোনা' নামক এক বৈশ্বিক মহামারী রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে এগিয়ে চলছি।
করোনার এ ক্রান্তিকালে আমরা কীভাবে নিজেদের সুস্থ রাখব, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করব এ বিষয় জানা জরুরি।
আমরা যা-ই খাই তা যদি শোষিত হয়ে শরীরের ক্ষয় পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ও বৃদ্ধি সাধন করে তবেই তাকে খাদ্য বলে। ১০ ধরনের খাদ্য রোগ প্রতিরোধের জন্য যুদ্ধ করে।
* রুটি, ময়দা, আটার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন বি-৬ বা পাইরিডক্সিন আছে যা কিনা প্লিহা ও থাইমাস গ্রন্থির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং অর্গান দুটি রোগ প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্য 'বি' ভিটামিনের গুরুত্বও আছে। ফলিক অ্যাসিড টাটকা শাকসবজিতে পাওয়া যায়, ভিটামিন বি-১২, লিভার, মাছ, ডিম, ছত্রাক বিশেষ ও শস্যজাতীয় খাদ্যের মধ্যে পাওয়া যায়।
* ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার যা কিনা লালশাক, পুঁইশাক টাটকা শাকসবজিতে পাওয়া যায়। গাজর, আম, কলা, পেঁপে, রঙিন ফলেও ভিটামিন 'এ' বেশি থাকে। মলাঢেলা মাছ, গোশত, দুধ, ডিম তো আছেই। ভিটামিন 'এ'-তে বিটাক্যারোটিন থাকে যা ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেনের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে, রোগ প্রতিরোধ তন্ত্রের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। অ্যান্টিবডি রেসপন্সে সাহায্য করে, রাতকানা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে ইত্যাদি।
* ঘি, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতীয় খাবারে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে। এছাড়া শাকসবজি, মাছ, চীনাবাদাম ও ডালের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে, যা ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইমিউন কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এটা চর্বি কমাতে সাহায্য করে।
* চকলেট, আইসক্রিম, কোকো গুঁড়া করে তৈরি মন্ড, গোশত, ডিমের কুসুম, শিলমাছ, সুগন্ধী মসলা ইত্যাদি চমৎকারভাবে আয়রনের সঙ্গে যুক্ত হয়। শ্বেত রক্তকণিকার সমতা রক্ষা করে যা ইমিউনিটি সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
* সামুদ্রিক মাছ, সামুদ্রিক খাদ্য, মুরগি, লিভার, ডিমের কুসুম শস্যজাতীয় খাবার, ইলিশ মাছ, মাছের তেল ইত্যাদির মধ্যে সেলেনিয়াম নামক খনিজ লবণ থাকে যা শ্বেত রক্তকণিকা ও ইমিউন এনজাইমের এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

# অন্তঃসত্ত্বার প্লাটিলেট কমলে করণীয়

ডা. হাসনা হোসেন আঁখি

গর্ভাবস্থায় ডেঙ্গু করণীয় : ডেঙ্গু এডিসবাহী মশার কামড়ে সৃষ্ট রোগ। এ রোগের প্রধান উপসর্গ উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর।জ্বরের সঙ্গে থাকে মাথাব্যথা, হাত ও পায়ের জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা, বমি বমি ভাব, চোখের পেছনে ব্যথা করা। পায়খানার সঙ্গে রক্তও যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হওয়া এবং শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে যাওয়া হচ্ছে জটিল উপসর্গ।
অন্তঃসত্ত্বা নারীদের ডেঙ্গু হলে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।গর্ভস্থ বাচ্চার ওপর ডেঙ্গু জ্বরে যে প্রভাব পড়ে তা হচ্ছে-শিশুর জন্মের সময় ওজন কম থাকা, গর্ভপাত হওয়া, পেটের মধ্যে গর্ভস্থ বাচ্চা মারা যাওয়া ইত্যাদি। যদি ডেঙ্গু জ্বর কোনো গর্ভবতীকে আক্রমণ করে তাহলে তার যে কোনো জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে, রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ার মধ্যে যে অনুচক্রিকা বা প্লাটিলেট জড়িত সেটি কমে যায়। মায়ের যদি কোন কারণে প্রসবকালীন ডেঙ্গু ধরা পড়ে এবং অস্ত্রোপচারের পরবর্তী সময় ধরা পড়ে তাহলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে পারে এবং মা মারাও যেতে পারে।
গর্ভকালীন ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে করণীয় : গর্ভকালীন মায়ের ডেঙ্গু জ্বর হলে এ সময়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। প্রচুর পরিমাণে তরল এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

# ইউরিন ইনফেকশনের লক্ষণ ও প্রতিকার

আরাফাত রহমান পলক

ইউরিন ইনফেকশন (প্রস্রাবের সংক্রমণ) খুব পরিচিত একটি রোগ। নারী-পুরুষ থেকে শুরু করে ছোট-বড় প্রায় সবাই এ রোগে ভুগে থাকেন। অনেকেই এ রোগের লক্ষণ না জানায় সংক্রমিত হওয়ার পরেও বুঝতে পারেন না। এতে ভেতরে ভেতরে বাড়তে থাকে এ রোগ। তাই কিছু নিয়ম মেনে চললে এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা করালে এ রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। মূত্রতন্ত্রের কোনো অংশে জীবাণু দ্বারা সংক্রামণ হলে সেটিকে ইউরিন ইনফেকশন বা প্রস্রাবের সংক্রমণ বলে। ডাক্তারি ভাষায় একে 'ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন' বা 'ইউটিআই' বলা হয়। ইউরিন ইনফেকশন হলে প্রস্রাবের রাস্তায় জ্বালাপোড়া অথবা ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়াসহ বিভিন্ন রকম লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

ইউরিন ইনফেকশনের লক্ষণসমূহ-
১. প্রস্রাব গাঢ় হলুদ বা লালচে হওয়া।
২. প্রস্রাবে বাজে গন্ধ।
৩. তলপেটে বা পিঠে তীব্র ব্যথা।
৪. একটু পরপর প্রস্রাব লাগা, কিন্তু ঠিকমতো না হওয়া।
৫. প্রস্রাব করার সময় জ্বালাপোড়া বা ব্যথা করা।
৬. সারাক্ষণ জ্বর জ্বর ভাব অথবা কাঁপুনি দিয়ে ঘন ঘন জ্বর হওয়া।
৭. বমি ভাব বা বমি হওয়া।

ইউরিনারি ইনফেকশন প্রতিরোধের উপায়-
প্রস্রাব আটকে না রাখা অনেকেই দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্রাব আটকে রাখেন, যা খুবই বাজে অভ্যাস। এর ফলে ইউরিনারি ইনফেকশন হতে পারে। প্রস্রাব দীর্ঘ সময় আটকে রাখার ফলে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাই দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্রাব আটকে রাখবেন না। এই এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

# উদ্বেগ কমানোর সহজ পাঁচ কৌশল

সায়মা তানসিম

উদ্বিগ্ন অবস্থায় হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়। তাই উদ্বেগ কমানোর সবচেয়ে সহজ ও প্রচলিত একটি উপায় হচ্ছে, ধীরে ধীরে এবং গভীরভাবে শ্বাস নেওয়া। এতে আপনার হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে আসবে। তাৎক্ষণিকভাবে প্রশান্তিও অনুভব করতে পারবেন। অযাচিত ভয় বা চিন্তা কমাতে এ শ্বাস-কৌশল বেশ কাজের।
কারণ খুঁজুন : দুশ্চিন্তা কেন হচ্ছে সেটি বুঝতে পারলেও অনেক ক্ষেত্রে মনের ওপর থেকে বড় বোঝা নেমে যায়। আমরা প্রায়ই একসঙ্গে একাধিক বিষয়ে ভাবতে থাকি এবং বুঝতেও পারি না ঠিক কোথায় আমার বেশি সমস্যা হবে এবং কোন বিষয়গুলো আদৌ চিন্তা করার মতো নয়। তাই ঠিক কী নিয়ে দুশ্চিন্তা ভর করছে, ঘন ঘন সেটা আগে ভালোভাবে খুঁজে বের করুন। এতে নিজেই নিজের মানসিক চাপ কমানোর উপায় জেনে যাবেন। গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা একটি বিষয় নিয়ে দিনের পর দিন একইভাবে দুশ্চিন্তা করি। প্রতিদিন একই বিষয় নিয়ে একইভাবে চিন্তা করারও কোনো মানে হয় না।
৫-৪-৩-২-১
উদ্বেগ কমানোর এটি একটি বিশেষ কৌশল। প্রথমে আপনি আপনার চারপাশে দেখতে পাচ্ছেন এমন যে কোনো পাঁচটি জিনিসের নাম লিখুন। এরপর এমন চারটি জিনিসের নাম লিখুন, যা আপনি এই মুহূর্তে স্পর্শ করতে পারছেন। এরপর খুব মনোযোগ দিয়ে তিনটি শব্দ আলাদা করুন, যা এই মুহূর্তে আপনি শুনছেন। দুটি জিনিসের নাম লিখুন, যেটার গন্ধ অনুভব করতে পারছেন। সবশেষে আপনি এই মুহূর্তে মুখের ভেতর টের পাচ্ছেন, এমন একটি স্বাদ বোঝার চেষ্টা করুন ও তা লিখে ফেলুন। যারা কোনো ফোবিয়া বা অযাচিত কারণে প্যানিক অ্যাটাকের শিকার হন, তাদের মন শান্ত করতে এ কৌশলটা কাজে আসে।
কল্পনার ফাইল : এটিও একটি মানসিক অনুশীলন। প্রথমে আপনাকে চোখ বন্ধ করে কল্পনা করতে হবে আপনার সামনে একটি টেবিল আছে। টেবিলের ওপর একটি ফাইল এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

# হ্যান্ডস অন ফিসিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া

এলআইসি. ফিসিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway

170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

# হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

## হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
## Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন

**347-596-3111, 347-485-8020**

জ্যাকসন হাইটস অফিস: (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিস: (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

# আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of
FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

**Captor USA, Inc.**
Franchise & Business Consulting Firm
37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

## বাজেটের গুরুত্ব ও আমজনতার অর্থনৈতিক ভাবনা

৫ পৃষ্ঠার পর

পানির উচ্চতা নির্ধারণ করে দেখালে অঙ্কের শিক্ষকের গড়ের ধারণা পাল্টে যায়। অর্থাৎ সব গড়ের ফলাফলের ভিত্তিতে যে বাস্তবতার মিল হয়না তা তার বোধগম্য হয়। বাস্তবতা হল জীবনের অনেক গড় হিসেবই অঙ্ক শাস্ত্রের গড় হিসেবে চলেনা। আর জোর করে চালাতে গেলে তার ফলও বাস্তব ভিত্তিক হয়না।

গড় হিসেবের প্রবৃদ্ধি যে বাস্তব ভিত্তিক নয় তা প্রমাণের জন্য নিম্নের আলোচনাটি উপলব্ধি করা যেতে পারে। ধরা যাক কোন এক গ্রামে দুই হাজার লোকের বসবাস যার মধ্যে মাত্র দুইজন বিলিয়নিয়ার যাদের রয়েছে খুব বড় মাপের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বাকী সকলে সাধারণ গৃহস্থ যাদের আয়ের প্রধান উৎস কৃষি নির্ভর উৎপাদন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা। বছর শেষে দেখা গেল বৈরি আবহাওয়ার কারণে তেমন ভাল ফসল পাওয়া গেলনা এবং বিশ্ব পরিস্থিতি যেমন মহামারী ও যুদ্ধের প্রভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি ফলে বিগত বছরের তুলনায় তাদের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক অথচ দুইজন বিলিয়নিয়ার এর উপার্জন বিগত বছরের চেয়ে ঢের বেশী।

ফলে বাস্তবতা হল গরীবরা অধিকতর গরীব হয়েছে পক্ষান্তরে ধনীরা হয়েছে অধিকতর ধনী কিন্তু অর্থনীতির সংজ্ঞা অনুসারে মাথাপিছু গড় আয় ও প্রবৃদ্ধি পূর্বের বছরের তুলনায় অনেক বেশী। অর্থনীতির এ বিশ্লেষণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির নিকট কতটা স্বস্তিদায়ক এবং এর ফলে তাদের অবস্থার কতটুকু ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব। বরং দারিদ্র বৃদ্ধির কারণে সরকারী তরফে ন্যায্য সহযোগীতার কোনো সুযোগ থাকলেও দুইজন ধনীর সাথে গড় আয়ের হিসেবে প্রবৃদ্ধি নির্ণয়ের কারণে তা থেকেও তারা বঞ্চিত হবে।

এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে মাথাপিছু গড় আয় নির্ধারণ ও তার প্রেক্ষিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি সংশোধন পূর্বক সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উচ্চ বিত্তের জন্য আলাদা ও বাকী সকলের জন্য আলাদা (দুই ভাগে) নির্ণয় সময়ের দাবী। অন্যথায় প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবেনা ফলে প্রাপ্ত ত্রুটিপূর্ণ পরিসংখ্যান এর ভিত্তিতে আর্থিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হলে তা জনকল্যাণে যথাযথ ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হবে বৈকি!

লেখক-কবি, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও গবেষক। সেন্ট এলবান্স, নিউইয়র্ক।

## ইরানে ইসরায়েল যেভাবে ধরা খেল

৬ পৃষ্ঠার পর

করেন তাঁর নিজের এবং উপসাগরীয় মিত্রদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে।

বিশ্বের বেশ কয়েকজন নেতা (সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎস) খুব দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রের হামলার সমর্থন করেন। একই সঙ্গে তাঁরা 'ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারে' সমর্থন দেন। কিন্তু তাঁদের কেউই ইসরায়েলের কঠোর দাবির তালিকা গ্রহণ করেননি। ইসরায়েল যেসব দাবি করেছিল, এর মধ্যে ছিল ইরান যেন একেবারেই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করতে না পারে।

বিশ্ব আবার 'কোনো পারমাণবিক অস্ত্র নয়', সেই নীতিতে ফিরে গেছে। ইরান এরই মধ্যে এ নীতি মেনে চলার ব্যাপারে আগ্রহী বলে জানিয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের কার্যকর উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইরানকে বিশ্বব্যবস্থার জন্য একটি বৈধ অংশীদার হিসেবে মনে করছে। এটি ইসরায়েলের জন্য একটি পরাজয় এবং ইরানের জন্য একটি বিজয়।

ইসরায়েলের একেবারে কেন্দ্রে যে বাস্তব ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেটাও বিবেচনায় নেওয়া উচিত। এই যুদ্ধে ইসরায়েল খুব দ্রুতই ইরানের আকাশসীমায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং প্রায় ইচ্ছেমতো হামলা চালাতে পেরেছিল। কিন্তু ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র বারবার ইসরায়েলের সুপ্রসিদ্ধ আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেদ করে বারবার তেল আবিব, জেরুজালেমসহ একেবারে কেন্দ্রে এবং দেশের সর্বত্র আঘাত হানতে সক্ষম হয়। ইরানের এ হামলায় গোটা ইসরায়েল কার্যত অচল হয়ে পড়ে।

নজিরবিহীন হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটে। ইসরায়েলের প্রতিরোধমূলক ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত ফুরিয়ে আসছিল, খুব দ্রুত সেই শূন্যস্থান পূরণের আশা ছিল না। অর্থনীতি দ্রুত ভেঙে পড়ার মুখে পড়ে। এটি ইরানের জন্য আরেকটি বিজয়।

ইরান যুদ্ধের ক্ষত ও বোমা হামলার মধ্য দিয়ে নতুন ইরানের জন্ম হয়। শত শত মানুষের প্রাণহানি এবং নির্বিচার বোমা হামলায় ইরানের ক্ষয়ক্ষতি ছিল বাস্তব। কিন্তু শক্তিশালী ইসরায়েলি বাহিনীর মুখোমুখি হয়েও ইরান মাথা নত করেনি। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ইসরায়েলিদের বাড়িঘরে আঘাত হেনেছে। কিন্তু তাতে ইরানের অবমূর্তিতে একটুও আঁচড় লাগেনি। কেননা বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষ ইরানকে ইসরায়েলের আক্রমণের ভুক্তভোগী হিসেবে দেখেছে। ইরানের পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগগুলো তাই তীব্রভাবে বাধাগ্রস্ত হয়নি।

কাতারের মার্কিন ঘাঁটিতে প্রতিশোধমূলক হামলার কথা আগে থেকেই সতর্ক করে ইরান খুব সফলভাবে উত্তেজনা প্রশমন করতে পেরেছে।

ইরান যথেষ্ট শক্তিশালী পক্ষ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পেরেছে। ফলে ট্রাম্প ইসরায়েলকে সতর্ক করে দেন যে যুদ্ধবিরতি তারা যেন ভঙ্গ না করে। ইরান এমন একটি শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলো, যে শক্তি হিসেবে তারা দাঁড়াতে চেয়েছে। ইরান দৃঢ়ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা ইরান জানিয়ে দিয়েছে।

আমি গোল্ডবার্গ মধ্যপ্রাচ্য ও বিশেষ করে ইরান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

*আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ মনোজ দে।*

## আগামী নির্বাচনও কি ৭৯ বা ৮৬ স্টাইলে

৬ পৃষ্ঠার পর

নিছক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বললে ভুল হবে। এর ভেতর আরেকটি বার্তা নিহিত-এনসিপি নিজেকে শুধু একটি নতুন দল নয়, বরং বিকল্প সরকার হিসেবে ভাবছে। তারা হয়তো ধরেই নিচ্ছে যে আওয়ামী লীগ গত আগস্টে হঠাৎ 'নাই' হওয়া, জাতীয় পার্টির বিশ্বাসযোগ্যতা হারানো-এই ফাঁকে তারা সেই 'শূন্যস্থানে' জায়গা করে নেবে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন, বর্তমানে রাজনীতির মাঠে সক্রিয় সবচেয়ে বড় দল বিএনপিকে কেন গণনার বাইরে রাখছে এনসিপি? বিএনপিকে দেখেও না দেখার কি কোনো বিশেষ মাজেজা আছে? অথচ লন্ডন বৈঠকে ইউনূস-তারেক সমঝোতার খুশির জোয়ারে ভাসছে বিএনপি।

এখানেই আরেকটি প্রশ্ন বড় হয়ে সামনে আসে-আগামী নির্বাচন কি তাহলে ১৯৭৯ বা ১৯৮৬ সালের মডেলে হতে যাচ্ছে? যেমন জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন ও নিরাপত্তাব্যবস্থাকে ব্যবহার করে বিএনপিকে বিজয়ী করেছিলেন। এরশাদ তাঁর সময়েও একই কৌশলে জাতীয় পার্টিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন এবং নির্বাচনী বৈধতা নিশ্চিত করেছিলেন। এখন যদি ক্ষমতার আশপাশে অবস্থানরত কোনো মহলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তায় এনসিপি তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে সেটি কি তৃতীয় শক্তির নামান্তর? প্রশ্নগুলো অমূলক নয়। ইতিহাস বলছে-নতুন দল হঠাৎ করেই ২০০ বা ৩০০ আসন জেতার নজির কেবল স্বাভাবিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরেই সংঘটিত হয়েছে।

এনসিপির বক্তব্যের আরও একটি দিক নজর কাড়ে-তাদের প্রতীকপ্রীতি। তারা নির্বাচন কমিশনে 'শাপলা' প্রতীক চেয়ে আবেদন করেছে। দলটির নেতারা বলছেন, শাপলা নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রতীক, গ্রামীণ জনজীবনের প্রতিচ্ছবি এবং গণ-অভ্যুত্থানের চেতনার প্রতীক। তাঁরা দাবি করেছেন, 'জাতীয় প্রতীক হলেও আইনগতভাবে শাপলা গ্রহণে বাধা নেই।' অথচ সংবিধান ও ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ১৩০ নম্বর আদেশ অনুযায়ী, শাপলা ফুল বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক। এই প্রতীকের কোনো অবমাননা, বিকৃতি বা রাজনৈতিক ব্যবহারে আইনি নিষেধ রয়েছে। আইনের ভাষায়, কেউ যদি জাতীয় প্রতীক অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন, তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এক বছরের জেল বা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে এনসিপি যদি 'শাপলা' প্রতীক চায়, তাহলে তা সরাসরি জাতীয় প্রতীক ব্যবহারের চেষ্টার মধ্যে পড়ে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ শাহদীন মালিক স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'জাতীয় প্রতীক হিসেবে যেহেতু শাপলা আইন করে নির্ধারিত, সেহেতু রাজনৈতিক প্রতীক হিসেবে এর ব্যবহার যৌক্তিক নয়।' এনসিপির পক্ষ থেকে অবশ্য যুক্তি এসেছে-জাতীয় ফল কাঁঠাল একটি রাজনৈতিক দলের প্রতীক, ধানের শীষও কোনো না কোনোভাবে জাতীয় পরিচয়ের প্রতীক। কিন্তু এখানে রয়েছে একটি বড় পার্থক্য। কাঁঠাল বা ধানের শীষ জাতীয় প্রতীক হলেও তা রাষ্ট্রীয় সিলমোহর নয়, কিন্তু শাপলা ফুল বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকের কেন্দ্রে রয়েছে-জাতীয় পতাকার পাশে এই প্রতীক ব্যবহৃত হয়, সরকারি দলিল ও কাগজপত্রে তার ছাপ থাকে। অতএব এর ব্যবহার একেবারে সীমিত, তা রাজনৈতিক প্রতীক হতে পারে না।

প্রসঙ্গত, নাগরিক ঐক্য নামক একটি ছোট দলও একই প্রতীক চেয়ে পায়নি। এখন যদি শাপলা প্রতীক এনসিপিকে দেওয়া হয়, তাহলে তা উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ হতে পারে এবং সেটি অবৈধ ঘোষণা হলে নতুন করে বিতর্ক জন্ম নেবে। তবে এনসিপির নেতারা কৌশলগতভাবে বলছেন, 'শাপলা না পেলে অন্য প্রতীক নেব, তবে শাপলাই আমাদের প্রধান পছন্দ।' এর পেছনেও রাজনৈতিক কৌশল থাকতে পারে। প্রতীকের মাধ্যমে গ্রামীণ ভোটারদের মনোযোগ পাওয়া সহজ। শাপলা ফুল প্রতীক হিসেবে পেলে রাজনৈতিকভাবে আবেগ তৈরি করতে পারে।

একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ-এনসিপি আসলে কারা? কারা এই দলটির পেছনে? এত আত্মবিশ্বাস, সংবাদমাধ্যমে এত সাড়া-এমন কি কেবল উৎসাহপ্রাপ্ত কিছু নাগরিকের উদ্যোগের ফল? নাকি এর পেছনে রয়েছে প্রশাসনিক বুদ্ধিজীবীদের একাংশ বা এটা ক্ষমতার একাংশের কোনো বিশেষ প্রজেক্ট? বাংলাদেশে এমন 'প্রজেক্ট দল'-এর অভিজ্ঞতা নতুন নয়। তবে সব 'প্রজেক্ট দল' আবার সফল হয় না।

অতীতেও দেখা গেছে, হঠাৎ তৈরি হওয়া দল কিছুদিন পরে হারিয়ে গেছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত বিকল্প শক্তি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী দলও শেষ পর্যন্ত বড় দুই পুরোনো দলের সঙ্গে মিতালি করতে গিয়ে মরুপথে হারিয়েছে দিশা। জনগণ যদি প্রকৃত অর্থে বিকল্প রাজনীতির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, তবে সেই দলকে অবশ্যই মাঠে, পাড়ায়, ইউনিয়নে, রাস্তায়, ক্যাম্পাসে প্রমাণ করতে হয়। কেবল টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিলে দল বড় হয় না।

এনসিপির এই আত্মবিশ্বাস যদি বাস্তব হয়, তাহলে তাকে মাঠে প্রমাণ দিতে হবে। যদি অলীক হয়, তবে সেটি জনতার চোখে ধরা পড়বে। দলটির পক্ষ থেকে যদি বলা হয়, '৩০০ আসন আমাদের ঘরে থাকবে'-তবে সেই ঘরের দরজা খুলে দেখতে হবে, সেখানে প্রকৃতপক্ষে কী রসদ জমা আছে!

বাংলাদেশের রাজনীতিতে তৃতীয় বা বিকল্প শক্তির প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে, তেমনি সেই শক্তির গ্রহণযোগ্যতা অর্জন একটি দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য যাত্রা। এনসিপি যদি সত্যিই জনগণের শক্তি হতে চায়, তাহলে তাদের উচিত হবে বাস্তববাদী রাজনীতি, সক্রিয় সাংগঠনিক বিস্তার এবং স্বচ্ছ রাজনৈতিক নীতিমালা নিয়ে এগিয়ে আসা। বক্তৃতা আর প্রতীক দিয়ে রাজনীতি হয় না, লাগে ত্যাগ, লাগে পথচলা, লাগে জনগণের হৃদয় জয় করার সাহস। ৩০০ আসনের দাবি তখনই অর্থবহ হবে, যখন জনগণ সত্যি হাত তুলে এগিয়ে যাবে এনসিপির দিকে। আর যদি জনগণ না চায়, তবে হাজার বক্তব্য দিয়েও তা সম্ভব হবে না। কারণ প্রকৃত গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে জনগণ।

লেখকঃ জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক, আজকের পত্রিকা।


জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine,
Geriatrics, Hospice &
Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)

Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

# ইসলামি সংস্কৃতির ধারক হিজরি নববর্ষ

আলতাফ হোসেন হৃদয় খান

হিজরি নববর্ষ মুসলিম জাতির এক অনন্যোজ্জ্বল গৌরবগাঁথা ও ইতিহাসের দিন। নিজেদের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিশ্ব মুসলিমকে নব চেতনায় উদ্দীপ্ত করতে হিজরি নববর্ষ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সকল আচার অনুষ্ঠান ও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধান বা ইবাদত এই হিজরি তারিখের উপর নির্ভরশীল। ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যেমন- রোজা, ঈদ, হজ, লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল বরাত, লাইলাতুল মিরাজ, আশুরাসহ সকল ধর্মীয় উৎসব পালন করতে হয় হিজরি তারিখ তথা চাঁদের হিসেবের উপর। তাই ইসলামে এ দিনটি সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য এক বিশেষ স্মারক।

চাঁদের হিসেবে সব ইবাদতের প্রচলন হযরত আদম আলাইহিসসালাম এর সময় থেকে প্রচলিত ছিল। কিন্তু হিজরি বর্ষ বা সন গণনার প্রবর্তন হয় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) এর খেলাফতের চতুর্থ বছর (৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে।

তখন তিনি অর্ধ পৃথিবীর শাসনকর্তা ছিলেন। হিজরি সন এমন একটি সন, যার সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর তাহজিব-তামাদ্দুনিক ঐতিহ্যের ভিত্তি সম্পৃক্ত। এটি এমন একটি স্মারক, যার সঙ্গে জড়িত আছে বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রিয় ও পুণ্যময় জন্মভূমি মক্কানগরী ত্যাগ করে বিরহ বেদনা নিয়ে মদিনা শরিফ গমনের ঐতিহাসিক ঘটনা। হিজরি সন আমাদের মনে করিয়ে দেয় কিভাবে অবিশ্বাসীরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পৃথিবী হতে সরিয়ে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তিনি আজও জাগরুক হয়ে আছেন মুসলিম বিশ্বে। মহররম মাস শুধুমাত্র কারবালার ঘটনা স্মরণ করার মাসই নয়, এমাস গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার, ত্যাগের, ভালো কাজ করার, খারাপ কাজ হতে বেঁচে থাকার এবং মুসলিম বিশ্বকে নতুন করে গড়ার প্রতিজ্ঞা করার মাস। হিজরি নববর্ষ আমাদেরকে ইসলামের ত্যাগের আদর্শের দিকেই আহবান করে।

যেভাবে এল হিজরি সন

হিজরি সনের শুরু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের সময় থেকে। হিজরি সন কবে চালু হয় তা নিয়ে অবশ্য মতভিন্নতা আছে। একটি মত হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন রবিউল আউয়াল মাসে। ওই সময় থেকে তারিখ গণনা শুরু হয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই তারিখ গণনার নির্দেশ দেন। ইমাম জুহরির এমন একটি বর্ণনা মুহাদ্দিস হাকিম তার ইকলিল নামের কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

এ সম্পর্কে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তথ্য হলো দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) এর খেলাফত আমলে হিজরি সনের তারিখ গণনা শুরু হয়। একদা হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) খলিফা হজরত উমর (রা.)-কে পত্র লিখে বলেন, আপনার নির্দেশগুলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছলেও এতে তারিখ উল্লেখ নেই। হজরত উমর (রা.) ১৭ হিজরিতে তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামদের সহযোগিতা চান।

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

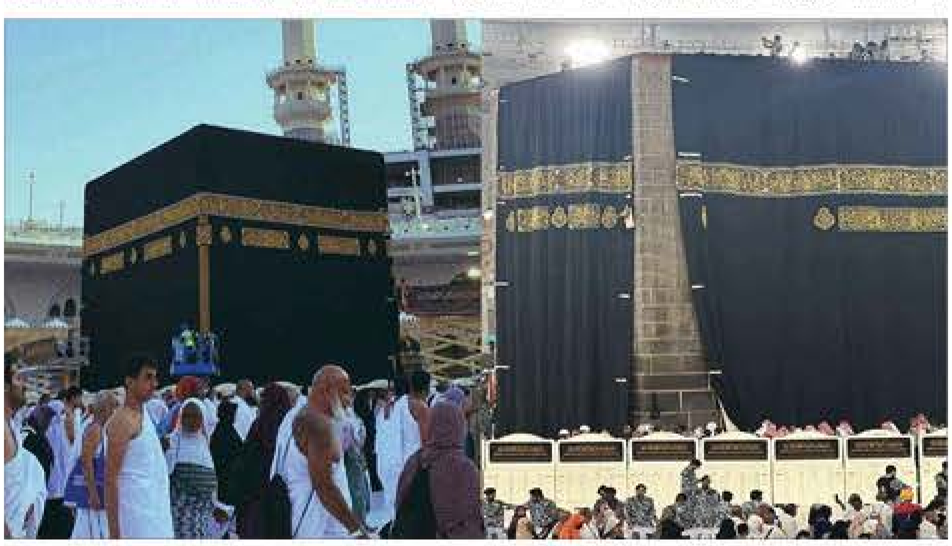

# স্বর্ণ-রূপার সুতোয় বোনা কোরআনের আয়াতে কাবার নতুন গিলাফ

কামাল পারভেজ অভি

সৌদি আরবে ১১ মাসের নিবিড় পরিশ্রমের পর পবিত্র বায়তুল্লাহর ২০২৫ সালের নতুন কিসওয়া (গিলাফ) উন্মোচন করা হয়েছে। হাতের তৈরি ৪৭টি রেশমি প্যানেল, স্বর্ণ ও রূপার সুতো দিয়ে লেখা ৬৮টি কোরআনের আয়াত আর এক হাজার ৪০০ কেজিরও বেশি ওজনের এই কিসওয়া পবিত্রতা ও ইসলামি কারুশিল্পের এক অনন্য নিদর্শন।

কিসওয়া হলো কাবা শরিফকে ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহৃত কাপড়। এটিকে বাংলায় 'গিলাফ' বলা হয়। এটি প্রতি বছর একবার পরিবর্তন করা হয়।

বিশ্বের সব চেয়ে দামি কাপড় কাবার কিসওয়া তৈরি হয় ৮২৫ কেজি প্রাকৃতিক রেশম, ১২০ কেজি সোনার সুতো, ৬০ কেজি রূপার সুতোয়। কিসওয়ার মোট ওজন এক হাজার ৪১৫ কেজি। এর দাম ২৫ মিলিয়ন রিয়াল। এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

# রাত্রিকালীন কিছু কুসংস্কার ও ইসলাম

হাদি-উল-ইসলাম

ইসলাম-পূর্ব আরবে অনেক ধরনের কুসংস্কার ও অহেতুক বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) কোরআন-সুন্নাহর শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ থেকে সব কুসংস্কার দূর করেন। আরবরা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে বের হওয়ার আগে পাখি ওড়াত, পাখিটি উড়ে ডান দিকে গেলে যাত্রা শুভ মনে করত, আর বাঁ দিকে গেলে অশুভ মনে করত। কারো বাড়িতে প্যাঁচা বসলে মনে করা হতো গৃহবাসীদের নিকটতম কারো মৃত্যু হবে অথবা ঘর বিরান হয়ে যাবে।

নবী করিম (সা.) বলেন, 'এসব কুলক্ষণের কোনো বাস্তবতা নেই।' *(বুখারি, হাদিস : ৫৭০৭)।*

ইসলামী জ্ঞানের অভাবে আমাদের সমাজেও নানা কুসংস্কার ছড়িয়ে আছে। অনেক এলাকায়ই রাতকেন্দ্রিক কিছু অহেতুক বিশ্বাস প্রচলিত আছে। নিচে এর কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো, যেমনঃ

* রাতে নখ, চুল, দাড়ি, গোঁফ ইত্যাদি কাটতে নেই।
* রাতে আয়না দেখতে নেই।
* ঘরের ময়লা পানি রাতে বাইরে ফেললে সংসারে অমঙ্গল হয়।

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

জিজ্ঞাসা

# খোলা তালাকের পর পুনরায় সংসার করা যাবে?

ধর্ম-চিন্তা ডেস্ক

প্রশ্নঃ পারিবারিক কারণে স্বামী-স্ত্রীর খোলা তালাক হয়, তাহলে কি আবার দু'জনে বিয়ে করে সংসার করা যাবে?

উত্তরঃ খোলা তালাকের কারণে এক তালাক বায়িন সাব্যস্ত হয়। হাদিস শরিফে এসেছে, ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. খোলাকে এক তালাকে বায়িন সাব্যস্ত করেছেন। *(সুনানে দারাকুতনী ৪০২৫, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ১৮৪৪৮ আসসুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী ১৪৮৬৫)*

সুতরাং খোলা তালাকের পর স্বামী-স্ত্রী যদি পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান এবং এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

## নামাজের সময় সূচি Prayer Times For New York City জুন-জুলাই ২০২৫

| তারিখ | ফজর | সূর্য | জোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৮ | ৩:৪৮ | ৫:২৭ | ১২:৫৯ | ৫:০০ | ৮:৩১ | ১০:১১ |
| ২৯ | ৩:৪৮ | ৫:২৮ | ০১:০০ | ৫:০০ | ৮:৩১ | ১০:১০ |
| ৩০ | ৩:৪৯ | ৫:২৮ | ০১:০০ | ৫:০০ | ৮:৩১ | ১০:১০ |
| ০১ | ৩:৫০ | ৫:২৯ | ০১:০০ | ৫:০০ | ৮:৩১ | ১০:১০ |
| ০২ | ৩:৫০ | ৫:২৯ | ০১:০০ | ৫:০০ | ৮:৩১ | ১০:১০ |
| ০৩ | ৩:৫১ | ৫:৩০ | ০১:০০ | ৫:০০ | ৮:৩১ | ১০:০৯ |
| ০৪ | ৩:৫২ | ৫:৩০ | ০১:০১ | ৫:০০ | ৮:৩০ | ১০:০৯ |

source: salahtimes.com

# MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

**37-22 73 Street Suite # 1C**
**Jackson Heights, NY 11372**

# 347-659-8842

## 7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

## ইউরিন ইনফেকশনের লক্ষণ ও প্রতিকার

২২ পৃষ্ঠার পর

অভ্যাস থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে আসুন। তাহলে এ রোগ থেকে মুক্তি মিলতে পারে।

প্রচুর পানি পান করা ইউরিনারি ইনফেকশনকে প্রতিরোধের সেরা উপায় হলো প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা। এতে মূত্রত্যাগের সময় জ্বালাপোড়া কমানোর সঙ্গে সঙ্গে ইউরিনারি ইনফেকশনও দূর করে।

ভিটামিন সি ইউরিনারি ইনফেকশন এড়াতে নিয়মিত ভিটামিন সি গ্রহণ করতে পারেন। প্রতিদিন ১০০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি গ্রহণ করলে শরীরে যে অম্ল উৎপন্ন হয়, তা মূত্রে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিস্তার রোধে দারুণভাবে কাজ করে।

গরম পানিতে গোসল গরম পানিতে গোসল করলে ইউরিনারি ইনফেকশনের ব্যথা কিছুটা উপশম হতে পারে।

স্বাস্থ্যবিধি পালন শরীর সুস্থ রাখতে স্বাস্থ্যবিধি পালনের বিকল্প নেই। তাই ঢিলেঢালা পোশাক পরা, সুতি কাপড়ের অন্তর্বাস ব্যবহার, নিয়মিত গোসল করা, সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি খুবই জরুরি।

ইউরিন ইনফেকশন প্রতিকারের ঘরোয়া উপায়-

১. ইউরিন ইনফেকশনের সমস্যায় প্রচুর পানি পান করা প্রয়োজন। এর ফলে বেশি বেশি প্রস্রাব হবে এবং শরীর থেকে ব্যাকটেরিয়া বের হয়ে যাবে।

২. এ রোগের প্রতিকারে বেকিং সোডা খেতে পারেন। এক গ্লাস পানিতে এক চামচ বেকিং সোডা মিশিয়ে সপ্তাহে একদিন সকাল বেলা পান করলে প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া কমবে।

৩. কিছু সেলেরি বীজ চিবান, এ বীজ মূত্রবর্ধক হিসেবে কাজ করে। এক মুঠো সেলেরি বীজ চিবিয়ে রস খেতে পারেন অথবা এক কাপ গরম পানিতে কিছু সেলেরি বীজ দিয়ে ঢেকে দিন। ৮ মিনিট পর মিশ্রণটি ছেঁকে নিয়ে পান করুন। এটি ইউটিআই প্রতিরোধ করে।

৪. শসাতে প্রচুর পানি আছে। তাই প্রতিদিন কমপক্ষে একটি শসা রুটিন করে খেতে পারেন।

৫. প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া কমাতে গরম সেঁক নিন। হট ওয়াটার ব্যাগে গরম পানি নিয়ে আপনার তলপেটের ওপর রাখুন। এতে খুব দ্রুত প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া ও ব্যথা দূর হবে।

## খোলা তালাকের পর পুনরায় সংসার করা যাবে?

২৫ পৃষ্ঠার পর

তালাকনামায় যদি তিন তালাকের উল্লেখ না থাকে; বরং এক তালাক কিংবা দুই তালাকের উল্লেখ থাকে তাহলে নতুন মোহরের সঙ্গে নতুন করে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন। (ফিতাওয়া ফাতাওয়া ৫/১২৯, ১৩০)

আর যদি ওই তালাকনামায় তিন তালাকের উল্লেখ থাকে তাহলে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পুনরায় একসঙ্গে বসবাস করতে চাইলে স্ত্রীর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর অন্যত্র তার বিয়ে হতে হবে এবং ওই স্বামীর সঙ্গে মিলন হওয়া অপরিহার্য।

এরপর কোনো কারণে সে তালাক দিলে কিংবা তার মৃত্যু হলে ইদ্দত পালনের পর দু'জন পরস্পর সম্মত হলে নতুন করে নতুন মোহরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন। (সূরা বাকারা-২৩০)

'খোলা তালাক' কাকে বলে?

খোলা হচ্ছে: কোন কিছুর বিনিময়ে স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে স্বামী সে বিনিময়টি গ্রহণ করে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে; এ বিনিময়টি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহরানা হোক কিংবা এর চেয়ে বেশি সম্পদ হোক কিংবা এর চেয়ে কম হোক।

স্বামীর পক্ষ থেকে যে তালাক দেওয়া হয় সেটিকে তালাক বলা হয়।

আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে কাজি বা তার স্থলাভিষিক্ত কারো নিকট তালাক চাওয়ার ভিত্তিতে মালের বিনিময়ে যে বিবাহ বিচ্ছেদ করা হয়, তাকে খোলা বলে। এর পদ্ধতি হচ্ছে- স্বামী বিনিময় গ্রহণ করবেন কিংবা তারা দুইজন এ বিষয়ে একমত হবেন; এরপর স্বামী তার স্ত্রীকে বলবেন: আমি তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম কিংবা আমি তোমাকে খোলা তালাক দিলাম, কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন শব্দ খোলা তালাক যদি স্বামীর দোষের কারণে হয়ে থাকে তাহলে তালাকদাতার জন্য খোলার বিনিময়ে স্ত্রী থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা বৈধ হবে না। আর স্ত্রীর দোষের কারণে হয়ে থাকলে মহর সমপরিমাণ নেওয়া বৈধ হবে। এরচেয়ে বেশি নেওয়া মাকরূহ বা অনুত্তম হবে।

প্রখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বলেন, 'খোলা তালাক যদি নারীর দোষের কারণে হয়ে থাকে তাহলে স্বামীর জন্য তার থেকে যা নিবে তা বৈধ হবে। আর যদি স্বামীর দোষে হয় তাহলে স্ত্রী থেকে যা নিবে তা বৈধ হবে না।' (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদিস ১১৮২৫)।

## মুক্তিযুদ্ধকে বিকৃত করলে ইতিহাস নিজেই প্রতিরোধ গড়ে তুলবে

৫ পৃষ্ঠার পর

নাকি তাদের রক্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ ছিল?তাহলে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে শহীদ নূর হোসেন কি অপরাধ করেছে। এমন শত শত নূর হোসেন গনতন্ত্রের জন্য জীবন দিয়েছে। তারা কিন্তু কখনও মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে বা ৭১এর শহীদদের সাথে তুলনা করেনি। তখনকার আন্দোলন আপনাদের চাইতে শক্তিশালী আন্দোলন ছিল।

একটি দলকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে ইতিহাস লেখা যায় না। তাতে বরং ইতিহাসই প্রশ্ন তোলে-আপনারা তখন কোথায় ছিলেন? এই পুরো পরিকল্পনার পেছনে রয়েছে একটি সুক্ষ্ম অপচেষ্টা-মুক্তিযুদ্ধকে ধীরে ধীরে "জুলাই" নামক নতুন আদর্শ দিয়ে ঢেকে ফেলা। কারণ, ইতিহাস থেকে মুক্তিযুদ্ধকে বাদ দেওয়া সম্ভব না। তাই এইসব 'জুলাই সনদ' বানিয়ে সেই মহুর্তগুলোর মধ্যেই ঢুকিয়ে দিচ্ছে, যেন ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের মানে পাল্টে যায়।

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এই গেজেটের শুরুতেই লেখা-২০০৯ সালের ৯ জানুয়ারি শেখ হাসিনার শাসন শুরু হতেই নাকি দেশে গুম, খুন, বাকস্বাধীনতা হরণ, টাকা পাচার, অর্থনীতির পতন ইত্যাদি শুরু হয়েছে। আচ্ছা তাহলে, ২০০৯ সালের বাংলাদেশের অবস্থা কি আপনাদের জানা আছে?

২০০৯ সালে দেশের জিডিপি ছিল মাত্র ৮৮ বিলিয়ন ডলার, এখন ২০২৪ সালে সেটা ৪৮০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। তখন রিজার্ভ ছিল ১.৫ বিলিয়ন, এখন তা ২৫-২৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৫৭৭ ডলার, এখন সেটা ২৯০০ ডলার। তাহলে প্রশ্ন: আপনারা কি ২০০৯ সালের বাংলাদেশে ফিরে যেতে চান?

এড. হামিদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযুদ্ধা। কুইন্স ভিলেজ, জ্যামাইকা।

## রাত্রিকালীন কিছু কুসংস্কার ও ইসলাম

২৫ পৃষ্ঠার পর

* রাতে বাঁশ কাটা যাবে না।
* রাতে ফল পাড়া ও গাছের পাতা ছেঁড়া যাবে না।
* রাতে কাউকে সুঁই-সুতা দিতে নেই।
* রাতে কোনো কিছুর লেনদেন করা ভালো নয়।
* রাতের বেলা কাসিজিরার ভর্তা খেলে মায়ের জানাজা পায় না।
* খালি ঘরে সন্ধ্যাবাতি দিতে হয়, না হলে বিপদ আসে।
* রাতে কাক বা কুকুর ডাকলে বিপদ আসে।
* রাতে পাঁচার ডাককে বিপদসংকেত মনে করা হয়।

এ ছাড়া এলাকাভেদে আরো অনেক কুসংস্কারের প্রচলন রয়েছে। এসব মনগড়া কথা; ইসলামে এর কোনো ভিত্তি নেই। একজন মুসলমানের কাজ হলো সব ধরনের কুসংস্কার বাদ দিয়ে সব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার ওপর দৃঢ় ঈমান ও সুদৃঢ় আস্থা রাখবে।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আমার উম্মতের ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা শরিয়তে নিষিদ্ধ ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নেয় না, কোনো বস্তুর শুভ-অশুভ মানে না। একমাত্র মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে।' (বুখারি, হাদিস : ৬৪৭২)।

## অন্তঃসত্ত্বার প্লাটিলেট কমলে করণীয়

২২ পৃষ্ঠার পর

খাবার গ্রহণ করতে হবে, যেমন- ফলের জুস, স্যালাইন, ডাবের পানি ইত্যাদি। শরীরের পানির পরিমাণ ঠিক রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জয়েন্টে ব্যথা এবং অন্য ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেতে পারেন। ব্লাড প্লেটলেট কাউন্টার নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্লেটলেট ৫০ হাজারের নিচে কমে গেলে অনেক সময় প্লেটলেট ইনফিউশনের প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত বমি হলে অনেক সময় হাসপাতালে ভর্তি করে স্যালাইন এবং অক্সিজেন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, রক্ত দেওয়া লাগতে পারে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশারি টানিয়ে ঘুমানো, বাড়ির আশেপাশে বদ্ধ জায়গায় পানি জমতে না দেওয়া, সর্তকতা অবলম্বন অনেক জরুরি। যথাসময়ে চিকিৎসা গ্রহণ করাই হলো এ রোগ থেকে নিজেকে এবং গর্ভের শিশুকে নিরাপদ রাখার একমাত্র উপায়।

লেখক : ফার্টিলিটি কনসালটেন্ট ও গাইনোকোলজিস্ট, বি আই এইচ এস জেনারেল হসপিটাল ঢাকা।

## সয়াবিন ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের স্টোরহাউস

২২ পৃষ্ঠার পর

গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাণিজ প্রোটিনের পরিবর্তে সয়াবিন খেলে প্লাজমা কোলেস্টেরল কম থাকতে দেখা যায়। এদিকে সয়াবিন রক্তে লৌহ শোষণ কমায় বলে প্রতিদিনই ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত। সয়াবিনে আছে ভিটামিন ই ও সেলিনিয়াম নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। যা বার্ধক্যের গতি মন্থর করে। হজমে সাহায্যকারী এনজাইম ট্রিপসিনের কার্যকলাপ কিছুটা ব্যাহত করে বলে সয়াবিন অল্পোতাপে সিদ্ধ করে খাওয়া উচিত। সয়াবিন গাঁজিয়ে তৈরি করা হয় সয়াসস। তবে এটাতে লবণ বেশি থাকে বলে উচ্চরক্ত চাপে না খাওয়াই ভালো। এছাড়া সয়াবিন দিয়ে সয়াপেস্ট, সয়াবিস্কুট, বেবিফুডও তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে এর আরও চাষ হওয়া প্রয়োজন। এর আটা গমের আটার সঙ্গে মিশিয়ে রুটি বানানো যেতে পারে। অথবা সয়া চাল অথবা সয়াবিন দিয়ে খিচুড়ি করেও খাওয়া যায়।

লেখক : চিফ নিউট্রিশন অফিসার ও বিভাগীয় প্রধান (অব.), বারডেম। সভাপতি, ডায়াবেটিস নিউট্রিশনিস্ট সোসাইটি অব বাংলাদেশ, পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, শ্যামলী ও আড্ডাল হাসপাতাল, ঢাকা।

## ইসলামি সংস্কৃতির ধারক হিজরি নববর্ষ

২৫ পৃষ্ঠার পর

এ সম্পর্কে আয়োজিত সভায় সাহাবায়ে কিরামদের কেউ নবুওয়াতের সূচনা থেকে তারিখ গণনার প্রস্তাব দেন। কেউ প্রস্তাব দেন হিজরত থেকে আবার কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের দিন থেকে তারিখ গণনার। সাহাবায়ে কিরামদের এসব প্রস্তাব শোনার পর হজরত উমর (রা.) হিজরতের দিন থেকে ইসলামি তারিখ গণনার পক্ষে বলেন। তিনি যুক্তি দেখান হিজরতের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সূচিত হয়। সাহাবারা এ প্রস্তাবকে সাদরে গ্রহণ করেন।

হিজরতের সময়কে ইসলামি সন গণনার সূচনাকাল ধরা হলেও মহররম মাসকে প্রথম মাস হিসেবে ধরা হয়। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসে হিজরত করলেও মক্কা থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন মহররম মাসে। মহররম মাসকে ইসলামি সন বা হিজরি সনের প্রথম মাস নির্ধারণের পেছনে পবিত্র কোরআনের একটি নির্দেশনা গুরুত্ব পেয়েছে।

পবিত্র কুরআনে চারটি মাসকে সম্মানিত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ চারটি মাস হলো জিলকদ, জিলহজ, মহররম ও রজব। মহররম মাসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের ইচ্ছা ঘোষণা করায় এবং এ চারটি সম্মানিত মাসের অন্যতম হওয়ায় তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আরেক বর্ণনায় জানা যায়, আল-উকদুল ফিরায়া নামক গ্রন্থে রয়েছে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.)-এর শাসনামলে উমর (রা.)-এর কাছে একটি চুক্তিপত্র আনা হয়। সেখানে শাবান মাসের কথা উল্লেখ ছিল। তখন উমর (রা.) বললেন, এটা কি গত শাবান না আগামী শাবান মাস? অতঃপর তিনি তারিখ গণনার নির্দেশ দিলেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদিনায় হিজরতকে কেন্দ্র করে হিজরি সন গণনার সূচনা করেন।

এসময় মুহাররমকে প্রথম মাস হিসেবে গণ্য করা হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করেন ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই। সেই দিনকে মুহাররম মাসের শুক্রবার হিসেবে ধরে হিজরি সাল গণনা শুরু হয়। উক্ত হিজরি হিসেবের প্রথম প্রয়োগ ঘটে উমর (রা.)- এর শাসনামলের ৩০ জমাদিউল উখরা / ১৭ হিজরি অর্থাৎ ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই থেকে। এরই ধারাবাহিকতায় আজও হিজরি সন চলে আসছে। হিজরি সন গণনার পূর্বে আরবরা আরবি মাসগুলো ব্যবহার করতেন। অন্যান্য সব সনের মতো হিজরি সনেও ১২টি মাস রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, নিশ্চয়ই আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনার বারোটি মাস, তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। (সুরা তাওবাহ: আয়াত-৩৬)।

এ আয়াতের চারটি সম্মানিত মাসকে চিহ্নিত করতে গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় মিনা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বলেন, তিনটি মাস হলো জিলকদ, জিলহজ ও মুহাররম এবং অপরটি হলো রজব। (তাফসির ইবনে কাসির)।

আমাদের দেশে হিজরি বর্ষ: ফেলে আসা দিনগুলোর মলিনকে মুছে ফেলে ও দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন বছরের শুরুর সময়টার গুরুত্ব রয়েছে। মুসলিম হিসেবে হিজরি নববর্ষ উদযাপন কিংবা মুসলিমদের গৌরবের দিনটি পালনের ঐতিহ্য আমাদের সংস্কৃতিতে ব্যাপকতা লাভ করেনি।

মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশেও তেমন গুরুত্ব দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয় না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, জাতীয় হিজরি নববর্ষ উদযাপন পরিষদসহ কয়েকটি ইসলামি সংগঠন এদিন রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণার দাবি জানিয়ে আসলেও তা সরকারের উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছছে না। তার চেয়েও বড় কথা, বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা যায় নি।

অনেকে আমরা জানি না যে, মুসলিমদের নববর্ষ কোন মাসে হয়? আবার কেউ হয়তবা হিজরি বর্ষ গণনার সঠিক ইতিহাস জানেন না! হিজরি সনের তারিখের খবরও রাখেন না। এর প্রতি মানুষ আকর্ষণও অনুভব করেন না। আবার ভিন্নমতও রয়েছে।

হিজরি সনের প্রথম মাস কারবালার ঐতিহাসিক হৃদয় বিদারক ঘটনার অনন্য স্মৃতি বহন করে চলেছে। মুসলিম বিশ্বে মহররম মাসকে শোকের মাস হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। এ মাসের ১০ তারিখ কারবালা ময়দানে প্রিয় নবী (দ.) এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসেন (রা.) সহ অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাতের সুধা পান করেছেন নির্মম ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে। তাই শোকের এ মাসটির শুরুতে অনেকেই আনন্দ উৎসব উদযাপন করাকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বলেও মনে করেন।

তবে অন্যায়, অসত্য ও স্বৈরাচারের কাছে মাথানত না করে ইমাম হোসাইন (রা.) সহযোগীদের নিয়ে কারবালার শিক্ষাই মুসলমানদেরকে যুগে যুগে অন্যায়, অসত্য ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উৎসাহ যোগায়। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কি বাদ'।

হিজরি নববর্ষ ইসলামি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্যঅংশ, যা ইতিহাসের গৌরব, ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ও আত্মিক উন্নয়নের মূর্ত প্রতীক। এটি আমাদেরকে শুধুমাত্র অতীত স্মরণে থেমে থাকতে বলে না, বরং একটি উন্নত ও মূল্যভিত্তিক ইসলামি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানায়। হিজরি নববর্ষ যেন আমাদের জীবনে হয় নতুন সূর্যোদয়ের অনাবিল বার্তা, আলোকিত পথচলার অনন্য উৎস।

ইসলামি সংস্কৃতি লালনে এবং মুসলিম সমাজে ইসলামি সংস্কৃতি পালনে উদ্বুদ্ধ করে দৃঢ় কর্তব্য পালন করি এবং বিকৃতি আবেদনময়ী অপসংস্কৃতির সৌরাত্মের বিপরীতে নির্মল জাতীয় চেতনামণ্ডিত ইসলামি সংস্কৃতির প্রবাহ ছড়িয়ে দিতে এবং হিজরি নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে আসুন হানাহানি- বিদ্বেষ-বিভেদ ভুলে হিজরি নতুন বছরে নতুন স্বপ্ন ও অঙ্গীকারে সবাই দৃঢ় দাঁড়াই।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সমাজকর্মী।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

সাপ্তাহিক আজকাল
বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা
বাসা ভাড়া/রুম ভাড়া/রুমমেট চাই: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ২৫ ডলার
পাত্র/ পাত্রী চাই: এক সপ্তাহ ২০ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩৫ ডলার
লোক আবশ্যক: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
বেবি সিটার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
ড্রাইভার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
আপনি আমাদের অফিসে এসে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা ফোন, ইমেইল, ফ্যাক্সেও বিজ্ঞাপন নেই। ফোন-ইমেইল-ফ্যাক্সে বিজ্ঞাপন দিলে আপনার ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার এবং এক্সপাইরেশন ডেট দিতে হবে। আমাদের পেপার শুক্রবারে ছাপা হয়। আমরা সারা সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞাপন নেই। আমাদেরকে বিজ্ঞাপন দেবার শেষ সময় বৃহস্পতিবার রাত ১০টা।
Email: ajkalnews@gmail.com
যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন >> ৬৪৬-২৬৭-৭৭৫১ ৯১৭-৫১৯-১১৫১

মহিলাদের জন্য
মহিলা গাইডের
সুব্যবস্থা আছে
KARNAFULLY
TRAVEL INC.
EXCLUSIVE UMRAH
PACKAGE FOR NOVEMBER 2025
JFK-JEDDAH
19TH NOV
MADINA-JFK
29TH NOV.
TOTAL DAYS
9 DAYS
(2 Jummah Makka & Madina)
PACKAGE INCLUDES
1. Round Trip Ticket From Jfk To Jedda & Madina To JFK.
2. 1 Year Multiple Entry Tourist Visa (Us Passport) & Perform Umrah With Guide.
3. 5* Star Hotel Makka & Madina Near to Haram With VIP Breakfast Buffet in Hotel.
4. Full Ground Transportation With Luxury Bus From Jedda Airport To Makka Hotel, Makka To Madina, Madina To Airport.
5. Historical & Religius Tours With Guidance (Makka & Madina).
6. Extra Visit Makka Tayef & Madina Wadi-E-Jinn.
7. Individual Family Package Also Available. *
KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite # 201 FR, Jackson Heights, NY 11372
Tel: +1-718-205-6050, Cell: +1-646 724 5933
karnafullytravel@yahoo.com I www.karnafullytravel.com

# Bangladesh Law Society USA, Inc.
# বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ, ইন্‌ক

## বিজ্ঞপ্তি

সুধী,

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি আইনজীবী, অ্যাটর্নি, ল' ডিগ্রি সম্পন্নকারী এবং ল'-তে অধ্যয়নরতদের অবহিত করা যাচ্ছে যে, **বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ, ইনক**-এর ২০২৬-২০২৮ সালের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন এর কাজ চলছে। নির্বাচনের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির করার জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ, ইনক এর প্রত্যেক সদস্যকে **সদস্যপদ নবায়ন ফি ২০ ডলার আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫** এর মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সেই সাথে বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ, ইনক -এর নতুন সদস্য পদ দেয়া হবে। সদস্য পদ গ্রহণ করতে আগ্রহীদেরকে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সদস্য ফরম সংগ্রহ করে ২০ ডলার ফি, এক কপি ছবিসহ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

**বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ, ইনক : ৩৭-১৬ ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট নম্বর : ৩০১, তৃতীয় তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২**
**ফোন: ৭১৮-৫০৭-৪৫০৪, মোবাইল: ৩৪৭-৬২১-৭২৯৭, ৯১৭-৫১৯-১১৫৬, ৯১৭-৪৮০-৭১৭০**

**এডভোকেট এম. মতিউর রহমান**
সভাপতি
মোবাইল : ৯১৭-৫১৯-১১৫৬

**এডভোকেট সাব্বির আহমেদ মাসার**
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
মোবাইল : ৩৪৭-৬২১-৭২৯৭

**প্রচারে : এডভোকেট জয়জিত আচার্য্য, প্রচার সম্পাদক, মোবাইল : ৯১৭-৪৮০-৭১৭০**

**বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ, ইনক**

শুরু হতে যাচ্ছে প্রথমবারে মতো অনলাইন ভিত্তিক মিউজিক্যাল রিয়েলিটি শো

"গোল্ডেন এইজ প্রেজেন্ট ৫২ রাইজিং স্টার ইউ এস এ"

GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
Presents
52 RISING STAR USA

রেজিস্ট্রশনের জন্য আজই আপনার খালি গলায় গাওয়া যেকোনো একটি বাংলা গান মোবাইলে ভিডিও করে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

বিস্তারিত জানতেঃ
facebook.com/BayannoUSA
অথবা
youtube.com/@bayannousa

রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
০১৮৭৮১৮৪৩০৫ অথবা +১ (৩৪৭) ৫৪৫-৭০৩৯

নিয়মাবলীঃ
১. যেকোনো একটি বাংলা গান খালি গলায় অথবা একটি বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে মোবাইলে রেকর্ড করতে হবে।
২. ধারনকৃত ভিডিওটি এবং আপনার নাম, মোবাইল নম্বর ও ঠিকানাসহ পাঠিয়ে দিন উপরোক্ত যেকোনো একটি মাধ্যমে।

Title sponsor
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency

Media Partner
Rtv

News Print Partner
আজকাল

Online Partner
Rtv ONLINE

Magazine Partner
LOOK@ME

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
*President & CEO*
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনিং

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillside
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-

Email: info@goldenagehomecare.co

AGE
R E
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
ঃ স্কুল আছে
FFICE
e Ave
432
820
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
om | www.goldenagehomecare.com

## আজ নিউইয়র্ক মাতাবে মাইলস

১ পৃষ্ঠার পর

দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড দল মাইলস। কুইন্সের কুইন্স থিয়েটারে (১৪ ইউনাইটেড ন্যাশন অ্যাভিনিউ) সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কনসার্টে ৫০ বছর ধরে শ্রোতাদের উপহার দেয়া দলটির জনপ্রিয় সব গান পরিবেশন করা হবে। কনসার্টটি উৎসর্গ করা হয়েছে ব্যান্ডদলটির দর্শকপ্রিয় ভোকালিস্ট প্রয়াত শাফিন আহমেদকে।
এই কনসার্টের আয়োজন করছে গ্যালাক্সি মিডিয়া। গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার পেজেন্টস মাইলস রিলোড লাইভ ইন নিউইয়র্ক এই কনসার্টের গ্র্যান্ড স্পন্সর এম্পেয়ার কেয়ার এজেন্সি নুরুল আজিম, গোল্ড স্পন্সর রয়েছে কে আর শেরা ইনক, পাওয়ার্ড বাই নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার। অনুষ্ঠানের সিলভার টিকিটের মূল্য ২৫ ডলার, গোল্ড ৫০ ডলার, ভিআইপি ৭৫ ডলার এবং ভিভিআইপি ১৫০ ডলার। অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার সাপ্তাহিক আজকাল, ইনকিলাব ও আনুকৃতি।
গ্যালাক্সি মিডিয়ার সিইও বদরুদ্দোজা সাগর বলেন, সুস্থ ধারার বিনোদনকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন খ্যাতনামা শিল্পীদের আমরা অনুষ্ঠানে নিয়ে আসছি। এই অনুষ্ঠান করার জন্য আমরা অত্যন্ত সুন্দর একটি পরিকল্পনা করি এবং দর্শকদের মানসম্মত একটি অনুষ্ঠান দেখানোর চেষ্টা করি, যাতে কোনো দর্শক-শ্রোতা হতাশ না হয়। সেই সব শিল্পীদেরই অনুষ্ঠানে নিয়ে আসি, যাদের অনেক জনপ্রিয়তা রয়েছে। মাইলসের এই আয়োজনও অত্যন্ত সুন্দরভাবে করা হচ্ছে। কলাই দর্শকেরা হতাশ হবে না। যারা এখনো টিকিট কাটেননি তারা কাউন্টার থেকেই টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন।

## আজকাল সম্পাদকের অভিনন্দন

১ পৃষ্ঠার পর

অর্জন করায় তাঁদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন পাঠকপ্রিয় সংবাদপত্র 'আজকাল'-এর সম্পাদক ও বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টির বোর্ডের চেয়ারম্যান সায়েন শাহ নেওয়াজ। বাংলাদেশি কমিউনিটি তাঁদের জন্য ভালোবাসার ডালা উপহার দিয়েছিলেন গত মঙ্গলবারের নির্বাচনে। প্রাইমারি নির্বাচনে এটি অনন্য এক নজির স্থাপন করেছে। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানি আগামী নভেম্বরে চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে নিউইয়র্কবাসীদের জন্য বিশেষ করে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন-মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা সুবিধা এবং আবাসন ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন। আগামীতে বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষ একজন তরুণ মেয়রকে পেয়ে তাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণে অনেক বেশি কাজ করার সুযোগ পাবেন। কমিউনিটি বিনির্মাণে মূল ধারার সাথে বাংলাদেশিদের উদ্যম নতুন রেকর্ড গড়তে পারবে। শাহ নেওয়াজ বলেন, নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে মামদানী ও শাহানা আবারও বিজয় ছিনিয়ে আনবেন ইনশাআল্লাহ। তাদের নেতৃত্বে ও সহায়তায় আগামীতে বাংলাদেশি কমিউনিটি আরও এগিয়ে যাবে। তাদের এই বিজয়ে আজকাল পরিবারের পক্ষ থেকে রইলো প্রাণঢালা অভিনন্দন।

## মামদানি-শাহানার ভূমিধস বিজয়

১ পৃষ্ঠার পর

ফেলে। মূলধারার মিডিয়া আর সোশ্যাল মিডিয়ায় মামদানির বিজয়ের সংবাদ ছিল শীর্ষে। অনেকের কাছে এ বিজয় ছিল বিস্ময়ের। কুমো শিবিরে মামদানির অবিশ্বাস্য এই বিজয়ে মলিন হয়ে যায় তাদের সবকিছু। কাঙ্ক্ষিত বিজয়ে কুইন্সের এস্টোরিয়ার ২৯-১৯ টুয়েন্টি ফোর্থ এভিনিউর পার্টি সেন্টারে মামদানির সমর্থকরা আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠেন। মামদানি বাঙালি কমিউনিটির কথা বারবার বিজয় ভাষণে উল্লেখ করেছেন। জ্যাকসন হাইটস এলাকার ৭৪ স্ট্রিটের একটি রেস্টুরেন্টে তাকে নিয়ে আয়োজকদের নির্বাচনি কর্মযজ্ঞ ছিল চোখে পড়ার মতো। জ্যামাইকার ১৬৮ স্ট্রিটে মামদানির সমর্থকরা বিজয়ের সংবাদে মাতোয়ারা ছিলেন। এ সময় তারা মিষ্টি বিতরণ করেন। ব্রুকলিনেও মামদানি সমর্থকরা কুমোর পরাজিত সংবাদে ছিলেন উল্লসিত। ব্রুকলিনের পার্কচেস্টারে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ২৫ জুন বিকেলে বিজয় মিছিল বের করে। এতে অংশ নেয় ব্রুকলিন কমিউনিটি কাউন্সিল, বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিল, দ্যা মুসলিম এন্ড আমেরিকান কোয়ালিশন ফর জাস্টিস, ব্রুকলিন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশি কমিউনিটি অব নর্থ ব্রুকলিন নেতৃবৃন্দ। আয়োজকদেরও মধ্যে ছিলেন মনজুর চৌধুরী, এমএন মজুমদার, নাসির গুল, শেখ হামিদ, মাবুল ইসলাম ইব্রাহিম বাবো ভূঁইয়া ও মোহাম্মদ আলাউদ্দীন। জোহরান মামদানি ১৯৯১ সালের ১৮ অক্টোবর উগান্ডার রাজধানী কাম্পালায় জন্মগ্রহণ করেন। তার মা মীরা নায়ার একজন ভারতীয়, বাবা উগান্ডার নাগরিক মাহমুদ মামদানি। জোহরান মামদানি ব্রুকলিন এলাকায় বেড়ে উঠেন। মামদানির স্ত্রী সিরিয়ার নাগরিক। মামদানি ৪৩.৫১%, কুমো ৩৬.৪২%, ব্রাড ল্যান্ডার ১১.৩১ % ভোট অর্জন করেন।

নির্বাচনি ফলাফল জানতে পেরে রাতেই কুইন্সের কয়েকটি স্থানে বিজয় সমাবেশে মামদানি তার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আবেগজড়িত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'প্রত্যেক নিউইয়র্কবাসীর জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি। আজ আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। মেয়র নির্বাচনে এখন আমিই আপনাদের ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী। আপনারা আমাকে অথবা গভর্নর কুমোকে ভোট দিয়ে থাকুন না কেন, অথবা আমাদের দীর্ঘকাল ধরে ভেঙে পড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে ভোটদানে অনাগ্রহী হয়ে থাকুন না কেন, আমি এমন একটি সিটির জন্য কাজ করবো, যে সিটি আপনাদের সবার জন্য কাজ করবে। আমি এমন কথা বলতে পারি না যে, আমার সঙ্গে আপনাদের সবসময় একমত পোষণ করতে হবে, তবে আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, আমি আপনাদের কাছ থেকে কোনোকিছু আড়াল করবো না।'
এসময় তার সমর্থকরা স্লোগানের মুখরিত করে রাখে চারদিক। মামদানি আরো বলেন, মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রার অধিকার কেবলমাত্র কিছু ভাগ্যবান লোকের জন্য সংরক্ষিত করা কোনোভাবেই সঙ্গত নয়। নিউইয়র্ক সিটি এমন একটি সিটি হওয়া উচিত যেখানে স্থানীয় সরকার প্রতিটি নিউইয়র্কবাসীর জন্য উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা দান করে। তিনি অবৈধ ইমিগ্রান্টদের আটক ও ডিপোর্ট করা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন- আমাদের প্রতিবেশীদের ডিপোর্ট করার অভিযানে নিয়োজিত মুখোশ পরা 'আইস' এজেন্টদের তৎপরতা বন্ধ করতে তার ক্ষমতা কাজে লাগাবেন'।
২৪ জুন প্রায় মধ্যরাতে ফলাফল ঘোষণার পর নিউইয়র্ক সিটিতে হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি জ্যাকসন হাইটস, এস্টোরিয়া, ব্রুকলেনের পার্কচেস্টার, ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড ও জ্যামাইকা এলাকায় আনন্দ মিছিল বের করে। আগামী ৫ নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে মামদানীকে লড়তে হবে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস ও রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়ার বিরুদ্ধে। রিপাবলিকান প্রার্থী তুলনামূলক অনেক দুর্বল। মুসলিম প্রার্থীকে ঠেকাতে রিপাবলিকান ভোটাররা এরিক অ্যাডামসকে সমর্থন দিতে পারে এমন ধারণা করা হচ্ছে। সাধারণত যিনিই ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে জয়লাভ করেন- ধরে নেয়া হয় ভবিষ্যৎ মেয়র হিসেবে তিনিই বিজয়ি হবেন।
নিউইয়র্ক সিটির মেয়র হওয়ার অর্থ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম ও ব্যয়বহুল শহরের প্রধান নির্বাহী। মেয়র নির্বাচিত হলে মামদানিকে অনেক সমস্যা ও জরুরি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। আবাসন, দ্রব্যমূল্য, নিরাপত্তা, মাদক সমস্যা, জীবনযাত্রার ব্যয়, যানজট ও গণপরিবহন অন্যতম। প্রতিবছর এই শহরে ভ্রমণে আসা প্রায় ৬ কোটি ৫০ লাখ মানুষের ওপরেও এ নির্বাচনের ফলাফলের প্রভাব পড়বে। নিউইয়র্কের মেয়র বিশ্বজুড়ে পরিচিত একজন হয়ে উঠেন।
প্রাইমারিতে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির আরও প্রার্থী ছিলেন। তারা হলেন, সিটি কম্পট্রোলার ব্রাড ল্যান্ডার, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের স্পিকার অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামস, সাবেক কম্পট্রোলার স্কট স্ট্রিংগার, অঙ্গরাজ্যের সিনেট সদস্য জেসিকা রামোস, অঙ্গরাজ্যের সিনেট সদস্য জেলনার মাইরি, রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও অঙ্গরাজ্যের সাবেক আইনপ্রণেতা মাইকেল ব্লেক এবং বিনিয়োগকারী হুইটনি টিলসন।
চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষিত হওয়ার আগেই নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কুমো পরাজয় মেনে নিয়ে মামদানিকে অভিনন্দন জানান। র‍্যাংকিং চয়েসের ভিত্তিতে ৫০% শতাংশ ভোট পেলে তিনি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চূড়ান্ত প্রার্থিতা লাভ করবেন এবং চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষিত হবে আগামী ১ এপ্রিল।
গত মঙ্গলবার রাতে বিজয় ভাষণে মামদানি আরও বলেন, 'আমি তাদেরই একজন, আমি আমার বিশ্বাস বা আমার প্রতিশ্রুতিগুলো ত্যাগ করব না। কিন্তু সরকার দায়িত্বে, মানবতার স্বার্থে যারা এই পৃথিবীতে কাজ করেন, আমি তাদের সকলের জন্য কাজ করতে, তাদের আরো কাছে পৌঁছতে সচেষ্ট থাকবো। এমনকি যাদের সাথে আমি একমত পোষণ করি না, আমি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে এবং মতবিরোধের উপসংহারে পৌঁছতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো'।

## বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

## আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি

সৌদি আরবের ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

ইন্ডিয়া
মাল্টিপল / মেডিকেল ভিসা

১০ বছরের কানাডিয়ান মাল্টিপল ভিসা

USA 5 YEARS
MULTIPLE TOURIST VISA

## দ্রুত ভিসা প্রসেস করার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

# SCHENGEN TOURIST VISA

এক ভিসাতে ভ্রমণ হবে ২৭টি দেশ

BANGLA TRAVELS · JACKSON HEIGHTS, NEW YORK

# BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার

*Visa Issued by Consulate General

**NEW YORK OFFICE**

7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS
NY 11372. কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়
PHONE : 917-396-4140, 917-592-7828
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.digitalonetravel.com

**DHAKA OFFICE**

NAGAR SHEFALI, FLOOR # 03, HOUSE # 09
ROAD # 17, BLOCK-E, BANANI, DHAKA-1213
PHONE : +88 01711256871, +88 01711256872
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.banglatravel.net

## উদ্বেগ কমানোর সহজ পাঁচ কৌশল

২২ পৃষ্ঠার পর

ক্যাবিনেট রাখা ও তাতে অনেক ফাইল। কল্পনায় একটি করে ফাইল নিয়ে আপনার যে বিষয়গুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে তা লিখুন। একটি ফাইলে একটি দুশ্চিন্তা লিখুন। এটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবুন এবং ফাইলটি বন্ধ করে ক্যাবিনেটে রেখে দিন। এটি চালিয়ে যান যতক্ষণ না আপনার দেখার মতো একটিও দুশ্চিন্তার বিষয় বাকি থাকবে। মনের ব্যায়ামটি দ্রুত আপনাকে উদ্বেগ থেকে মুক্তি দেবে। সেইসঙ্গে উদ্বেগটা পুরোপুরি দূর করার রাস্তায় হয়তো খুঁজে পাবেন এ প্রক্রিয়ায়।

মনোযোগ সরান : ওপরের কোনো কৌশলই যদি তাৎক্ষণিক কাজ না করে, সে ক্ষেত্রে নিজের মনোযোগ অন্যদিকে নেওয়ার চেষ্টা করুন। উদ্বেগের কারণে যদি হৃৎস্পন্দন বাড়তে থাকে বা ঘামতে থাকেন, তবে দ্রুত অন্য একটি ব্যস্ততার কাজ শুরু করে দিন। কাজটা হতে পারে রান্না করা, বই পড়া, গাছে পানি দেওয়া বা কাউকে ফোন করে গল্প করা। লিখেছেন ওয়েবএমডি অবলম্বনে

## স্বর্ণ-রূপার সুতোয় বোনা কোরআনের আয়াতে কাবার নতুন গিলাফ

২৫ পৃষ্ঠার পর

এই বছরের কিসওয়া তৈরি হয়েছে কিং আবদুল আজিজ কমপ্লেক্স ফর দ্য কিসওয়া অব দ্য কাবায়। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এর উৎপাদন কাজ শুরু হয়। ডিজাইনার, শিল্পী, ক্যালিগ্রাফার ও বয়ন বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হয়ে নির্ধারণ করেন বছরের কোরআনিক আয়াত ও অলংকরণ। ১১ মাসের এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় সাত ধরনের উন্নত মানের কাপড় দিয়ে তৈরি হয় ৪৭টি প্যানেল। প্রতিটি প্যানেলে ছিল কিসওয়ার বিখ্যাত সোনালি 'হিজাম' বা বেল্টের সূচিকর্ম।

প্রতিটি ধাপ, কাটা, বোনা, সূচিকর্ম ও চূড়ান্ত জোড়ার কাজ, গভীরভাবে পরীক্ষা করা হয় পবিত্রতার মানদণ্ড পরিপূর্ণ অনুসরণ করে। কিসওয়ার বাইরের স্তর তৈরি হয়েছে কালো রেশম দিয়ে, দীপ্তিময়তা ও টেকসই গুণে নির্বাচিত। ভিতরের স্তরে রয়েছে, সবুজ রেশম, ঐক্য ও শান্তির প্রতীক, সাদা সুকারি ও সাধারণ সুতি কাপড়, কাঠামোগত দৃঢ়তা নিশ্চিত করে, লাল রেশম, উভয়ের মাঝে উষ্ণতা ও আভিজাত্য যোগ করে।

কারিগররা অত্যন্ত কেজি ওজনের সোনার প্রলেপযুক্ত রূপার সুতো ব্যবহার করে রেশমি কাপড়ে সূচিকর্ম করেছেন ৬৮টি কোরআনের আয়াত।

এই আয়াতগুলোতে রয়েছে, আল্লাহর নাম, যেমন আর রহমান ও আর রহিম। ঈমানের ঘোষণা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ, কাবার মাহাত্ম্য ও একত্ববাদের বার্তা। দয়া, ঐক্য ও ঈমানের বিষয়বস্তুর ওপর আয়াত।

ইসলামের প্রথম যুগ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে জিলহজ মাসের ৯ তারিখ আরাফাত দিবসে কাবাঘরের গিলাফ পরিবর্তনের রীতি ছিল। ২০২২ সাল মোতাবেক ১৪৪৪ হিজরি থেকে কাবার গিলাফ পরিবর্তনের সময়সূচিতে পরিবর্তন করে সৌদি সরকার। তখন থেকে হিজরি নববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে মহররমের প্রথম রাতে গিলাফ পরিবর্তন করা হয়।

পবিত্র কাবাঘরের গিলাফ মূলত চারটি কাপড়ের টুকরো এবং দরজার একটি অংশ থাকে। নতুন কাপড়ের টুকরোগুলো ওপরের দিকে তুলে পুরনো কাপড়ের টুকরোগুলো ধীরে ধীরে নিচে নামিয়ে নেওয়া হয়।

৬৫৮ বর্গমিটারের গিলাফটি তৈরিতে ৬৭০ কেজি কালো রেশম ব্যবহার করা হয়। ৪৭টি কাপড়ের টুকরা দিয়ে পুরো গিলাফ সেলাই করা হয়। ১৬ মিটার দৈর্ঘ্যের বিশ্বের সর্ববৃহৎ সেলাই মেশিনে করা হয় এসব কাজ। কারুকার্যের অনেক কাজ হাতেও করা হয়। কাপড়ের ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি অংশ একত্রে সেলাই করা হয় এবং তামার রিং দিয়ে গোড়ায় ফিট করা হয়।

২১ ক্যারেটের ১২০ কেজি স্বর্ণ ও ১০০ কেজি রুপার সুতা দিয়ে সেই কাপড়ে লেখা হয় পবিত্র কোরআনের আয়াত ও আল্লাহর গুণবাচক নাম। গিলাফের সব কাজ শেষ করতে ছয় থেকে আট মাস সময় লাগে। সব মিলিয়ে ৮৫০ কেজি ওজনের এই গিলাফ তৈরিতে ব্যয় হয় ২৫ মিলিয়ন সৌদি রিয়াল বা সাড়ে ছয় মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই গিলাফকে বিশ্বের ব্যয়বহুল কাপড় বলে মনে করা হয়।

## 'বেহুলাকন্যা' সুচন্দার সময় কেমন কাটছে

৪৬ পৃষ্ঠার পর

'কাগজের নৌকা' সিনেমা দিয়ে বড়পর্দায় অভিষেক হয়। একই বছরে মুক্তি পায় এ অভিনেত্রীর আরও দুটি সিনেমা, সালাহ উদ্দিন পরিচালিত 'রূপবান' ও জহির রায়হান পরিচালিত 'বেহুলা'। রাজ্জাকের বিপরীতে 'বেহুলা' সিনেমায় অভিনয় করে তিনি আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা পান।

এরপর তার দর্শকপ্রিয় সিনেমার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে- 'জীবন থেকে নেয়া', 'চাওয়া পাওয়া', 'কুচবরণ কন্যা', 'যীরে বহে মেঘনা', 'নয়নতারা', 'সুয়োরানী দুয়োরানী', 'আনোয়ারা', 'আয়না ও অবশিষ্ট', 'যে আগুনে পুড়ি', 'মনের মত বউ', 'কুচবরণ কন্যা', 'কথা দিলাম', 'যোগ বিয়োগ', 'ফুলের মতো বউ', 'জীবন তৃষ্ণা', 'কাচের স্বর্গ', 'অশ্রু দিয়ে লেখা', 'দুই ভাই', 'বিচার', 'পথি থেকে রাজপথ', 'মনের মতো বউ', 'দুই ভাই' প্রভৃতি। তাছাড়া পাকিস্তানের বেশ কটি সিনেমাতেও অভিনয় করেন এবং সেখানে পুরস্কৃত হন।

১৯৯২ সালে তিনি জহির রায়হান পরিচালিত 'জীবন থেকে নেয়া' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কারও অর্জন করেছেন। ১৯৭২ সালে মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তিনিই প্রথম বাংলাদেশের পতাকা গর্বের সঙ্গে নিজ হাতে উড়িয়েছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার নিজের দখলে নিয়েছিলেন। শুধু অভিনয় করেই থেমে থাকেননি। পরবর্তীতে নাম লিখিয়েছেন প্রযোজনা ও পরিচালনাতেও। তার স্বামী জহির রায়হানের জীবদ্দশায় 'টাকা আনা পাই' ও 'প্রতিশোধ' সিনেমা দুটি প্রযোজনা করেন। এছাড়াও 'তিন কন্যা', 'বেহুলা লখিন্দর', 'বাসনা' ও 'প্রেম প্রীতি' সিনেমা প্রযোজনা করেছেন এ অভিনেত্রী। তার পরিচালিত প্রথম সিনেমা 'সবুজ কোট কালো চশমা'।

২০০৫ সালে স্বামী জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস অবলম্বনে একই শিরোনামে সিনেমা নির্মাণ করেন এবং সেরা প্রযোজক ও পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। এরপর সিনেমার অবস্থা মন্দা হতে শুরু করলে চরম ক্ষোভ নিয়ে এ জগৎ থেকে দূরে সরেন তিনি।

চোখ আর হাসির অদ্ভুত মেলবন্ধনে দর্শক হৃদয়ে রাজ করেছেন দীর্ঘ হয় দশক। সংসারধর্ম আর বয়সজনিত কারণে এখন সিনেমার সঙ্গে তার দূরত্ব আরও বেড়েছে। তবে তার জনপ্রিয়তা এবং ভক্তদের ভালোবাসা অটুটই রয়ে গেছে। অনেক নবীন শিল্পীই প্রেরণা। বর্তমানে তিনি ঢাকায় বসবাস করছেন এবং নিজের মতো করে সময় কাটান। সিনেমার বাইরে তিনি পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করেন। অনেক সময় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। যদিও তিনি বড় পর্দার কাজ থেকে একেবারে সরে এসেছেন, তবে মাঝে মাঝে টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন, যা তার ভক্তদের জন্য এক বড় উপহার।

মাঝে কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন, চলতি বছরের শুরুতেই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হয়েছিল তাকে। তবে এখন সুস্থ আছেন বলেই জানিয়েছেন। পরিবারের সঙ্গে তার দিন কাটছে। সিনেমা থেকে দূরে থাকলেও, সুচন্দার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং সমাজসেবামূলক কাজে তার ব্যস্ততা অব্যাহত রয়েছে।

২০১৯ সালে তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হন সুচন্দা। ৬০ বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ার প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, 'ছোট্ট এই জীবনে চলার পথে পেয়েছি দর্শকের অকুণ্ঠ ভালোবাসা। এটাই আসলে জীবনের অনেক বড় প্রাপ্তি। সিনেমার সোনালি দিন নিয়ে যখন ভাবি, তখন ভাবনায় চলে আসে বর্তমান সিনেমার কথা। আমাদের সময় অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে মেধাবী পরিচালকরা, অভিনয়শিল্পীরা তাদের সেরা কাজটুকু উপহার দিয়েছেন। বর্তমানে যেসব তরুণ পরিচালক সিনেমা নির্মাণ করছেন তাদের ওপরই নির্ভর করছে আমাদের ঢাকাই সিনেমার ভবিষ্যৎ। কারণ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তরুণ নির্মাতারা তাদের ভালোবাসা ও প্রচেষ্টা দিয়ে নিশ্চয়ই ভালো ভালো সিনেমা উপহার দিতে পারবেন। আমি সর্বোপরি সিনেমার মঙ্গল চাই।'

## রোনালদোর চুক্তির মেয়াদ বাড়াল আল নাসর

৫২ পৃষ্ঠার পর

বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এই খবর নিশ্চিত করেছে।

গত ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ২০ কোটি মার্কিন ডলারের চুক্তিতে আল নাসরে নাম লেখান রোনালদো। সেই চুক্তির মেয়াদ আছে এই মাস পর্যন্ত। সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই চুক্তি নবায়ন করল আল নাসর।

গত কয়েক দিন ধরে রোনালদোর সৌদি ছাড়ার গুঞ্জনের শুরুর পথটা তৈরি করে দিয়েছিলেন রোনালদো নিজেই। সৌদি প্রো লিগে গত মাসে আল ফাতেহর বিপক্ষে ম্যাচের পর তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, এই অধ্যায় শেষ। তবে গল্প এখনও লেখা চলছে। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এই লেখা থেকেই অনেকেই ধারণা করেছিলেন চলতি চুক্তির মেয়াদ শেষেই হয়তোবা আল নাসরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন রোনালদো। তবে সেসব সত্যি হলো না। যা স্বস্তি দেবে আল নাসর সমর্থকদের। নতুন চুক্তিতে করার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রোনালদো লিখেছেন, একটি নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে। একই আবেগ, একই স্বপ্ন। চলো একসঙ্গে ইতিহাস গড়ি।

## ক্রিকেটের যেসব পরিবর্তন আনছে আইসিসি

৫২ পৃষ্ঠার পর

ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল আইসিসি। সেই নিয়ম বহাল থাকছে এখনও। বরং সেই নিয়ম আরও কঠিন করা হচ্ছে। এখন যদি বলে লালা ব্যবহারের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের আগে বল একেবারে খেলার অনুপযোগী না হলে আম্পায়ার বল পরিবর্তন করতে নাও পারেন। বল যদি খেলার উপযোগী না থাকে তাহলে আম্পায়ার বল পরিবর্তন করবেন। কিন্তু ফিল্ডিং দলকে পাঁচ রান জরিমানা করা হবে। সেটা যোগ হবে ব্যাটিং দলের স্কোরে।

ডিআরএসের নিয়মে পরিবর্তন : আইসিসির বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, ব্যাটারকে ক্যাচ আউট দেওয়া হলে সে যদি রিভিউ নেয় এবং দেখা যায় বল ব্যাটে নয় প্যাডে লেগেছে, তাহলে আর এলবিডব্লিউ চেক করা হয় না এবং ব্যাটারকে নট আউট ঘোষণা করা হয়। তবে এই নিয়মেও পরিবর্তন আনছে আইসিসি। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বল প্যাডে লাগলেও আউট ধরে নিয়ে এলবিডব্লিউয়ের জন্য বল ট্র্যাকিং করা হবে। এরপর বল ট্র্যাকিংয়ে যদি আম্পায়ার্স কলও আসে তবু ব্যাটারকে আউট বলে ঘোষণা করা হবে।

কম্বাইন্ড রিভিউয়ের নতুন নিয়ম : যদি খেলোয়াড়দের রিভিউ থাকে এবং আম্পায়ার নিজেও রিভিউ নেয় তাহলে যেটা আগে ঘটেছে সেটার রিভিউ আগে হবে। কোনো বলে যদি ফিল্ডিং দল এলবিডব্লিউয়ের জন্য রিভিউ নেয় এবং রান আউটেরও সম্ভাবনা থাকে, তাহলে আগে এলবিডব্লিউ রিভিউ করা হবে। যদি ব্যাটার এলবিডব্লিউ রিভিউয়ে আউট হয়ে যায়, তাহলে বল তখনই ডেড ঘোষণা করা হবে। আর আউট না হলে তখন রান আউটের জন্য রিভিউ করা হবে আম্পায়ারের পক্ষ থেকে।

নো-বলে ক্যাচের নতুন নিয়ম : আইসিসির বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনো বল আম্পায়ার নো-বল হিসেবে ঘোষণা করেন, তাহলে ওই বলে ক্যাচ হলেও সেটা সঠিকভাবে হয়েছে কিনা সেটা যাচাই করা হয় না। নতুন নিয়মে, নো-বল হলেও তৃতীয় আম্পায়ার ফিল্ডার সঠিকভাবে ক্যাচ নিতে পেরেছেন কি না তা দেখবেন। যদি ক্যাচ সঠিকভাবে নিতে পারেন, তাহলে ব্যাটিং দল শুধু নো-বলের জন্য অতিরিক্ত ১ রান পাবে। রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে কোনো রান যোগ হবে না। আর যদি ফিল্ডার সঠিকভাবে ক্যাচ নিতে না পারেন তাহলে ব্যাটাররা রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে যত রান নিবেন সবগুলোই যোগ হবে স্কোরবোর্ডে।

ইচ্ছাকৃত শর্ট রানের নতুন নিয়ম : আগে যদি কোনো ব্যাটার ইচ্ছাকৃতভাবে শর্ট রান নিতো তাহলে ব্যাটিং দলকে পাঁচ রান জরিমানা করা হতো। তবে এবার সেই নিয়ম আরো কঠিন হচ্ছে। যদি এখন কোনো ব্যাটার ইচ্ছাকৃতভাবে শর্ট রান নেন, তাহলে জরিমানার সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ডিং দল ঠিক করবে স্ট্রাইক প্রান্তে কোন ব্যাটার থাকবেন।

ডমেস্টিক ক্রিকেটে ফুল-টাইম প্লেয়ার রিপ্লেসমেন্ট : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কনকাশন সাবের মতো নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে ডমেস্টিক ক্রিকেটে। খেলা চলাকালীন যদি কোনো খেলোয়াড় গুরুতর চোট পান এবং সেটি দেখা যায়, তাহলে ম্যাচ রেফারি পুরো ম্যাচের জন্য এক জন 'লাইক-ফর-লাইক' প্লেয়ার পরিবর্তন নেওয়ার অনুমতি দিতে পারবেন। তবে ছোটোখাটো চোট বা মাংসপেশির টান হলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। আপাতত এই নিয়ম বাধ্যতামূলক নয়। আইসিসির সদস্য দেশগুলো চাইলে ঘরোয়া ক্রিকেটে এই নিয়ম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করতে পারবে।

## রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন করল বিসিবি

৫২ পৃষ্ঠার পর

মর্যাদা প্রাপ্তির ২৫ বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে।

টেস্ট মর্যাদা প্রাপ্তির পর একই বছরের ১০ নভেম্বর বাংলাদেশ দল প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলতে বাইশগজে নেমেছিল। অভিষেক ম্যাচেই শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে দারুণ আশা জাগালেও এখনও সেই টেস্টের আঙিনায় রীতিমতো ধুঁকছে বাংলাদেশ।

অভিষেক টেস্টে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান ছিলেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। কিছুদিন আগে তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছেন। দেশের টেস্ট ক্রিকেটে বইছে বড় এক উপলক্ষ্যভুটেস্ট মর্যাদাপ্রাপ্তির রজত জয়ন্তী। এ উপলক্ষে নানা আয়োজন রেখেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। চলতি মাসের ২১ থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত বিশেষ আয়োজন অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলায়। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি, প্রসার এবং সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে অনাবিল আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

টেস্ট মর্যাদা প্রাপ্তির দিন ২৬ জুনকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট দলের সদস্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে আজ (বৃহস্পতিবার) শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের নর্থ প্লাজায় একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্মারক ক্রেস্ট ও ক্যাপ উদ্বোধনী টেস্ট দলের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া এবং সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করা হবে।

ভারতের বিপক্ষে অভিষেক টেস্টের ১১ জন বাংলাদেশি ক্রিকেটার এখন কে কোথায় এমন প্রশ্ন জাগে ভক্তদের মনে। সেই উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছে আজকাল ।

নাঈমুর রহমান দুর্জয় : ক্রিকেট থেকে অবসরের পর যোগ দেন বিসিবির পরিচালনা পর্ষদে। কাজ করেছেন ক্রিকেট অপারেশন্স চেয়ারম্যান হিসেবে। বাংলাদেশ হাই-পারফরম্যান্স (এইচপি) ইউনিটের হয়েও দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া ছিলেন আগের সরকারের সংসদ সদস্যও।

আকরাম খান : ক্রিকেট থেকে অবসরের পর দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিসিবির প্রধান নির্বাচকের। পরে পরিচালক পদে যোগ দেন। দায়িত্ব সামলেছেন ক্রিকেট অপারেশন্সের চেয়ারম্যান পদে। বর্তমানে পরিচালক হিসেবে বিসিবিতে রয়েছেন তিনি।

আমিনুল ইসলাম বুলবুল : অবসর গ্রহণের পর চাকরি শুরু করেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থায় (আইসিসি)। এশিয়া অঞ্চলের ক্রিকেট উন্নয়নের জন্য কাজ করছিলেন তিনি। গেল মাসে তিনি বিসিবির অন্তর্বর্তী সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

হাবিবুল বাশার : সাবেক এই অধিনায়ক নির্বাচকের দায়িত্ব সামলেছেন গেল এক দশকেরও বেশি সময় ধরে। পরে নারী দলের অপারেশন্সের দায়িত্ব সামলান বাশার। বর্তমানে বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগে কর্মরত রয়েছেন তিনি।

খালেদ মাসুদ পাইলট : ক্রিকেট থেকে অবসরের পর কোচের ভূমিকায় দেখা গেছে পাইলটকে। কখনও আবার ম্যানেজার হিসেবেও তিনি দায়িত্ব সামলেছেন। বর্তমানে ক্রেমন ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন পাইলট।

আল শাহরিয়ার রোকন : খেলা থেকে অবসর গ্রহণের পর রোকন পাড়ি জমান প্রবাসে। বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের নেলসনে রয়েছেন পরিবারকে নিয়ে, সেখানে টুকটাক কোচিংয়ের কাজও চালান।

মেহরাব হোসেন অপি : ক্রিকেট থেকে অবসরের পর কোচিং দিয়ে শুরু করেন নতুন ক্যারিয়ার। পরে বয়সভিত্তিক দলের নির্বাচকের দায়িত্বে আসেন। মাঝেমধ্যে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কোচিংয়েও দেখা যায় তাকে।

শাহরিয়ার হোসেন বিদ্যুৎ : অবসর গ্রহণের পর বিসিবি কিংবা কোচিং পেশায় যুক্ত হননি বিদ্যুৎ। সোজাসুজি যোগ দেন পারিবারিক ব্যবসায়ে, বর্তমানেও সেটি চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তবে বছরের বিশেষ ক্রিকেট ম্যাচগুলোতে দেখা যায় বিদ্যুৎকে।

মোহাম্মদ রফিক : ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের পর রফিক কোচিং পেশা শুরু করেন। বিভিন্ন সময় বিসিবির কোচ হওয়ার কথা বললেও দেখা যায়নি তাকে। বর্তমানে ঘরোয়া লিগ বিপিএলে নিয়মিত কোচিং করিয়ে যাচ্ছেন রফিক।

হাসিবুল হোসেন শান্ত : ক্রিকেট ছাড়ার পর বর্তমানে বয়সভিত্তিক দলের নির্বাচক হিসেবে কাজ করছেন হাসিবুল হোসেন শান্ত।

বিকাশ রঞ্জন/মাহমুদুর রহমান : ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের পর ধর্ম পরিবর্তন করেন তিনি। নতুন পরিচয়ে বর্তমানে একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত রয়েছেন সাবেক এই ক্রিকেটার।

রাজিন সালেহ : বাংলাদেশের অভিষেক টেস্ট দলের দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে খেলেছিলেন রাজিন। ক্রিকেট ছাড়ার পরে পুরোদমে কোচিংয়ে মন দিয়েছেন তিনি। বিপিএল ডিপিএলসহ ঘরোয়া প্রতিযোগিতার সব লিগে সরব উপস্থিতি রয়েছে তার। বর্তমানে বিসিবির হাই পারফরম্যান্স বিভাগের ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে রয়েছেন রাজিন।

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Long Island: 405 Elm Dr, Roslyn, NY 11576

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি

ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

- এয়ার টিকেটিং
- হজ্ প্যাকেজ সার্ভিস প্রোভাইডার
- HOTEL হোটেল বুকিং
- ভিসা প্রোসেসিং
- ওমরাহ্ প্যাকেজ সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?

- ✓ বিশেষজ্ঞ দল
- ✓ যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- ✓ প্রিমিয়াম সহায়তা
- ✓ নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ

السعودية SAUDIA | QATAR AIRWAYS القطرية | Emirates | TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

## আটলান্টিক সিটিতে ফাইজা ফারুকের অভাবনীয় সাফল্য

৬২ পৃষ্ঠার পর

সাফল্য ছিল চোখে পড়ার মত। সাড়ে চার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্য ফাইজা ফারুকের সাফল্য ছিল অভাবনীয়। ভ্যালেডিক্টোরিয়ান ফাইজা ফারুকের আবেগঘন বক্তব্য পুরো অডিটোরিয়ামে এক ভিন্ন ধরনের আবহ সৃষ্টি করে। ফাইজা তার বক্তব্যের শুরুতে বাবা-মার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁদেরকে দাঁড়ানোর অনুরোধ করে বলেন, বাংলাদেশে আরাম আয়েশ বাদ দিয়ে আমাদেরকে সুন্দর জীবন দেওয়ার জন্য এদেশে পাড়ি জমিয়ে আমাদের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছে। তোমাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম কখনও ভোলার নয়। ফাইজা পরিবেশ বিজ্ঞান 'ইনভাইরনমেন্টাল সাইন্স' নিয়ে আগামী চার বছর পড়াশোনা করবেন বলে জানান।

দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার সন্তান ফারুক খান। এক ছেলে এবং দুই কন্যা সন্তান নিয়ে সুখী সংসার ফারুক খানের পরিবারের। সন্তানদেরকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষিত এবং ভাল মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ফারুক দম্পতি।

অতীতের ন্যায় বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের সফলতার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবছরও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী বাংলাদেশী আমেরিকান এই শিক্ষার্থীরা। মেধা তালিকায় সেরা দশে স্থান করে নিয়েছেন ফাইজা ফারুক, ইশতিয়াক হোসেন, তানজিয়া চৌধুরী, ইশরাক হোসেন, তানভূতা তাহেরা, আমেরা মোস্তাফিজ এবং নাদেরা মান্নান।

ফাইজাসহ অন্যান্য বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউর্দ এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি আকবর হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মীর হোসাইন, আটলান্টিক সিটি বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহীন, নিউজার্সী স্টেট সাউথ বিএনপি এবং বাংলাদেশী আমেরিকান এলাইন্স অফ নিউজার্সীর সভাপতি সৈয়দ মোঃ কাইছার এবং সাধারণ সম্পাদক সাঈদ দোয়া এবং আটলান্টিক সিটি বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কাজী লিটন।

## উইন রোজারিও পরিবারের মামলা

৬২ পৃষ্ঠার পর

থেকেই উইন রোজারিওর মানসিক স্বাস্থ্য সংকটের ভুগছিলেন।

এদিকে এ ঘটনায় সিটি মেয়র এরিক এডামসের সাক্ষাৎ দাবি করেছে রোজারিও পরিবার। এ বিষয়ে মেয়রের অফিস ও এনওয়াই পিডিতে চিঠিও দেওয়া হবে পরিবারটির পক্ষ থেকে। সেখানে আইনজীবিদের নিয়ে পুরো পরিবার মেয়রের সাক্ষাৎ করতে চেয়েছে।

মামলার বিষয়ে নোটান ইভা কস্তা এবং তার ভাই উৎস রোজারিও আইনজীবীদের দ্বারা দেয়া বিবৃতিতে বলেছে, ঘটনায় জড়িত পুলিশ ম্যাথু সিয়ানক্রোকো এবং সালভাতোর অ্যালসি উইনকে হত্যা করার এক বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেছে, এবং কিছুই ঘটেনি - তাদের এখনও বরখাস্ত করা হয়নি, গ্রেপ্তার করা হয়নি বা মামলা করা হয়নি।

এতে বলা হয়, সিয়ানক্রোকো এবং অ্যালসি একটি সংকট তৈরি করেছিল। দুই মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে আমাদের বাড়িতে উইনকে বেপরোয়াভাবে গুলি করে হত্যা করেছিল - এবং আমাদের দুজনকেও প্রায় হত্যা করেছিল। আমরা সিটি কর্তৃপক্ষ, সিয়ানক্রোকো, অ্যালসি এবং অন্যান্য পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করছি। আমাদেরকে প্রিসিক্টে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বাধ্য করেছে, যখন আমাদের উইনের সাথে অ্যাম্বুলেন্সে যেতে দেওয়া উচিত ছিল এবং যারা আমাদের দুই দিনেরও বেশি সময় ধরে আমাদের বাড়িতে ফিরে যেতে বাধা দিয়েছিল।

ঘটনার পর পুলিশের দাবি ছিল, ১০২তম প্রিসিঙ্কটের অফিসার সালভাতোর অ্যালসি এবং ম্যাথিউ সিয়ানক্রোকো ১৯ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির ৯১১ নম্বরে কলের জবাব দেন। তিনি মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর কয়েক মিনিটের মধ্যেই, অফিসাররা টেজার ব্যবহার করে এবং তারপর গুলি করে। কারণ কিশোরটি তাদের উপর এক জোড়া কাঁচি দিয়ে আক্রমণ করেছে।

তবে উইন রোজারিও মা ও তার পরিবার অভিযোগ করেছিল, তারা ছেলের অবস্থা তুলে ধরে অফিসারদের গুলি না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেখানে কোন আক্রমণের ঘটনাও ঘটেনি। কিন্তু পুলিশ গুলি করে তার ছেলেকে হত্যা করে। এমনকি উইনের সাথে হাসপাতালে যেতে তাদের বাধা দেওয়া হয়েছিল। এবং তাদেরকে ঘটনাস্থলে পুলিশ সাক্ষীর পরিবর্তে সন্দেহভাজন হিসেবে বিবেচনা করেছিল।

রোজারিওর মৃত্যুর পর কুইন্স জুড়ে বেশ কয়েকটি বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। এতে জড়িত কর্মকর্তাদের এখনও জবাবদিহি না করার জন্য নিউইয়র্ক পুলিশের কঠোর সমালোচনা করা হয়।

ঘটনার প্রায় দেড় বছর পর করা মামলাটিতে পুলিশ অফিসার এবং সিটির বিরুদ্ধে ১৬টি অভিযোগ রয়েছে– যার মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং অযৌক্তিক জব্দ, মৌলিক যথাযথ প্রক্রিয়া লঙ্ঘন এবং সাংবিধানিক, নাগরিক এবং মানবাধিকারের অন্যান্য লঙ্ঘন। পরিবারটি জড়িত উভয় পুলিশকে বরখাস্ত করার জন্য তাদের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছে।

মামলা পরিচালনা কারি প্রতিষ্ঠান নেলসন লেভাইন অ্যান্ড যাকম্যান, এলএলপি'র আইনজীবী ডেভিড বি. র‍্যাঙ্কিন বলেন, এনওয়াইপিডিকে অবিলম্বে অফিসার সালভাতোর অ্যালসি এবং ম্যাথিউ সিয়ানক্রোকোকে বরখাস্ত করতে হবে। তারা উইনকে গুলি করে হত্যা করেছিল এবং নোটান ইভা কোস্টা এবং উৎসো রোজারিওকে প্রায় গুলি করে হত্যা করেছিল এবং তারা এখনও কাজ করছে, এটি একটি লজ্জাজনক। নিউ ইয়র্কের লোকেরা অফিসারদের প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ টাকা বেতন দিচ্ছে। এটি বন্ধ করতে হবে। অন্য কোনও কাজে আপনি এত অসাধারণভাবে ব্যর্থ হতে পারেন না যে, কেউ মারা গেছে, আপনার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, আপনার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, তবুও আপনি এখনও একটি সুন্দর বেতন পাচ্ছেন। অবশ্যই তাদের বরখাস্ত করতে হবে।


বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।
আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি
আমাদের প্যাকেজ বিবরণ
ওমরা ভিসা
এয়ার টিকেট
১ দিন মক্কায় ট্যুর
১ দিন মদিনা ট্যুর
মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল
(4 Star Hotel with Breakfast.)
মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ
(একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)
* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।
NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com
NAFS TRAVEL
37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

Amader Service.com
Your Trusted Service Partner
আমাদের সেবাসমূহ
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী
হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেক্ট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপেয়ারিং (কন্সট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা
অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিসট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার
এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।
Get all services you need in one place
from professional expart, at home!
এ্যাপসটি ডাউনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।
GET IT ON Google Play
GET IT ON App Store
CONTACT
+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com



বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।
Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com
মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

# NY INSURANCE
BROKEAGE INC.
TLC INSURANCE SPECIALIST
NY I
NY INSURANCE BROKERAGE
718 476-2025

# NY CAR & LIMO
SERVICES INC
BLACK & GREEN CAR BASE
NY CAR & LIMO SERVICES INC B02902
718 727 4444

# BEGINNER'S
DRIVING ACADEMY
YOUR DRIVER LICENSE IS OUR RESPONSIBILITY
929 244-7730

# DMV EXPRESS
PLATES
NEW, SURRENDER & TRANSFER
TITLE
NEW & DUPLICATE TITLE REQUEST
REGISTRATION
NEW, REPLACE, RENEWAL & TRANSFER
929-244-7730
EXCELSIOR

## জাবেদ উদ্দিনের পিতার মৃত্যু

৬২ পৃষ্ঠার পর

উনার জানাযা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে। জানাজায় মৌলভীবাজার জেলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গসহ কয়েক শতাধিক মানুষ অংশ নেন। তিনি ৪ ছেলে ও ৩ মেয়েসহ নাতি নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। জীবদ্দশায় তিনি সামাজিক ও মানবিক কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রেরণায় উনার বড় ছেলে মো. জাবেদ উদ্দিন আমেরিকায় কমিউনিটির মানুষ এবং দেশের মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

উনার মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও সংগঠক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান, সাবেক সভাপতি বদরুন্নাহার মিতা, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রুকন হাকিম, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি নুরেল আহমেদ, সহ সভাপতি কয়েছ আহমদ, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল, সাবেক সভাপতি তজম্মুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল, কুলাউড়া বাংলাদেশি এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সাধারণ সম্পাদক মঈনুর রহমান সুয়েব সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দরা।

মো. জাবেদ উদ্দিন উনার পিতার আত্মার মাগফেরাত কামনায় সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছেন।

## চবি এলামনাই এসোসিয়েশনের মতবিনিময় সভা

৩ পৃষ্ঠার পর

আহবায়ক, নাসরিন বিল্লাহকে সদস্য সচিব এবং আখতার হোসেনকে প্রধান সমন্বয়কারী নির্বাচন করা হয়।

সভায় আগামী ১০ আগস্ট রবিবার নিউইয়র্কের জর্জ আইল্যান্ড পার্কে দিনব্যাপী পিকনিক আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যরা পিকনিকের সার্বিক প্রস্তুতি, যাতায়াত ব্যবস্থা, এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে মতবিনিময় করেন।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা ও কাকাতুয়া এজেন্সির স্বত্বাধিকারী জনাব পারভেজ কাজী, সাবেক সভাপতি এম এ আজিজ নঈমী, সহসভাপতি জনাব অনুপ দাশ, আবদুল মুহিত, উপদেষ্টা মহিউদ্দিন মুহাম্মদ আলমগীর, সাবেক সদস্য সচিব ফারহানা আখতার, সদস্য সচিব নাসরিন বিল্লাহ এবং আহবায়ক ওয়াহিদুজ্জামান বকুল।

সাধারণ সম্পাদক মীর কাদের রাসেল রেজিস্ট্রেশন ফি বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন, মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করা হয়।

নিজ দায়িত্বে যাত্রাকারীদের জন্য ৬০ ডলার, বাসে (চার্চ ম্যাকডোনাল্ড ও ওজনপার্ক হয়ে) যাত্রাকারীদের জন্য ৭৫ ডলার। ৭ বছরের নিচের শিশুদের জন্য কোন রেজিস্ট্রেশন ফি প্রযোজ্য হবে না। সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়, সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় এবারের পিকনিক হবে একটি সুন্দর, স্মরণীয় ও উপভোগ্য দিন। অনুষ্ঠানের এক অনন্য মুহূর্তে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, উত্তর আমেরিকার সভাপতি সাবিনা শারমিন নিরু, পিকনিক কমিটির আহবায়ক ওয়াহিদুজ্জামান বকুল রচিত কাব্যগ্রন্থ "বকুলের বাড়ি" থেকে কবিতা আবৃত্তি করেন, যা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে। সভাপতির বক্তব্য মাধ্যমে মতবিনিময় সভার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

## টেক্সাসে গ্লোবাল ভিলেজ অস্টিন বইমেলা

৬২ পৃষ্ঠার পর

দেন আগত লেখক-লেখিকাদের। প্রধান অতিথি সাদাত হোসাইনকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন গ্লোবাল ভিলেজ এর উপদেষ্টা প্রফেসর ড. ফিরোজা মজুমদার। এসময় ফিতা কেটে বইমেলার উদ্বোধন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত লেখকদের নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন সাদাত হোসাইন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও এতে যোগ দেন লেখক। শিল্পী মুনিরা প্রীতু পরিবেশন করেন বইমেলার প্রধান অতিথি সাদাত হোসাইনের লেখা একক সঙ্গীতানুষ্ঠান।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা ও মেধা যাচাই কার্যক্রমে মুখর ছিল শিশু চত্বর, যেখানে ছোটদের সৃজনশীলতার ঝলক ছিল চোখে পড়ার মতো।

বইমেলার প্রকাশকদের মধ্যে ছিল বাংলা একাডেমি, অনন্যা, কথা প্রকাশ, কালের চিঠি, অন্যধারা এবং কলকাতা থেকে দেজ। স্টলজুড়ে ছিল নতুনের সাথে শত শতকের শ্রেষ্ঠ বইয়ের সমাহার।

প্রশ্নোত্তর পর্বে পাঠকেরা সরাসরি কথা বলেন লেখক সাদাত হোসাইনের সঙ্গে। মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রফেসর হায়দরী আকবরের সঞ্চালনায় 'গল্পের পেছনের গল্প' পর্বটি। 'বৈষম্যহীন সমাজ ও শান্তির পৃথিবী বিনির্মাণে নিরন্তর সৃজনশীলতায় কাজ করে চলেছেন' - এই বিবেচনায় গ্লোবাল ভিলেজ গ্লোবাল রিসার্চ সেন্টার থেকে সাদাত হোসাইনকে প্রদান করা হয় গ্লোবাল ভিলেজ সাহিত্য পদক ২০২৫। তার সাথে উত্তরীয় ও সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

## নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত হবে বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

৩ পৃষ্ঠার পর

শুধুমাত্র নাচ গান আর ভিন্নপ্রান্তের পণ্যের ক্রেস্ট তুলে দিতে চাই না। ভালোকে ভালো এবং খারাপকে খারাপ বলতে চাই। অভিজ্ঞ জুড়িবোর্ড সব কিছু বিচার করবেন।

সদস্য সচিব পিটু আলম বলেন, এই আয়োজনের সাথে আছে আমেরিকান বাংলাদেশি প্রকৌশলীর এসোসিয়েশন। তারা সেরাদের উপর বিনিয়োগ করবেন। সুতরাং নাচগানে ভরপুর নয় বরং ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের প্রকৃত অংশর্থ নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই।

তিনি বাংলাদেশের সকল নির্মাতা এবং প্রযোজককে অনুরোধ জানান তারা যেন ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে তাদের নির্মিত সেরা কাজটি নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জমা দেন। এমওভি অথবা এমপি-৪ ফরমেটে সকল দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র জমা দেওয়া যাবে।

আয়োজনের আহবায়ক অলিউ আহমেদ জানান, উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে চলতি বছরের অক্টোবরের শেষে কিংবা নভেম্বরের শুরুতে, নিউইয়র্ক-এ। দ্রুতই তারিখ ও ভেন্যু জানানো হবে ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে।

ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটির মিডিয়া পার্টনার হিসেবে থাকবে বাংলাদেশের জনপ্রিয় টেলিভিশন আরটিভি ৫২ টিভি, আমেরিকার চ্যানেল ১৪ এবং নিউইয়র্ক এক্সিটোরিয়াল।

## কুইন্স লাইব্রেরিতে লেখকের অঙ্গন'র গ্রন্থালোচনা

৬২ পৃষ্ঠার পর

অগ্নিবিতে জাব সৌন্দর্যের বিমূর্ত শিল্প এবং এর উৎসধারার সাহিত্য রূপ আলোচনা করেন।

পরবর্তী আলোচক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান আলোচনা করেন সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'শেষ বেলায়' উপন্যাস। অনেক জীবন জিজ্ঞাসার মানসিক সত্যের দ্বন্দ্ব এবং সমাজের দায়ভার উঠে আসে।

সুচীত বড়ুয়ার আলোচনায় উঠে আসে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের 'গল্প সমগ্র'র কিছু নির্বাচিত গল্পের সাম্প্রতিক ধারার জীবনমুখী চরিত্রের সাহিত্য বিশ্লেষণ।

দিবা সেনগুপ্তকৃতি আলোচনা করেন বিশ্ব বরেণ্য ধ্যান সাধক, সত্যসন্ধানী শ্রী চিন্ময় রচিত 'প্রেমালোকের কানন' কবিতার বইয়ের সূত্রধরে শ্রী চিন্ময়ের আধ্যাত্মিক জীবন এবং মানবিক দর্শন ও বিশ্ব শান্তি। অনুষ্ঠানের শেষপর্বের আলোচনায় লেখক ম.আমিনুল হক চুন্নুর উপস্থিতিতে তাঁর ইতিহাস নির্ভর তথ্য সমৃদ্ধ বই 'সভ্যতার সংকট' নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন এ, বি, এম সালেহউদ্দিন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ড. মহাতপা পালিত, সালেহা ইসলাম, ম. আমিনুল হক চুন্নু, সেলিনা শারমিন এবং সাহিত্য একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

## মিয়ানমারে নতুন চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশ

৫২ পৃষ্ঠার পর

মিয়ানমারের কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যা হবে না বলেই জানালেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। তিনি বলেন, 'বৃষ্টিতে অনুশীলন করতে ভালোই লেগেছে। যেহেতু কয়েকদিন আগে এসেছি, এখানকার কন্ডিশনের সাথে আস্তে আস্তে মানিয়ে নিতে সুবিধা হচ্ছে।'

অনুশীলন নিয়ে সহকারী কোচ মাহমুদা আক্তার অনন্যা বলেন, 'গতকাল আমরা মিয়ানমারে পৌঁছেছি। গতকালই আমাদের ট্রেনিং করার কথা ছিল, কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টির কারণে আমরা মাঠে অনুশীলন করতে পারিনি। জিমে সময় কাটিয়েছি। আজকে মাঠে অনুশীলন করলাম। আজও প্রচুর বৃষ্টি। এর মধ্যেই আমাদের যে ট্রেনিং, অ্যাক্টিভিটিজ আছে, সেগুলো যথাযথভাবে করেছি। সবাই সুস্থ আছে, ভালো আছে।'

'সি' গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আগামী রোববার (২৯ জুন) বাহরাইনের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচ স্বাগতিক মিয়ানমারের বিপক্ষে আগামী ২ জুলাই। ৫ জুলাই শেষ ম্যাচে তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।

## শহিদুল হকের ওয়ার্ল্ড হিউম্যান থেকে সেক্রেটারি সুবহানের পদত্যাগ

৩ পৃষ্ঠার পর

কয়েক বছর ধরে আমি ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটসের সাথে যুক্ত এবং এর জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। দায়িত্বে থাকা অবস্থায় আমি বিগত কয়েক বছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলাম। আমি সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শাহ শহিদুল হকের সাথে সমঝোতাক্রমে ২৩ জুন ২০২৫ থেকে আমার ব্যক্তিগত কাজ ও নতুন বিজনেস স্টার্ট প্রিন্টিং ওপেনিংয়ের জন্য জেনারেল সেক্রেটারির পদ থেকে অব্যাহতি নিচ্ছি। দায়িত্বে থাকা অবস্থায় আমার দ্বারা যদি কেউ কোন কষ্ট পেয়ে থাকেন সেই জন্য আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সবার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

তিনি বলেন, সংগঠনের প্রেসিডেন্টকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই, যিনি আমাকে সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আমি ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্টের সাথে যুক্ত থাকব এবং এর সর্বোচ্চ সফলতা কামনা করছি।

## এনবিসিএস রক্তদান কর্মসূচী ২৮জুন

৩ পৃষ্ঠার পর

সুস্থ মানুষ যাদের ওজন ৫০ কেজি বা তার বেশি তারা রক্ত দিতে পারবেন। একবার রক্ত দেওয়ার ৪ মাস পর আবার রক্ত দেয়া যাবে। রক্তের কোষগুলো স্বাভাবিক জৈব শারিরীক নিয়মেই প্রতিনিয়ত তৈরী হয় ও একটি নির্দিষ্ট সময় পর তা এমনিতেই মরে যায়। এটি অনেকটা মুখে থুথু তৈরী হওয়ার প্রক্রিয়ার মতোই। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ রক্ত দিলে তেমন কোন ক্ষতি তো হয়ই না বরং অনেক ক্ষেত্রে তা আপনার দেহ মনের জন্য উপকারী। তাই রক্তদানের যোগ্য সবার উচিত রক্ত দেওয়া। কারণ এক ব্যাগ রক্ত তিনজন পর্যন্ত বিপন্ন মানুষ বেঁচে যেতে পারে।

## কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট কামাল উদ্দিন আর নেই

৬৪ পৃষ্ঠার পর

উদ্দিন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। তিনি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ফারুক হোসেন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী এবং শামীম-এর বড় ভাই। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে কামাল উদ্দিন স্ত্রী ও তিন সন্তান রেখে গেছেন।

গত ২৪জুন মঙ্গলবার সকাল ১০টায় ২০২ স্টুয়ার্ট এভিনিউ অ্যালিন্টাউনের মসজিদ হামজা ইসলামিক সেন্টারে জানাযা নামাজের পর নিউজার্সির ফাউন্টেন লন মেমোরিয়াল পার্ক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এ সময় মৃতের ছোট ভাই ফারুক হোসেন সকলের উদ্দেশ্যে দোয়া প্রার্থনা করে বলেন, আল্লাহ যেন ভাই কামাল উদ্দিনকে জান্নাত নসিব করেন এবং শোকার্ত পরিবারকে সবর ও শোক কাটিয়ে উঠাসহ পরিবারের জন্য শান্তি দান করেন।

## সাংবাদিক অধ্যাপক সিরাজুল হকের ইন্তেকাল

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অধ্যাপক সিরাজুল হক আর নেই। বৃহস্পতিবার ১৯ জুন নিউইয়র্ক সময় সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে কুইন্স হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

গত ১০ এপ্রিল আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিউইয়র্কের কুইন্স হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কিডনি জটিলতাসহ একাধিক রোগে ভুগছিলেন এবং সপ্তাহে তিনবার ডায়ালাইসিস করতে হতো।

অধ্যাপক সিরাজুল হক ছিলেন একাধারে বর্ষীয়ান সাংবাদিক, শক্তিশালী ভাষাবিদ ও মানবিক চেতনাসম্পন্ন এক সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব। তিনি বরিশালের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই মাতৃ-পিতৃহীন হয়ে বেড়ে ওঠেন নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে, কিন্তু শিক্ষাজীবনে বরাবরই ছিলেন মেধার শীর্ষে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিএ অনার্স ও এমএ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন শহীদ বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই, ড. নীলিমা ইব্রাহিমসহ দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদরা।

সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চা তাঁর ছাত্রজীবনেই শুরু হয়। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি বরিশালের কামারখালী কলেজে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি বরিশাল ফেরার পথে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। তাঁর ডায়েরিতে বঙ্গবন্ধুসহ রাজনৈতিক নেতাদের নাম ও নম্বর পাওয়ায় সন্দেহের তীর তাঁর দিকে ছোড়া হয়, তবে অলৌকিকভাবে তিনি প্রাণে বেঁচে যান।

পরবর্তীতে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় সাংবাদিকতা শুরু করে 'দৈনিক জনপদ'-এ দীর্ঘকালীন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। তিনি ইংরেজি 'হোল ফ্যাক্ট', 'দি ডন', মাসিক 'অবজার্ভ' ও 'নিউজ লেটার'-এর প্রধান সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সাংবাদিক ইউনিয়নের শীর্ষ নেতৃত্বে থাকা অবস্থায় তিনি সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী ও আনোয়ার জাহিদের প্যানেল থেকে নির্বাচিত হয়ে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। সাংবাদিক ফয়েজ রশীদ, আতাউস সামাদ, নির্মল সেন, রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ, আমানউল্লাহ কবীরসহ বহু খ্যাতিমান সাংবাদিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত সাহিত্যিক ও কবি। শিশুতোষ সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী বহু বইয়ের রচয়িতা ও সম্পাদক তিনি। এ ছাড়া বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর অনুবাদগ্রন্থও রয়েছে। ইরানে তেহরান টাইমস ও রেডিও তেহরানের বাংলা বিভাগে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

সমাজসেবায় নিবেদিত, বন্ধুবৎসল, মানবিক ও সততার মূর্ত প্রতীক অধ্যাপক সিরাজুল হক তাঁর কর্মজীবনে বহু তরুণকে সাংবাদিকতা ও শিক্ষা পেশায় প্রতিষ্ঠিত হতে নিঃস্বার্থভাবে সহায়তা করেছেন।

পেশাগত কারণে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, গ্রিস, ইতালি, লিবিয়া প্রভৃতি দেশ সফর করেছেন। একবার প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিদেশ সফরেও তিনি সাংবাদিক প্রতিনিধি হিসেবে সঙ্গে ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি নিউইয়র্কে দীর্ঘদিন বসবাস করছিলেন তাঁর জামাতা কবি ও কমিউনিটি এক্টিভিস্ট সালেহ উদ্দিন ও বড় মেয়ে সাজিদা আখতার রেজভীনের সঙ্গে। অধ্যাপক সিরাজুল হকের মৃত্যুতে প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার মৃত্যুতে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মমিন মজুমদার গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তারা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে

TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES

রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA- ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office:
37-18-74th Street, 2nd Floor,
Jackson Height, NY 11372
Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office:
184-02 Hillside Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস

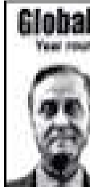

Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services
Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmangfs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer
Jamaica Hollis Office
Jackson Heights Office

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

## পর্দার আড়ালে কী ঘটছে!

১ পৃষ্ঠার পর

নিশ্চিত। এ বৈঠক নিয়ে গুঞ্জনের পাখা মেলেছে। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন নিয়ে জামায়াত, এনসিপি ও গণ অধিকার পরিষদের রহস্যজনক আচরণ অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এমতাবস্থায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলাতে চেষ্টা করছেন।

তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকের পর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের আভাস দেয়া হয় যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে। সেই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার লক্ষ্যে কোনও দিনক্ষণ চূড়ান্ত করার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। এটাই সরল অনুমান। বাস্তবে বিষয়টা অন্য কিছুও হতে পারে। নাও হতে পারে। কারণ ওয়ান ওয়ান বৈঠকের বৈশিষ্ট্য হলো, এতে দুই জনের কোনও একজন বিষয়বস্তু প্রকাশ না করলে কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

তবে পারিপার্শ্বিক কর্মকাণ্ডে কিছুটা অনুমান করা যায়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার যদি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন তবে অনুমান সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায়।

তারেক রহমানের নামে কোনও মামলা অবশিষ্ট নেই। তিনি কবে ফিরবেন তার কোনও দিনক্ষণ কেউ বলতে পারছে না। বিএনপি নেতারা বলছেন, উপযুক্ত সময়ে তিনি দেশে আসবেন। তিনি নিরাপত্তাজনিত হুমকির মধ্যে আছেন বলে বিএনপি'র কোনও কোনও নেতার দাবি। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই নাজুক। কোনও মানুষেরই নিরাপত্তা নেই। তার ওপর তারেক রহমান উচ্চঝুঁকির মানুষ হওয়ায় নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ থাকা স্বাভাবিক। জুলাইয়ে তিনি ফিরবেন বলে কেউ কেউ মনে করেন।

তবে অনেকের ধারণা, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করার পর পরই তারেক রহমান বাংলাদেশে ফিরবেন। তারেক রহমান বাংলাদেশে আসার দিনে ঢাকায় বিমানবন্দরে ২০ লাখ লোকের সমাগম ঘটবে বলে বলা হচ্ছে। এরিমধ্যে জিয়া পরিবারের অনেক সদস্যই ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তারেক রহমানের স্ত্রী জোবায়দা রহমান ভোটার হবার লক্ষ্যে নিবন্ধন করেছেন। খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শর্মিলী রহমান ২০২২ সালেই ভোটার হয়েছেন। জিয়া পরিবারের রাজনীতির উত্তরাধিকার ব্যারিস্টার জাইমা রহমানও রাজনীতিতে সক্রিয়।

জামায়াতে ইসলামী আবার নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন ফিরে পেয়েছে। তাদের দলীয় নির্বাচনী প্রতীক দাঁড়িপাল্লাও ফেরত পেয়েছে। জামায়াতে ইসলামের টার্গেট সংসদে প্রধান বিরোধী দল হওয়া। আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় ফাঁকা মাঠে গোল দেবার ব্যাপক প্রস্তুতি জামায়াতে ইসলামীর।

আওয়ামী লীগ আমলে দলটি নিষিদ্ধ হয়েছিলো। ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে নিবন্ধনও বাতিল করে নির্বাচন কমিশন। শেখ হাসিনার পতনের পর স্বাধীনতা বিরোধী খ্যাত জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন ঘটে। নিবন্ধন ফিরে পাওয়ার পর তাদের সামনে এখন ভোটের হিসাব নিকাশ। জামায়াতে ইসলামী এরিমধ্যে প্রায় প্রতিটি আসনে তাদের একক প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে।

ভোটের রাজনীতিতে নতুন দল ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) কতটা কী করতে পারে সেটা সামনে বোঝা যাবে। শেখ হাসিনার পতনের আন্দোলনে সম্মুখভাগে থাকা দলের তরুণ নেতারা ভোটে এককভাবে কিছু করতে পারা বিরাট এক চ্যালেঞ্জ। অনেকে মনে করেন, দলটি শেষ পর্যন্ত বিএনপি কিংবা জামায়াতের সঙ্গে জোট গড়তে পারে। কিংবা প্রথাগত রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ করে এককভাবে মাঠে নামতে পারে।

এনসিপি এখনও নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পায়নি। তবে দলটি নিবন্ধনের আবেদন জমা দিয়েছে। নিবন্ধনের আবেদনের জন্যে সকল ক্রাইটেরিয়া পূরণ করেছে। অর্থাৎ ১০০ উপজেলায় দলের কমিটি ও কার্যালয়, ২২ জেলায় কমিটি ও কার্যালয়, ১০০ উপজেলার প্রতিটিতে ২০০ ভোটারের সাক্ষর এবং দলীয় গঠনতন্ত্রসহ নিবন্ধনের আবেদন করতে হয়। এবার দেড়শ' মতো দল নিবন্ধনের আবেদন করেছে।

প্রতিবারই ২/৩টার বেশি দল নিবন্ধন পায় না। এনসিপি নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে শাপলা দেবার জন্য আবেদন করেছে। শাপলা জাতীয় ফুল হওয়ায় তা নির্বাচনী প্রতীক হওয়া উচিত নয় বলে অনেকে মন্তব্য করেন। তবে নির্বাচন কমিশন যেসব প্রতীক থেকে কোনও দল নির্বাচনী প্রতিকের জন্য আবেদন করতে পারে; সেই প্রতীকের তালিকায় সম্প্রতি শাপলাকে অন্তর্ভুক্ত করায় অনেকে ধারণা করছেন এনসিপি শাপলা পেতে পারে। তবে কেউ আদালতে এটা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করলে তা বাতিলও হতে পারে।

এনসিপি প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের আশির্বাদপুষ্ট রাজনৈতিক দল।

আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে কিনা সেটাও বড় প্রশ্ন। সরকার বারবারই বলছে, আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করা হয়নি। দলটির কর্মকাণ্ড স্থগিত করা হয়েছে। নিবন্ধনও স্থগিত আছে। অর্ন্তবর্তি সরকার এই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করলে আওয়ামী লীগ অনায়াসে ভোটে দাঁড়াতে পারবে। আওয়ামী লীগ সরাসরি ভোটে দাঁড়াতে না পারলে দলটির প্রার্থীদের কেউ কেউ স্বতন্ত্র দাঁড়াতে পারেন।

সরকার সম্প্রতি সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরুল হুদা এবং হাবিবুল আওয়ালকে গ্রেফতার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করেছে। হঠাৎ তাদের বিচার করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কেন সেটাও স্পষ্ট নয়। সব মিলিয়ে পরিস্থিতিতে এখনও যথেষ্ট নাটকীয়তা রয়েছে।

বিএনপি অনেকটা ধৈর্য ধারণ করে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের অপেক্ষায় আছে। নির্বাচন হলে বিএনপি ক্ষমতায় যাবে এতে কোনও সন্দেহ নেই। ফলে পরিস্থিতি খারাপ করার উষ্কানিতে বিএনপি সাড়া দিচ্ছে না। কিন্তু শেষ অবধি খেলার ফল বিএনপি পাবে কিনা তা একেবারে ১০০ ভাগ নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। কারণ মুহাম্মদ ইউনূস ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দেবেন এমন শতভাগ গ্যারান্টি কেউ দিতে পারছে না বিধায় রাজনীতির অন্দর মহলে ফিসফাস আছে।

## বিজয়ের মুকুট শাহানা হানিফের

১ পৃষ্ঠার পর

হানিফ। ইসরায়েল বিরোধী হিসাবে পরিচিতি পাওয়া শাহানা ব্রুকলিনের পার্ক স্লোপ, উইনসর টেরেস এবং কেনসিংটন এলাকা অন্তর্ভুক্ত ডিস্ট্রিক্ট-৩৯ এর প্রতিনিধিত্ব করেন। গত ২৪ জুন নির্বাচনে প্রায় ৭০ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনি মধ্যপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বী মায়া কর্নবার্গকে পরাজিত করেন। একই রাতে ব্রুকলিনের পার্ক স্লোপে তাঁর বিজয় উদযাপিত হয়।

শাহানার বাবা মোহাম্মদ হানিফ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা। তার পৈত্রিক নিবাস বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। শাহানা ২০২১ সালে প্রথম বাংলাদেশি ও মুসলিম নারী হিসেবে কাউন্সিলে প্রবেশ করেন। তার নেতৃত্বে সাশ্রয়ী আবাসন, শ্রমিক অধিকার ও শিক্ষা খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে সমর্থকদের আস্থা অর্জন করেন। তাই দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হওয়ার পথে ইহুদি প্রতিদ্বন্দ্বী মায়া কর্নবার্গকে পরাজিত করেন।

রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই ইসরায়েল-বিরোধী কার্যকলাপে সক্রিয় ছিলেন শাহানা। সামাজিক মাধ্যমেইন্তিফাদার আহ্বান সম্বলিত পোস্ট শেয়ার করা এবং শহরের কাউন্সিলে ইহুদিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আনা একটি প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন তিনি। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মায়া কর্নবার্গ মনে করেন সামাজিক ইস্যুগুলোর চেয়ে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত নিয়ে বেশি মনোযোগী তিনি। শাহানা বলেন, ভাড়া কমানো, সার্বজনীন শিশু পরিচর্যা ও পাড়া-মহল্লাকে বাসযোগ্য রাখাই আমার প্রধান চ্যালেঞ্জ। আগামী চার বছরে এ লক্ষ্য অর্জনে নিরলস লড়াই চালাবো।

## জাতীয় নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ে বৈঠক

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস সম্প্রতি ওয়াশিংটন ডিসিতে পররাষ্ট্র দপ্তরে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান ও উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টোফার ল্যানডাউয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে এক মন্তব্যে বলেন, উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণসহ বাংলাদেশের জন্য একটি সংকটময় মুহূর্তে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সমর্থন অব্যাহত রাখার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। বৈঠকে তাঁরা রোহিঙ্গা সংকট, বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান শুল্ক আলোচনা, দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তর নিয়েও আলোচনা করেন বলে জানা যায়।

## মেয়র পদে রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস

১ পৃষ্ঠার পর

মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামসের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। প্রাইমারিতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী নির্বাচনে উৎসব, উত্তেজনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও রিপাবলিকানদের একমাত্র প্রার্থী হিসাবেই প্রাইমারি জিতেছেন কার্টিস স্লিওয়া। সিটির পাঁচটি বরোর রিপাবলিকান দল এবং নিউ ইয়র্ক সিটি অর্গানাইজেশন অব পাবলিক সার্ভিস রিটায়ারিজ তাকে সমর্থন করেছে। স্লিওয়া অলাভজনক ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলস প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিউ ইয়র্ক সিটির একজন সমাজ কর্মী। তার প্রতিষ্ঠান জননিরাপত্তা, পরিবহন নিরাপত্তা, ক্রাইকার্ন হীপ সংস্কার, আবাসন এবং শিক্ষার মতো বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে। ব্রুকলিনে বেড়ে উঠা স্লিওয়া পোলিশ এবং ইতালীয় বংশোদ্ভূত একটি ক্যাথলিক পরিবারে জন্ম নেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি একটি জ্বলন্ত ভবন থেকে একটি পরিবারকে উদ্ধার করে শিরোনামে এসেছিলেন। তার এ সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসাবে তাকে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের সাথে দেখা করার জন্য হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

## সপ্তাহে ৫ হাজার ইমিগ্রান্টকে গ্রেফতার করছে আইস পুলিশ

১ পৃষ্ঠার পর

বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্যাটো ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, ২০২৫ সালের জুনের প্রথম দিকে, আইস এজেন্টরা প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩,৮০০ নিরাপরাধ অভিবাসীকে আটক করেছে। যা ২০১৭ সালের একই সময়ের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে ৩০৮ ছিল।

সামগ্রিকভাবে, জুনের শুরুতে ১ সপ্তাহে প্রায় ৫,০০০ অভিবাসী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। যা ২০১৭ সালের জুনের প্রথম সপ্তাহে ৮৫৬ ছিল। এর মধ্যে ৭৯% ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে যাদের কোনও অপরাধমূলক সাজা হয়নি। ক্যাটোর বিশ্লেষণ করা তথ্য থেকে আরও জানা যায়, ১-৯ জুনের মধ্যে আইসিই গ্রেপ্তারকৃতদের ৪৭%-এর বিরুদ্ধে কোনও দোষী সাব্যস্ততা বা কোনও বিচারাধীন অভিযোগ ছিল না।

এই তথ্য হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের কিছু কর্মকর্তার চলমান গ্রেপ্তার সম্পর্কে করা জনসাধারণের দাবির বিরোধিতা করে। উদাহরণস্বরূপ, ডিএইচএস মুখপাত্র ট্রিসিয়া ম্যাকলাফলিন সম্প্রতি লস অ্যাঞ্জেলেসে একজন দোষী সাব্যস্ত ধর্ষকের গ্রেপ্তারকে আইসিই বিপজ্জনক অপরাধীদের লক্ষ্য করে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ক্যাটো রিপোর্ট করেছেন যে একই সপ্তাহে লস অ্যাঞ্জেলেস এলাকায় আইসিই গ্রেপ্তারকৃতদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭২%) কোনও অপরাধমূলক দোষী সাব্যস্ততা ছিল না এবং ৫৯%-এর কোনও অপরাধমূলক ইতিহাস বা বিচারাধীন অভিযোগ ছিল না। এনবিসি নিউজ এর তথ্যানুসারে ১ অক্টোবর থেকে ৩১ মে পর্যন্ত আইস পুলিশ ১৮৫,০৪২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এর মধ্যে ৬৫,০৪১ জনের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক দোষী সাব্যস্ততা ছিল। সবচেয়ে সাধারণ দোষী সাব্যস্ততা ছিল অভিবাসন এবং ট্রাফিক অপরাধের জন্য। হেফাজতে থাকাদের প্রায় অর্ধেকের বিরুদ্ধে কোনও দোষী সাব্যস্ততা বা কোনও বিচারাধীন অভিযোগ ছিল না।


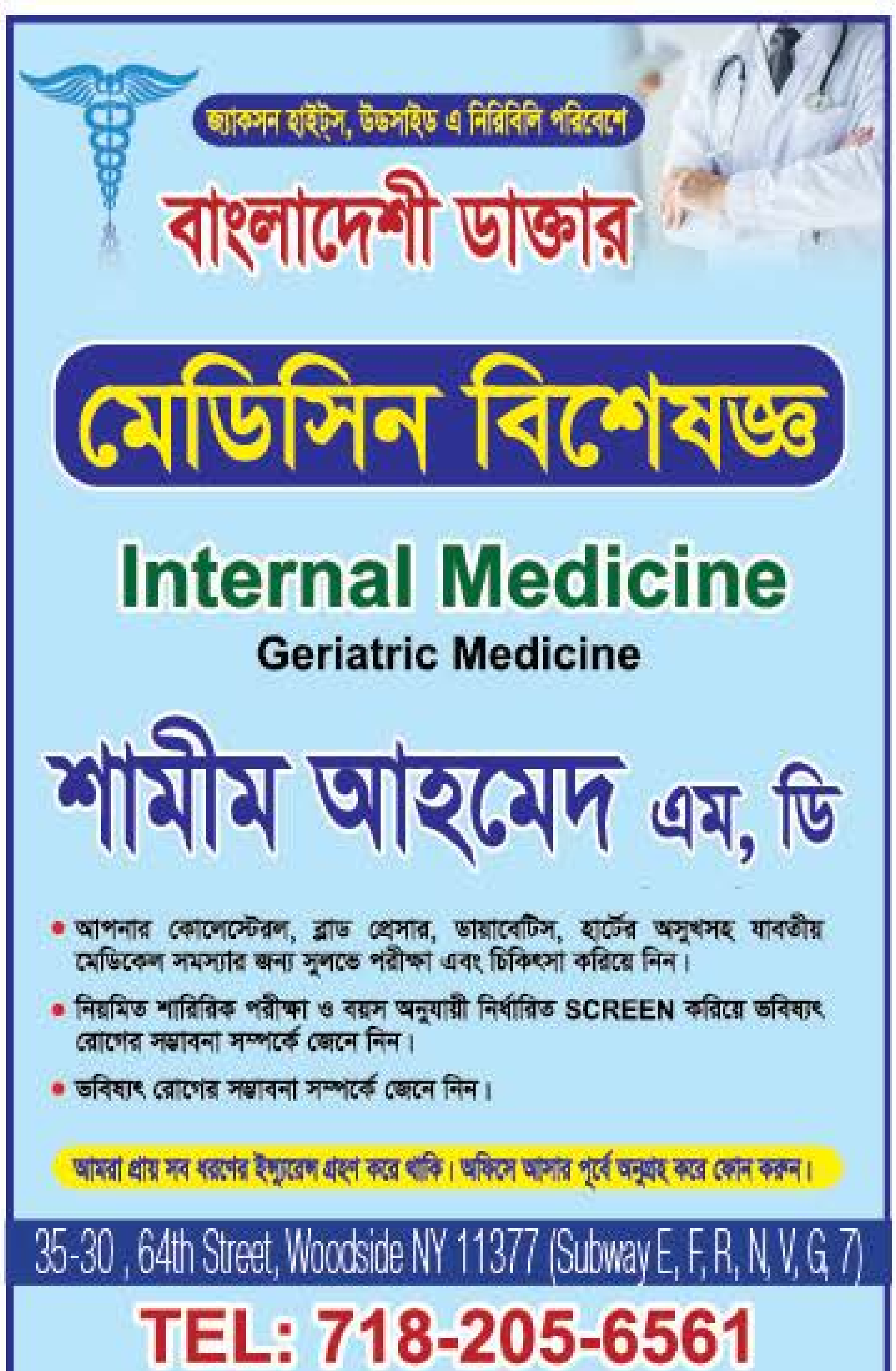

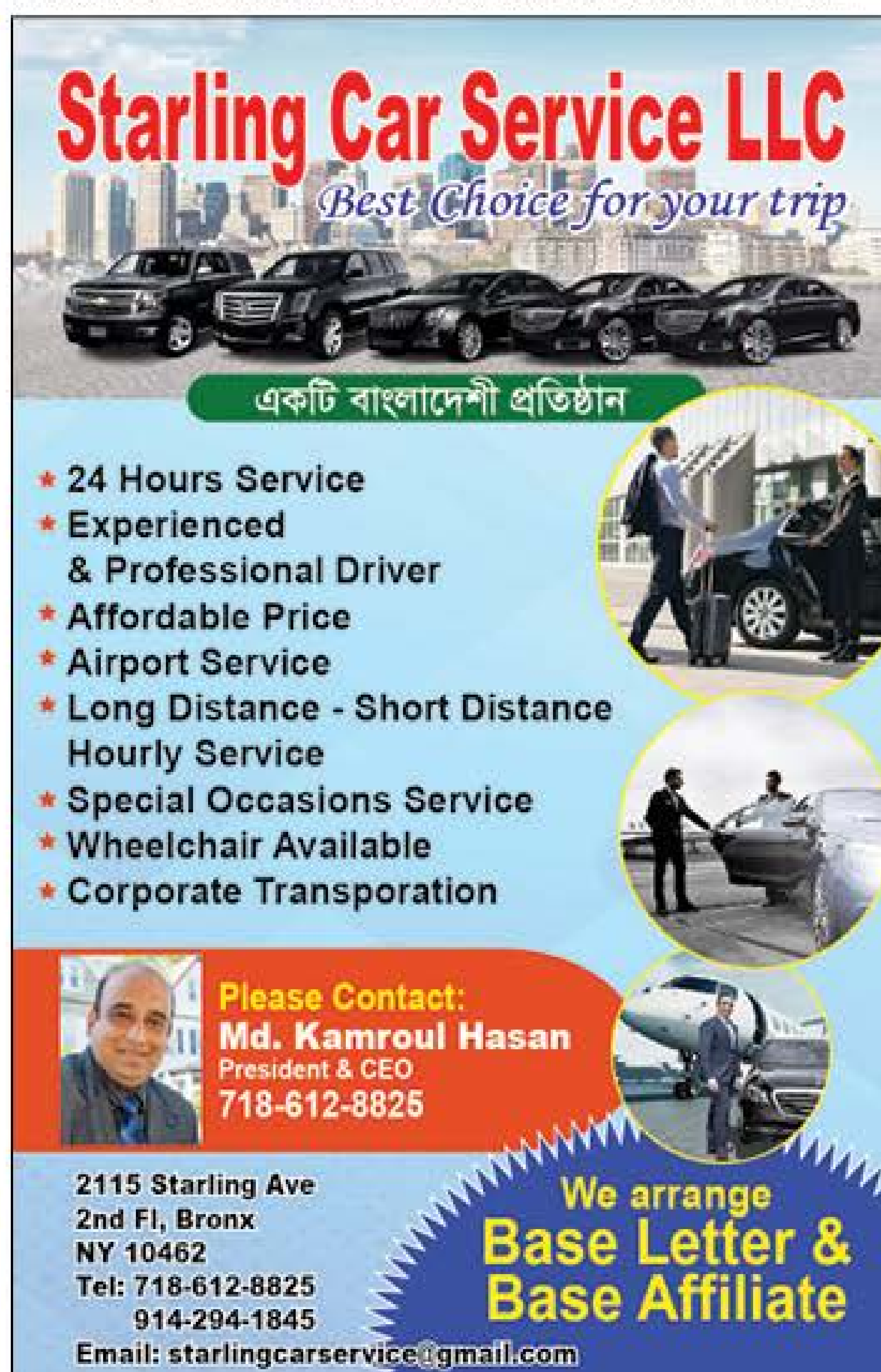

## মেয়র অফিসে অভিবাসী বিষয়ক আলোচনা

৩ পৃষ্ঠার পর

(ডিসিডব্লিউপি), ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিংস (ডিওবি) এবং মেয়রের অফিস অব ক্লাইমেট অ্যান্ড ইনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস (এমওসিইজে) যৌথ ভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদিকে মেয়র অফিস অব ইমিগ্রান্ট অ্যাফেয়ার্স-এর কমিশনার ম্যানুয়েল কাস্ত্রো বলেন, অভিবাসী কর্মীরা সবসময় শহরের কর্মশক্তির মেরুদণ্ড ছিলেন এবং থাকবেন। কর্মীদের তাদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত করে এবং সমস্ত কর্মক্ষেত্রকে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করা, এই শহরের জন্যই লাভজনক। আমাদের লক্ষ্য হলো সব অভিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যদের 'তোমার অধিকার জান' (নো ইউর রাইটস) ক্যাম্পেইন এবং অন্যান্য কর্মশালার মাধ্যমে অবহিত রাখা, যাতে তারা তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ব্যাপারে হালনাগাদ থাকতে পারে। মেয়রের অফিস অব ক্লাইমেট অ্যান্ড ইনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস-এর নির্বাহী পরিচালক এলিজা হাচিনসন বলেন, প্রতি বছর ৫০০ জনেরও বেশি নিউইয়র্কার তাপ-সম্পর্কিত অসুস্থতার কারণে প্রাণ হারান। যা ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার একটি দুঃখজনক এবং প্রতিরোধযোগ্য পরিণতি। জলবায়ু পরিবর্তন ত্বরান্বিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা রক্ষার জন্য আরও কিছু করতে হবে। ব্রঙ্কস এবং কুইন্সে পপ-আপ কুলিং স্টেশন স্থাপন করা, চরম তাপের সময় বাইরে কাজ করা কর্মীদের স্বস্তি প্রদান করবে। এটি ভবিষ্যতের নীতি এবং উদ্যোগগুলোকে আরও ভালভাবে অবহিত করতেও সাহায্য করবে। কনজুমার এ্যান্ড ওয়ার্কার প্রোটেকশন ডিপার্টমেন্ট-এর কমিশনার ভিলদা ভেরা মায়ুগা বলেন, শহরে নতুন কর্মীদের, বিশেষ করে যাদের তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন, তাদের সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা নিশ্চিত করা। প্রতিবেশীদের শিক্ষিত করতে সাহায্য করার জন্য এই গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন ভূমিকা রাখবে। ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিংস-এর সহকারী প্রধান কার্লোস সাভেদ্রা বলেন, নির্মাণ শিল্প শহরের অর্থনীতিতে একটি প্রধান ক্ষেত্র এবং ঐতিহাসিকভাবে নিউ ইয়র্ক সিটিতে অভিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য মধ্যবিত্ত চাকরি এবং সমৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। শহরের নিয়মকানুন যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে নির্মাণ শিল্পে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা প্রচারের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা সকল শ্রমিক এবং জনসাধারণকে নিরাপদ রাখতে সাহায্য করছে।

## লস অ্যাঞ্জেলেসে অভিযানের মুখে প্রতিবাদের নতুন ভাষা

৬২ পৃষ্ঠার পর

তাদের সদস্যদের সাথে সরাসরি কথা বলছিলেন বলে মনে হয়েছিল। তিনি বলেন, ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট এজেন্টরা আপনাদের রাস্তার সবাইকে স্তব্ধ করে রাখছে। আমরা আমাদের মাঠের সঙ্গে লড়াই করছি, আমাদের মাঠ রক্ষা করছি, আমাদের জনগণকে রক্ষা করছি।'

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে লস অ্যাঞ্জেলেস এলাকায় অভিবাসী গ্রেপ্তারকে আগ্রাসীভাবে জোরদার করার সময় ভিডিও ধারণ করা হয়। আইসিই-এর পাশাপাশি বর্ডার প্যাট্রোলের এজেন্টদের তাদের কর্মক্ষেত্রে লোকদের গ্রেপ্তার ও আটক করতে দেখা গেছে এবং ট্রাম্প ফেডারেল ভবন এবং গ্রেপ্তারকারী গার্ড অফিসারদের সুরক্ষার জন্য ন্যাশনাল গার্ড এবং মেরিন মোতায়েন করেছেন। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ গঞ্জালেজের মন্তব্যকে 'নিন্দনীয়' বলে অভিহিত করেছে এবং বলেছেন যে এই মন্তব্য ফেডারেল আইন এজেন্টদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান আক্রমণের অংশ।

সচিব নোয়েম স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে, 'আপনি যদি কোনও ফেডারেল অফিসারকে আক্রমণ করেন, তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আইনের পূর্ণ মাত্রা পর্যন্ত মামলা করা হবে।'

তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সান্তা বারবারা থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষায় দুটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন, যেখানে তিনি শিক্ষামূলক নেতৃত্বের ডক্টরেটও অর্জন করেন। গঞ্জালেজ লস অ্যাঞ্জেলেস ইউনিফাইড স্কুল জেলার জন্য এলএ এলাকায় শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেছেন এবং বর্তমানে পাইলট স্কুল সমর্থন ও উদ্ভাবনের পরিচালক।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আইন মেয়রের দেওয়া মন্তব্যগুলি তাঁর ব্যক্তিগত মতামতকে প্রতিফলিত করে এবং কুদাহি শহরের মতামত বা সরকারী অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে না। সিটি আর কোনও মন্তব্য করবে না।

## ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংস হয়নি

৩ পৃষ্ঠার পর

ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এর মধ্যে নাতানজ ছিল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। তবে ইরান এসব স্থাপনা পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করবে কিনা- তা স্পষ্ট নয়।

হোয়াইট হাউস এই মূল্যায়নের তীব্র বিরোধিতা করেছে। প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেন, এই তথাকথিত মূল্যায়নের ফাঁস একটি পরিকল্পিত অপপ্রচার। যার উদ্দেশ্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে হেয় করা এবং আমাদের সাহসী ফাইটার পাইলটদের সম্মানহানি করা। সবাই জানে, যদি ১৪টি ৩০,০০০ পাউন্ড ওজনের বোমা নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে ফেলা হয়, তাহলে সেটা সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটায়।

সাবেক এক কর্মকর্তারা বলেন, যদি ইরান দ্রুত পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে চায়, তবে তা হবে অপেক্ষাকৃত ছোট ও অপরিশুদ্ধ একটি বোমা। একটি ক্ষুদ্রাকৃতি ওয়ারহেড তৈরি করা আরও জটিল এবং সেই গবেষণার উপর কতোটুকু প্রভাব পড়েছে তা এখনো অজানা। বর্তমান ও সাবেক সামরিক কর্মকর্তারা আগেই সতর্ক করেছিলেন, ফরদো স্থাপনাটি যা একটি পাহাড়ের নিচে ২৫০ ফুট গভীরে অবস্থিত। তা ধ্বংস করতে একাধিক দিনের বিমান হামলার প্রয়োজন হবে। শনিবার মার্কিন যুদ্ধবিমান অন্তত দু'বার একই লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। বি-২ বোমারু বিমান ফরদোতে ১২টি জিবিইউ-৫৭ ম্যাসিভ অর্ডন্যান্স পেনিট্রেটর (এমওপি) বোমা ফেলে। এগুলোকে 'বাংকার বাস্টার' বলা হয়। আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক ব্যবস্থাপক ব্রায়ান কার্টার বলেন, বর্তমানে ছয়টি বড় আকারের গর্ত ফরদোর ওপরে দেখা যাচ্ছে।

প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নে দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দাবি যে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলো 'সম্পূর্ণ ধ্বংস' হয়েছে- তা অতিরঞ্জিত। কংগ্রেসে মঙ্গলবার হামলার বিষয়ে ব্রিফিং হওয়ার কথা থাকলেও তা স্থগিত করা হয়েছে। সিনেটররা বৃহস্পতিবার এবং হাউজ সদস্যরা শুক্রবার ব্রিফিং পাবেন। হামলার পর থেকে ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে উপদেষ্টাদের কাছে অভিযোগ করে যাচ্ছেন যে, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো হামলার সফলতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি করছে। তিনি বিভিন্ন কর্মকর্তার প্রকাশ্য বক্তব্যও ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন।

কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেন, পাঁচ পাতার এই গোপন রিপোর্টটি ছিল কেবল প্রাথমিক মূল্যায়ন এবং আরও বিশ্লেষণ আসবে যখন ইরান নিজে ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করবে ও আরও তথ্য সংগ্রহ করা হবে। একজন কর্মকর্তা বলেন, প্রশাসনের ভেতরে যে রিপোর্ট দেখানো হয়েছে তা 'মিশ্র', অর্থাৎ চূড়ান্ত মূল্যায়ন এখনো বাকি। তবে ডিআইএ'র রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, এই সাইটগুলো প্রত্যাশার চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ইরান এখনো তাদের অধিকাংশ পারমাণবিক উপাদান নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

ট্রাম্প ও হেগসেথ যদিও সাইটগুলো ধ্বংস হয়েছে বলে দাবি করেছেন, তবে জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন ছিলেন তুলনামূলকভাবে সংযত। তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল ইরানের পারমাণবিক অবকাঠামোকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করা। তিনি আরও বলেন, চূড়ান্ত ব্যাটল ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট অর্থাৎ যুদ্ধের পর চূড়ান্ত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এখনো বাকি। সেন্ট্রাল কমান্ডের সাবেক কমান্ডার জেনারেল জোসেফ ভোটেল বলেন, ব্যবহৃত অস্ত্র নিয়ে আমার আত্মবিশ্বাস ছিল যথেষ্ট। তবে কিছু উপাদান টিকে থাকবে, এটা অপ্রত্যাশিত নয়। এজন্যই আমরা ব্যাটল ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট করি। কারণ সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী গেলেও বাস্তবতার ভিন্নতা থাকতে পারে।

## 'আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছে সংগ্রামের জন্য'

৩ পৃষ্ঠার পর

মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন করেছিলাম অন্যায় ভাবে,জোরপূর্বক গায়ের জোরে ও মেটিকোলাস ডিজাইন ও মাষ্টার মাইন্ড এর মাধ্যমে মৌলবাদী শাসন দেখার জন্য। এর চেয়ে আমার মরণ অনেক ভাল ছিল।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ও বাফেলোর সাবেক ডিএস বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রদিপ রঞ্জন করের সভাপতিত্বে ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ক্যাপটেন (অবঃ)বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট ড.আবু বকর, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা সিনিয়র সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রমেশ চন্দ্র নাথ, বীরমুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রীচি,বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল খান আনসারী। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাংলাদেশ সোসাইটির অবপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দীন দেওয়ান, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ মোঃ বখতিয়ার আলী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক উপ প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল ইসলাম লিটন, আওয়ামী লীগ নেতা আকতার হোসেন, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা ইকবাল হোসেন, শেখ হাসিনা মঞ্চের সভাপতি ও আওয়ামী লীগ নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা জালাল উদ্দীন জলিল, শেখ হাসিনা মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ নেতা কায়কোবাদ খান, আওয়ামী লীগ নেতা আলী হোসেন গজনবী, আওয়ামী লীগ নেতা একে চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউল গনি আসাদ,নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আবুল কাশেম ভূঁইয়া, বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাখাওয়াত বিশ্বাস, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি নুরুজ্জামান সরদার, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ আহবায়ক শেখ জামাল হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, এডভোকেট সুখার, ফারুক, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সহ সভাপতি শফিকুল ইসলাম ও শাহ মাহিন এবং যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুমানা আক্তার প্রমুখ। সভায় বক্তাগণ বলেন,বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মুক্তির দূত।

গত ৭৬ বছরের আওয়ামী লীগের ইতিহাস নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ইতিহাস। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সকল অন্যায়-অবিচার ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার গৌরবময় ইতিহাসই আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য। বাংলাদেশের ইতিহাস আওয়ামী লীগের ইতিহাস।

আজ ও আগামিতেও আওয়ামী লীগ সেই ধারা অব্যাহত রাখবে। সবাইকে ৭৬তম জন্মদিনের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানান বক্তাগণ । আলোচনা সভার শুরুতে ১৯৫২'র মহান ভাষা আন্দোলন ,৬২, ৬৬ এর ৬ দফা, এগারো দফা শিক্ষা আন্দোলন ও স্বাধিকার আন্দোলন, ৬৯ এর গনঅভ্যুত্থান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৭১এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ৭৫'র ১৫ই আগষ্ট স্বপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,৭৫'র ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিসৃষ্ঠুর ভাবে জাতীয় চারনেতা হত্যাকান্ড ,২০০৪'র ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত এবং সকল স্বৈরাচার বিরোধী এবং সকল গনতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও আত্মত্যাগী বীর এবং সম্ভ্রমহারা আড়াই লক্ষাধীক মা-বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাড়িয়ে ১মিনিটকাল নিরবতা পালন করা হয়। সভাশেষে সবাইকে দৈশ ভোজে আপ্যায়ন করা হয়। রাত ১২টা ১ মিনিট ২৩ জুন ২০২৫,সোমবার ভোর রাতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিশাল কেক কাটার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি ড. প্রদীপ রঞ্জন কর।

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

KARNAFULLY
TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc
Approved

# কর্ণফুলি ট্রাভেল
আই এন সি.

**Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets**

## সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
## উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

## প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

### আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

**718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721**

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

**Web: www.karnafullytravel.com**

সাপ্তাহিক
সত্যের সন্ধানে আপোষহীন
ইনকিলাব
WWW.WEEKLYINQILAB.COM
WEEKLY INQILAB
আপনার পত্রিকা
সংগ্রহ করুন
এখন পাওয়া
যাচ্ছে সর্বত্র
ইনকিলাব এখন পাঠকের হাতের মুঠোয়
অনলাইনে খবর পড়ুন যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গা থেকে
www.weeklyinqilab.com
929-328-5971 | info@weeklyinqilab.com
86-11 101 Avenue, Ozone Park, NY-11416
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

## 'সিরাজুল আলম খান ইতিহাসের অংশ'

৬৪ পৃষ্ঠার পর

শাহাব উদ্দীন।

বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল বিশ্বাস, সিপাল কনসালটেন্ট মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ খান, গণকণ্ঠের সাংবাদিক মোহাম্মদ আনোয়ার খন্দকার, মোজাহিদ আনসারী, হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন, জাকির হোসেন বাচ্চু, মোহাম্মদ জামান তপন, নুরে আলম জিকু, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, আবুল হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুর রহিম প্রমুখ। এর আগে সভার শুরুতে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্মরণসভার আলোচনা পর্বে সিরাজুল আলম খানের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে বক্তারা বলেন, তিনি এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত শাস্ত্রে অনার্স পাশ করলেও সেই সময় কনভোকেশনাল মুভমেন্টে যোগদানের কারণে কারাবরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করায় মাস্টার্স সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি তার। তা সত্ত্বেও রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ছিল অসীম লেখাপড়া। সে কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানিত শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নিতেন। তিনি ছিলেন আজীবন দেশের মানুষ ও জনগণের জন্য একজন নিবেদিত প্রাণপুরুষ। রাজনৈতিক জীবন নিয়ে বক্তারা বলেন, ১৯৬৩ সালের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পদের পর তিনি আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে আসেননি। কিন্তু মূল সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সারাজীবন ছিলেন একজন অপ্রেমর রাষ্ট্রচিন্তক। সে কারণেই '৬৩ সালেই আব্দুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমদকে নিয়ে স্বাধীন বাংলার নিউক্লিয়াস গঠন করেন। তাদের নেতৃত্বেই '৬৬ সালের ছয় দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করতে পেরেছিলেন। তাদের চিন্তার কারণেই পাকিস্তানের আপোষকামী ধারা থেকে বেরিয়ে বাঙালির মুক্তির জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার ও মূল্যবোধ ইত্যাদি সংযোজন করে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে 'ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স' ঘোষণা করা হয়েছিল। তারা বলেন, স্বাধীনতার পর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য বৃটিশ আমলের দুর্নীতিবাজ আমলাতন্ত্রের পরিবর্তে দেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে একটি বিপ্লবী জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ সেদিন সিরাজুল আলম খানসহ তরুণ-মেধাবী ও সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের কথা না শুনে বৃটিশ পাকিস্তানের সেই প্রশাসন দিয়েই দেশ শাসন শুরু করলেন। বরং যারা এই প্রস্তাবনা করেন তারাই বঙ্গবন্ধুর বিরাগভাজন হন। সে কারণেই ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাসদের জন্ম হয়। পথহারা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ এবং জাসদের অস্থির রাজনীতির কারণেই স্বাধীনতার চুয়ান্ন বছর পরেও দেশকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর অনেক দেশ আমাদের পরে স্বাধীন হওয়ার পরও আজ অনেক উন্নত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ইতিহাস, ন্যূনতম প্রতিষ্ঠা হয়নি। দুর্নীতি, লুটপাট, বিদেশে টাকা পাচারের মাধ্যমে দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

সিরাজুল আলম খানের রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে বক্তারা বলেন, রাষ্ট্রচিন্তক সিরাজুল আলম খান জাতির স্বার্থে বিভিন্ন সময় লেখনীর মাধ্যমে জাতিকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের বুঝতে অসুবিধে অথবা হীনমন্যতার কারণে তার চিন্তাধারাকে আমলে নেয়া হয়নি। তা না হলে নব্বইয়ের দশকে প্রথম দিকে তিনি, রাষ্ট্র কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থা সম্বলিত ১৪ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- জাতীয় সংসদে দু'কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট (৩০০+২০০ মোট ৫০০ আসনের)। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য; সংবিধানের ৭০ ধারাসহ কালাকানুন বাতিল করে সংবিধান সংস্কার; বাংলাদেশকে ৭-৯টি প্রদেশে বিভক্ত করে আমলাতন্ত্র মুক্ত, নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা দেশ পরিচালনা করতে হবে। নির্বাচনকালীন সরকার, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন, স্থায়ী জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন, মাইক্রো ক্রেডিট এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের জন্য সিরাজুল আলম খানের প্রস্তাবনা পঁয়ত্রিশ বছর আগে ছিল। এর মধ্যে কিছু দফা বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঐকমত্য কমিশনের মাধ্যমে বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন।

সিরাজুল আলম খানের জীবনী পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন করার দাবি জানিয়ে বক্তারা বলেন, মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তার জীবনেও ভুল থাকতে পারে। কিন্তু আমরা জাতির স্বার্থে ভালো দিকগুলো আলোচনা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে পারি। তিনি জীবনে কখনো ভোগের রাজনীতি করেননি। জাতির সামনে ত্যাগের রাজনীতির এক আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন। ঢাকার সাধারণ একটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে মৃত্যু, কোনো বাড়ি-গাড়ি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, পরিবার-উত্তরাধিকার কিছুই রেখে যাননি। তার অছিয়ত অনুযায়ী কোনো শোকসভা নয়, পুষ্পমাল্য বা শহীদ মিনারে লাশের ডিসপ্লে নয়, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গার্ড অব অনারও চাননি। শুধু মায়ের একটা সাদা শাড়ি দিয়ে মুড়ে গ্রামের বাড়িতে মা-বাবার কবরের পাশে যেন পুঁতে দেয়া হয়। তাই হয়েছে। এইসব ক্ষণজন্মা মানুষের জীবনী আমাদের স্কুল, কলেজ, পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন করা একান্ত জরুরি। তবেই আগামী প্রজন্ম খাঁটি দেশপ্রেমিক হয়ে গড়ে উঠবে।

ESTD 2017
Tribune Training Academy
Workplace Safety Training School
40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার
হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling
NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

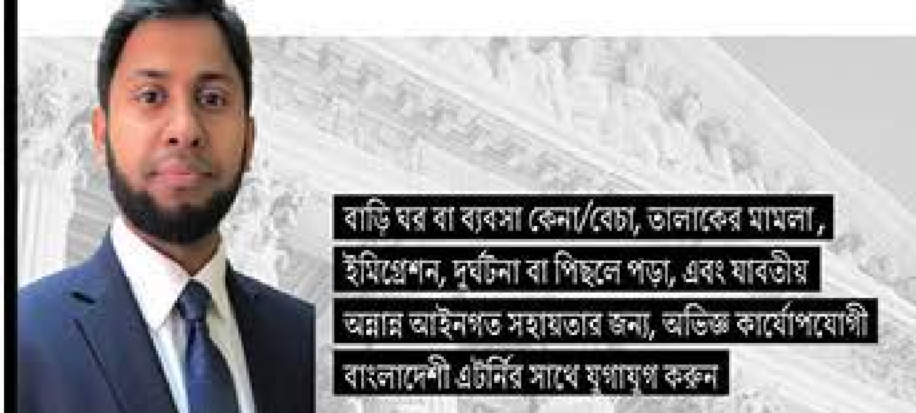

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন
নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243
37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
ATTORNEY ADVERTISING

# পাইরেসি দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

আজকাল বিনোদন

রায়হান রাফী পরিচালিত ও শাকিব খান অভিনীত 'তাণ্ডব' সিনেমা মুক্তির কয়েকদিন পরেই পাইরেসির কবলে পড়ে। এ অভিযোগে মামলা করেন প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিল। এমনকি তার অভিযোগ করা মামলায় গ্রেফতার হয় তিন আসামি। তাদেরকে রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত। এবার বিষয়টি নিয়ে ঢালিউডের শীর্ষ নায়ক শাকিব খান বলেছেন, বাংলা সিনেমা আজ পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বাংলা সিনেমা সম্মানের সঙ্গে পুরো বিশ্বে চলছে। সেই জায়গা নষ্ট করে দিতে একটি কুচক্রী মহল উঠে পড়ে লেগেছে। অর্থাৎ যে সিনেমাটা ভালো চলছে সেটাকে টার্গেটে নিয়ে পাইরেসি করা হচ্ছে। আমি বলব, 'এটা শুধু সিনেমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নয়, এটা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।' গত ২২ জুন রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর সনি সিনেপ্লেক্সে আয়োজন করা হয় 'তাণ্ডব' সিনেমার বিশেষ শো। সেখানে উপস্থিত হয়ে এসব কথা বলেন এই নায়ক। সিনেমার শুরুর আগে শাকিব বলেন, "সেই জাতি সবচেয়ে বেশি উন্নত থাকে যে জাতি সাংস্কৃতিক দিক থেকে এগিয়ে যায়। আমাদের সিনেমা ও কৃষ্টি কালচার নিয়ে যখন এগিয়ে যাচ্ছি, ঠিক তখনই আমাদের সিনেমা পাইরেসি করে দেয়া হচ্ছে। 'বরবাদ' সিনেমার ক্ষেত্রে আমরা সেটা দেখেছি। 'তাণ্ডব' সিনেমার ক্ষেত্রে আরও আগে পাইরেসি করে দেয়া হলো।" 'তাণ্ডব' পাইরেসি হলেও প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দর্শক সিনেমাটি এখনো দেখছে। এজন্য দর্শক ও প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাতে ভুললেন না শাকিব।

তিনি বলেন, 'আমি দেশের সিনেমাপ্রেমীদের ধন্যবাদ জানাই। কারণ, পাইরেসি হওয়ার পরও তারা হলে গিয়ে সিনেমাটি দেখছেন। এখনও আমাদের সিনেমাটি হাউসফুল যাচ্ছে।' এটা দর্শকদের এক ধরনের সংগ্রাম। সিনেমা বাঁচাতে প্রত্যেকটি মানুষকে সোচ্চার হয়ে পাইরেসির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।' এদিন বিশেষ শোতে উপস্থিত ছিলেন 'তাণ্ডব' সিনেমার নির্মাতা রায়হান রাফি, প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিল, রেদওয়ান রনি অভিনয়শিল্পী গাজী রাকায়েত, ফজলুর রহমান বাবু, সাবিলা নূর, এ কে আজাদ সেতু, সালাহউদ্দিন লাভলু, সুমন আনোয়ার, মুকিত জাকারিয়া।

## 'তাণ্ডব'কে পেছনে ফেলল 'উৎসব'?

আজকাল বিনোদন

মুক্তির তৃতীয় সপ্তাহেও চমক দেখাচ্ছে তানিম নূরের 'উৎসব'। প্রেক্ষাগৃহে দর্শক ভিড় যেন কমছেই না, বরং বেড়েই চলেছে। মাত্র ১৬ দিনেই তারকাবহুল এ সিনেমাটির টিকিট বিক্রি হয়েছে ২ কোটিরও বেশি। যা নিয়ে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত সিনেমাটির পরিচালক। শুধু তাই নয়, এবার ঈদে মুক্তি এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

## 'বেহুলাকন্যা' সুচন্দার সময় কেমন কাটছে

আজকাল বিনোদন

ঢাকাই সিনেমার কিংবদন্তি অভিনেত্রী কোহিনুর আক্তার সুচন্দা। লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনে বন্দি একসময়ের দারুন ব্যস্ত এ অভিনেত্রীর এখন সময় কাটে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। সিনেমাপর্দা থেকে দূরে আছেন বহু বছর। পারিবারিক কাজের পাশাপাশি কিছু অনুষ্ঠানে অবশ্য অংশ নেন। তবে সময়টা নিজ বাসাতেই কাটাতে ভালোবাসেন তিনি।

ঢাকাই সিনেমায় নন্দিত একটি নাম কোহিনূর আক্তার সুচন্দা। ১৯৭০ ও ৮০-এর দশকে অনেক ব্যবসা সফল সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি গড়েছেন এক স্বতন্ত্র পরিচয়। তার অভিনয়ের স্বতন্ত্রতা ও দক্ষতা বাংলাদেশের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিকেও সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা সিনেমার সঙ্গে সুচন্দার গোটা পরিবার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার আপন দুই বোন ববিতা ও চম্পা- দুজনও সমৃদ্ধ করেছেন ঢাকাই সিনেমাকে। ব্যক্তিজীবনে সুচন্দা এ দেশের কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হানের সহধর্মিণী।

১৯৬৪ সালে প্রখ্যাত অভিনেতা কাজী খালেকের একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রথম কাজ সুচন্দার। ১৯৬৬ সালে সুভাষ দত্ত পরিচালিত এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

## আমি এখনো বিয়েতে বিশ্বাস করি : শ্রাবন্তী

আজকাল বিনোদন

টালিউডের জনপ্রিয় শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের কাজের থেকেও তার বিয়ে-ডিভোর্স তথা ব্যক্তিগতজীবন নিয়ে নেটিজেনদের চর্চা যেন বেশিই শোনা যায়। তিনবার ভেঙেছে বিয়ে। কিন্তু ভালোবাসায় ভরসা রাখেন অভিনেত্রী। সম্পর্কের প্রতি তার বিশ্বাস এখনো অটুট রয়েছে। এমনকি বিয়েতে এখনো বিশ্বাস রাখেন তিনি। এবার সে কথাই বললেন শ্রাবন্তী।

সম্প্রতি ফিতার এফএমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, আমি এখনো বিয়েতে বিশ্বাস করি। কারণ আমি আমার বাবা-মাকেও দেখেছি। আমি মনে করি, যারা বিয়ে করছেন, তারা ভালো থাকুন। তাদের যেন একে অপরের প্রতি স্বচ্ছতাটা বজায় থাকে। কেন বিয়ে করবে না? এটি তো আমরা বহু বছর ধরে দেখে আসছি।

শ্রাবন্তী আরও বলেন, একটাই জীবন, তাই লোকে কী বলছে না বলছে, সেটি দেখে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। নিজের মন যেটি বলছে, যেটি করলে আপনার ধারণা আপনার ভালো হবে, সেটিই করা উচিত। কারণ কেউ পুরোপুরি কারও জায়গাটা অনুভব করতে পারবে না। তাই নিজেকেই নিজের ভালোবাসা উচিত সবার আগে।

যদিও কেন বিয়ে, প্রেম কিংবা সংসার করা নিয়ে সেভাবে কোনো কথা বলেননি অভিনেত্রী। পুরো ফোকাস বর্তমান কাজ নিয়ে। কিন্তু নায়িকার কোনো বৈবাহিক সম্পর্কই স্থায়িত্ব হয়নি। কোথায় তবে ভুল ছিল? এমন প্রশ্নের উত্তরে শ্রাবন্তী বলেন, আমার যেটি ভুল ছিলড় আমি জীবনে ভুল মানুষ বেছে নিয়েছিলাম, যেটি হয়তো এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

## গিটারিস্টের সঙ্গে পরকীয়ায় বিচ্ছেদ কনার, গুঞ্জন তুঙ্গে!

আজকাল বিনোদন

এক গিটারিস্টের প্রেমে পড়ায় ছয় বছরের সংসার জীবনের ইতি টেনেছেন কণ্ঠশিল্পী দিলশাদ নাহার কনা।

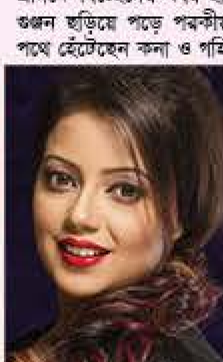

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমনই গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে ঝড়ের গতিতে।

বুধবার দিবাগত রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রথম নিজের বিবাহ বিচ্ছেদের খবর জানিয়ে একটি স্ট্যাটস দেন কনা। সেখানে তিনি জানান, স্বামী গোলাম মোহাম্মাদ ইফতেখার গহিনের সঙ্গে গত ১৬ জুন বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়েছে তার।

এ ফেসবুক পোস্টের পর গহিন ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাসের মাধ্যমে জানান, তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি। পরে অবশ্য কনার স্বামী সে স্ট্যাটাস মুছে দেন। এ দম্পতির ঘনিষ্ঠজনরা বলছেন, সংসার টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন গহিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হয়নি। এদিকে বিচ্ছেদের খবর ছড়িয়ে পড়লে শোবিজ দুনিয়ায় গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে পরকীয়ার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের পথে হেঁটেছেন কনা ও গহিন।

বর্তমানে এক গিটারিস্টের প্রেমে পড়েছেন কনা। যে কারণে ৬ বছরের সংসার জীবনের ইতি টেনেছেন সংগীতশিল্পী। গিটারিস্টের নাম মো. শাহরিয়ার সাঈদ শুভ্র। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রেম গড়ে ওঠায় গহিনের সঙ্গে বিবাহিত জীবন থেকে সরে দাঁড়ান কনা।

এ গুঞ্জন প্রসঙ্গে কণ্ঠশিল্পী কনার সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তার কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ সাত বছর প্রেম করার পর ২০১৯ সালের ২১ এপ্রিলে ব্যবসায়ী গোলাম মো. ইফতেখার গহিনকে বিয়ে করেন দিলশাদ নাহার কনা। তাদের দীর্ঘ ৬ বছরের সংসারে কোনো সন্তান নেই।

## কনার বিচ্ছেদ : ন্যান্সির ব্যঙ্গ

### আর প্রভার নিরব মানবিকতা

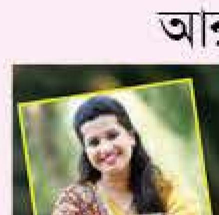

আজকাল বিনোদন

হঠাৎ করেই ভক্তদের হৃদয়ে দুঃসংবাদ হয়ে হাজির হলেন দেশের জনপ্রিয় গায়িকা দিলশাদ নাহার কনা। ছয় বছরের বৈবাহিক জীবনের ইতি টেনে নিজের বিচ্ছেদের কথা জানালেন ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক আবেগভরা বার্তায়। লিখলেন, আমি আপনাদের ভালোবাসার কনা। জন্ম, মৃত্যু, বিয়েগুলবই আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে।

এই বাক্যেই যেন ধরা ছিল তার যন্ত্রণা, আত্মসমর্পণ আর অপার এক শূন্যতা।

কনার এই স্ট্যাটাসের ঠিক এক ঘণ্টা পর, রাত ১২টার দিকে সামাজিক এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

# আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বনভোজন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অংশ নিয়ে অনেকেই স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। প্রবাস জীবনে কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে এমন সুযোগ আসায় অনেকেই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেন গত ২১ জুন শনিবার। নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থান থেকে আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্যরা তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে উপস্থিত হতে থাকেন লংআইল্যান্ডের সানকিন মেডো স্টেট পার্কে। পাশাপাশি অতিথিরা আসেন। চারপাশে সবুজে ঘেরা পরিবেশে এসে অনেকেই বিশাল প্যাভেলিয়ান ছেড়ে গাছের নিচে আড্ডায় মেতে উঠেন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বাংলা খবরের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আল আমিন রাসেলের সৌজন্যে নাস্তা খাওয়ার পালা। চমৎকার আবহাওয়ার মধ্যে চলে নাস্তা খাওয়ার পালা। ক্লাব কর্মকর্তা-সদস্য ও অতিথিদের নিয়ে ফিতা কেটে আকর্ষণীয় এ ইভেন্টের উদ্বোধন

করেন প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত ওসমান রচি। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান কার্যনির্বাহী সদস্য দর্পণ কবীরের উপস্থাপনায় বনভোজনের বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়। বনভোজনের আহ্বায়ক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক বনভোজনের নানা বিষয় নিয়ে বর্ণনা করেন। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন ক্লাবের অ্যাডভাইসার প্রেসিডেন্ট ও বনভোজন কমিটির সমন্বয়ক মনজুরুল হক। দুপুরের খাবারের আগে শিশুদের বিভিন্ন খেলায়

প্রতিযোগিতা ছিল। এরিমধ্যে ক্লাব সদস্য তাপস কুমার সাহার কাছ থেকে ক্লাব সদস্যরা বনভোজনের জন্য তৈরি টি-শার্ট ও ক্যাপ গ্রহণ করেন। এরপর নানান ধরনের আইটেম দিয়ে দুপুরের খাবার। খাবার পর্ব শেষ হতেই আকর্ষণীয় সঙ্গীত পরিবেশনা। শিল্পী শাহ মাহবুব ও নান্টু আনন্দ মাতিয়ে তোলেন বনভোজনে আগতদের। আশপাশের বিভিন্ন স্পট থেকে ভিনদেশিরাও ছুটে চলে আসেন প্যাভিলিয়নে। তারা গানের সাথে নেচে আনন্দ প্রকাশ করেন।এসময় মঞ্চে প্রবেশ করে বক্তব্য রাখেন সহেক সভাপতি মোহাম্মদ সাইদ। এরপর শুরু হয় সদস্যদের ফুটবল দিয়ে গোলপোস্টে গোল দেয়ার প্রতিযোগিতা। অনেক অতিথিরাও এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। পাশাপাশি নারীদের আকর্ষণীয় পিলো পাসিংয়ে অংশ নেন সদস্য ও অতিথিরা । মশিউর রহমান মজুমদারের নেতৃত্বে খেলাগুলো পরিচালনায় অংশ নেন মোহাম্মদ সাইদ, অর্থ সম্পাদক মল্লিকা খান মুন্না এবং সদস্য সীমা সুস্মিতা। খেলা পর্ব শেষে পরিবেশন করা হয় মুরগির বারবিকিউ ও মুড়ি । পাশাপাশি কাঁচা আমের ভর্তা ও মুড়ি ভর্তা রকমারি মুখরোচক খাবারের আয়োজনে মুগ্ধ আগতরা। খাবার পরিবেশনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন ক্লাবের কার্যকরী পরিষদের সদস্য শামীম আহমেদ, সদস্য দীপক কুমার আচার্য ও খোরশেদ আলম রিংকু। বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির সভাপতি মোস্তফা জামাল টিটু, শামসুল আলম লিটন, নিতাই দাস ও আরো কয়েকজন। বনভোজনে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম , বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ঢাকা এসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল হোসেন, ওগাডার অনারারী কন্সাল জেনারেল আকুল হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সোহাগ খান , এক্টিভিস্ট আব্দুর রশিদ বাবু, ব্যবসায়ি সোহেল গাজী প্রমুখ।

বনভোজনের মূল আকর্ষণ ছিল র‍্যাফেল ড্র। র‍্যাফেল ড্র শুরুর আগে লটারির টিকেট বিক্রির কার্যক্রমে নামেন ক্লাবের সদস্য এস.এম. সারোয়ার হোসেন। এরআগে বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ক্লাব সভাপতি শওকত ওসমান রচি এবং ক্লাব কর্মকর্তারা।

র‍্যাফেল ড্রতে (লটারী) স্টার ফার্নিচার এর সৌজন্যে প্রথম পুরস্কার বেডরুম সেট পেয়েছেন প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ। প্রথম পুরস্কারের মূল্য আড়াই হাজার ডলার। দ্বিতীয় পুরস্কার স্বর্ণের চেইন দিয়েছেন নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ইনকিলাব পত্রিকার সম্পাদক জাহিদ আলম , এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস এর কর্ণধার নজরুল ইসলামের সৌজন্যে ৩য় পুরস্কার ল্যাপটপ, শাহ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শাহ জে চৌধুরীর সৌজন্যে ৪র্থ পুরস্কার ল্যাপটপ, উৎসব ফটকম এর কর্ণধার রায়হান জামানের সৌজন্যে ৫ম পুরস্কার আপেল ওয়াচ, এটর্নি অশোক কর্মকার এর সৌজন্যে ৬ষ্ঠ পুরস্কার আপেল ওয়াচ। এ ছাড়া আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের এবারের বনভোজন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময় নিয়মিতভাবে এই প্রেসক্লাবকে সহযোগিতা করার জন্য দু'জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীকে সম্মানিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। তারা হচ্ছেন গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ এবং স্টার ফার্নিচার এর সিইও রফি আলিয়ান। বনভোজনে রফি আলিয়ানের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন ক্লাব সভাপতি ও কর্মকর্তারা।

# জ্যামাইকায় 'পিঠা ঘর'র শুভ উদ্বোধন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

কাজে লাগাতে এবং বছরব্যাপি এই পিঠা মানুষের হাতে পৌঁছে দিতে জ্যামাইকার ১৬৩-০৮ হিল সাইডে যাত্রা শুরু হলো "পিঠা ঘর" নামে একটি প্রতিষ্ঠান। গত ২২জুন রোববার এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী

সি-এন-টি হোম কেয়ারের স্বত্বাধিকারী জেমস হোসাইন উপস্থিত থেকে প্রতিষ্ঠানের শুভ যাত্রা শুরু করেন। এ সময় তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে "পিঠাঘর" এর প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার তরিকুল হায়দার চৌধুরীর এই উদ্যোগের ভূয়সি প্রশংসা করেন । তিনি বলেন, বাঙালীর প্রিয়, এই রকমারি খাবারটি বার মাস সবার কাছে পৌছে দেয়ার মাধ্যমে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করা একটি মহতি উদ্যোগ। আমি এই প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি। সেই সাথে প্রবাসী সকল পিঠা প্রেমিকদের এখানে এসে নানা রকমের সুস্বাদু পিঠার স্বাদ নিতে আহ্বান জানাচ্ছি।

পিঠা ঘরের কর্ণধার তরিকুল হায়দার চৌধুরী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা রকমারি সুস্বাদু ও টাটকা পিঠা ও মিষ্টি সরবরাহ করতে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বন্ধু-বান্ধব ও স্বপরিবারে কোলাহলমুক্ত ও সুন্দর পরিবেশে পিঠা ও মিষ্টির স্বাদ নিতে সবাইকে তার স্টোরে আসার আমন্ত্রণ জানান। এদিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শাবান মাহমুদ, ইয়াহিন কবির জয় এবং সাপ্তাহিক আজকাল পত্রিকার মার্কেটিং ম্যানেজার আনিসুর রহমান (আনিস), এবিসি সোশ্যাল এক্টিভিস্ট এর মিঃ মিঠু, ভেভিট গোমেজ, পল গোমেজ, মাইকেল গোমেজসহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন, নিউ ইয়র্ক জ্যামাইকার জামিয়াতুল উলুম এর খতিব মোঃ ইব্রাহিম খলিল।

# ড. ইউনূস মৌলবাদীদের গুরু : তসলিমা নাসরিন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বাড়ির আঙিনায় একাত্তরের প্রহরি, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, বঙ্গবন্ধু পরিষদ-সহ জয় বাংলা স্লোগানে বিক্ষুদ্ধ প্রবাসীদের জিজ্ঞাসী এক সমাবেশে কবি-লেখক-ঔপন্যাসিক-শক্তিমান কলামিস্ট তসলিমা নাসরিন উদাত্ত কন্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'আমি ধন্য হয়েছি এখানে এসে। ড. নুরুন নবী ভাইকে আমার শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা। বকুল আপার জন্যেও আমার অনেক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা এত গুণিজনের মধ্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে। সেই বইমেলায় (বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা) দেখা হয়েছিল, আজ আবার দেখা হলো অনেকের সঙ্গে। এবং যে কথা বলা হয়েছে যে, এখানে আমরা সবাই ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবো। এই কর্মসূচির সাথে আমার একশত ভাগ সমর্থন আছে। আমি লিখছি, আমি প্রতিবাদ করছি এই জিহাদি সরকারের বিরুদ্ধে। আমি বলি এটি মৌলবাদিদের গুরু, একে না সরালে দেশের কোন উন্নতি হবে না। আমরা সবাই মিলে সেই প্রতিবাদ করলে সেটির জোর অনেক

বেশী থাকে। আজকের দিনে এখানে জড়ো হয়ে আমরা সবাই আনন্দ করলাম, সবার সঙ্গে দেখা হলো, খাবার-দাবার হলো। আবারো বকুল আপা ও নবী ভাইকে ধন্যবাদ এত সুন্দর খাবার আয়োজন করার জন্য। এবং এটা স্মৃতি হিসেবে থাকবো যদি আমরা একটা ভালো উদ্যোগ নেই এই অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্যে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন , আবার দেখা হবে'। ২২ জুনের এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারির প্রায় সকলেই ছিলেন গত ২৪-২৫ মে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা'র নেপথ্য সংগঠক। সমাবেশের পর নিজের ফেসবুকে তসলিমা লিখেছেন, 'আজ শ্রদ্ধাভাজন নুরুন নবী আর জিনাত বকুলের

বাড়িতে কেটেছে সুন্দর একটি দিন। সারাদিন কেটেছে গান, কবিতা, খাওয়া, আর আড্ডায়। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, জয় বাংলায়, ধর্মনিরপেক্ষতায়, নারীর সমানাধিকারে, মানবাধিকারে, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করা মানুষ।' তসলিমা নাসরিন অনুষ্ঠানের মধ্যমণি থাকলেও বইমেলার উদ্বোধনকারি কেয়া বেগ ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধার আসনেই। উঁচুতি বন্ধুর সমন্বয়ে বাচিক শিল্পী গোপন সাহার সাবলিল উপস্থাপনায় কম্যুনিটি ব্যক্তিত্ব, কবি-লেখক-কলামিস্ট আর সমাজ-সংগঠকেরা সকলেই বাংলাদেশে চলমান অন্যায়-অবিচার আর বিচারের নামে প্রহসনে নিন্দা-প্রতিবাদ জানান। বহুজাতিক এ সমাজে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিবাদের এ সংকল্পকে বাস্তবায়িত করা নিয়েও কথা বলেন।

UB GROUP
US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.
Chandan Gupta
President
347-239-3408
Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250
Authorized IRS e-file Provider
One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com
Services . Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড
লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।
শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে
সহযোগীতা প্রদান করা হয়
Fazle Shohag Khan
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
ASYLUM Cases
Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
Family Petition
Deportation
Cancellation of Removal
Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
Appeals
All other immigration matters
Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214
Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
C&A
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার হিলসাইডে অভিজ্ঞ ও নির্ভুল
ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান
IRS e-file
নুসরাত জেরিন
CALL: 917-436-0954
সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্ন
কম সময় এবং নূন্যতম ফি
ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন
কন্সালটেশন, নোটারী পাবলিক
নির্ভুল, ঝামেলামুক্ত ও সঠিক ট্যাক্স ফাইলিংসহ
যাবতীয় কাজ এর জন্য যোগাযোগ করুন।
168-47 Hillside Avenue (FL2)
Suite B, Jamaica, NY 11432
718-480-6904, 917-436-0954
Email: globalnusrat@gmail.com

# ব্রুকলিন পথমেলায় অপমানিত সংগীত শিল্পীরা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অথচ বক্তৃতা দিয়েছেন শতাধিক নেতা।

মেলা মঞ্চে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়নের দৌড়ে থাকা (প্রাইমারিতে ২৪ জুন বিজয়ী) স্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বার জোহরান মামদানি, সিটি কাউন্সিল মেম্বার শাহানা হানিফ, জোনাকির চেয়ারপারসন ও আজকাল সম্পাদক শাহনেওয়াজ, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিম, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ এবং কাজী আজম, আব্দুল কাদের মিয়া ফাউন্ডেশনের সভাপতি মো. কাদের মিয়া, সমাজকর্মী ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ফজলুল হক এবং মো. জাফরউল্লাহ।

চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে এটি ছিল ১৫তম পথমেলা। মেলার উদ্বোধন করেন লায়ন ফজলুল কাদের। প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিশিষ্ট নির্মাণ ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি শামসুদ্দিন আজাদ। এ সময় মেলার আয়োজক সংগঠনের সভাপতি রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারি, সেক্রেটারি মইনুল আলম বাক্কী, মেলা কমিটির আহবায়ক মামুন উর রশীদ, সদস্য সচিব আনোয়ারুল আজিম, প্রধান সমন্বয়কারী আবুল হাসান মহিউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

সকালে বৃষ্টি হলেও দুপুর থেকে খরতাপ আর অসহনীয় গরমে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন সে ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল। নিরাপত্তার জন্যে নিউইয়র্কের বেশ কয়েক ডজন পুলিশ ছিল সার্বক্ষণিকভাবে।

মেলামঞ্চে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদানের ফাঁকে ফাঁকে জনপ্রিয় শিল্পী রানো নেওয়াজ, শাহ মাহবুব, অনিক রাজ, লিপীমা শশী, কামরুজ্জামান বকুল, নাজু আখন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। মঞ্চের পরিবেশনায় ছিলেন আশরাফুল হাসান ও শারমিনা সিরাজ সোনিয়া।

মেলামঞ্চে সমাজকর্মে বিশেষ অবদানের জন্যে মো. কাদের মিয়া, জাফরউল্লাহ, নুরুল আজিম, ফিরোজ আহমেদ-সহ অনেককেই সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মেলায় ৫ ডলারের লটারির টিকিটের প্রথম পুরস্কার ছিল সেডান কার। আরো পুরস্কারের মধ্যে ছিল সোনার চেইন, লকেট, এলইডি টিভি, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ইত্যাদি।

Video & Photo
PRODUCTION
SERVICES

DFC TV
DREAM FRAME CREATIVE

- Brand Videos
- Event Coverage
- Product Demos
- Corporate Videos
- Video Editing

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার?
আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!

আমাদের সেবাসমূহ:
ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন)
কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও
সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট
লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube)
ডকুমেন্টারি

ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও
–সবকিছু এক ছাতার নিচে!

Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979

Website
www.dfcreative.org

Location
Jamaica, NY 11432

Zillur Tax Accounting and Insurance
Accounting, Tax Filling, Audit, Insurance and Real State

Zillur Rahim
IRS Enrolled Agent, MBA
646-322-3254

Our Services:
- Personal tax filling
- Business tax filling
- New Business Set-up
- Immigration
- Insurance and all kind of form fill up
- Notary

IRS e-file

We help Buying, Selling and Renting
Zillur Rahim
Exit Realty Prime

88-11A, 169th St. (2nd floor) Jamaica NY-11432
646-322-3254, 718-374-3110
Email : zillurincometaxnyc@gmail.com
Zillurtaxandinsurance.com

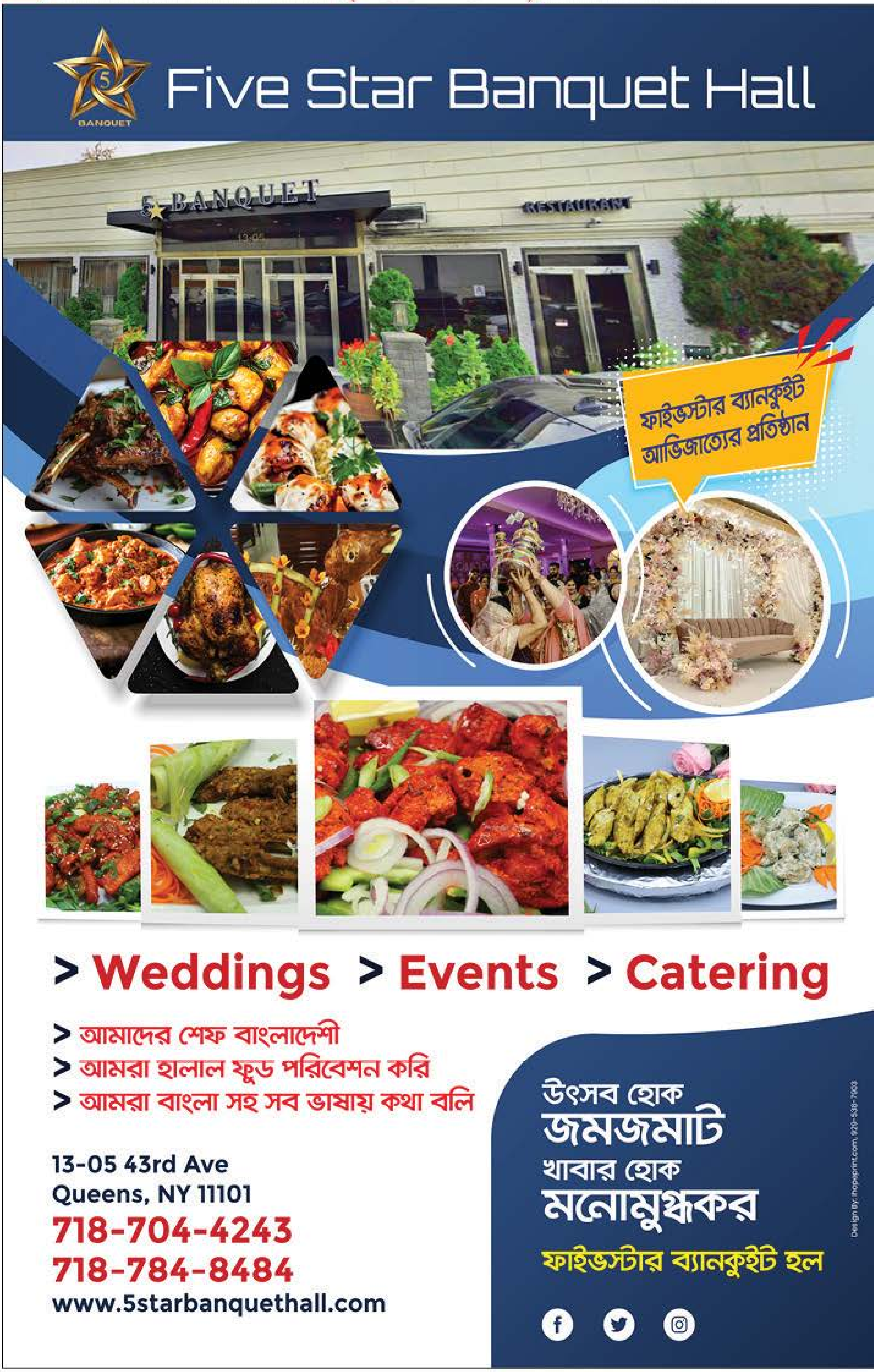
Five Star Banquet Hall
BANQUET
5 BANQUET
RESTAURANT
ফাইভস্টার ব্যানকুইট আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠান
> Weddings > Events > Catering
> আমাদের শেফ বাংলাদেশী
> আমরা হালাল ফুড পরিবেশন করি
> আমরা বাংলা সহ সব ভাষায় কথা বলি
13-05 43rd Ave
Queens, NY 11101
718-704-4243
718-784-8484
www.5starbanquethall.com
উৎসব হোক জমজমাট
খাবার হোক মনোমুগ্ধকর
ফাইভস্টার ব্যানকুইট হল

NOW
ENROLLING
HIFZUL
QUR'AN
ACADEMY
Principal
Allama Syed
Sajidul Haque
Director
Luthfur Rahman
(Ruhel)
Head Teacher
Hafiz Mawlana
Md. Abdul Qaiyum
(929) 435-3247
Contact for Admission
(914) 619-3309 (347) 989-5913 (646) 541-6310
FULTOLI ISLAMIC CENTER INC.
ফুলতলী ইসলামিক সেন্টার ইনক.
84-51 Parsons BLVD Jamaica, NY 11432 | TEL: 718-526-4093

DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER
ঈদ উপলক্ষে
10%
DISCOUNT
নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!
DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি
কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?
দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।
শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।
আমাদের সুযোগ ও সুবিধা
এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434
duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

# রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন করল বিসিবি

## টেস্ট মর্যাদা প্রাপ্তির ২৫ বছর : অভিষেকের ১১ জন কে কোথায়?

আজকাল স্পোর্টস

২৫ বছর আগের কথা। ২০০০ সালের ২৬ জুনে মিলেছিল বাংলাদেশের টেস্ট স্ট্যাটাস। টেস্ট স্ট্যাটাস প্রাপ্তির রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন করল বিসিবি। শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উত্তর প্লাজায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে সম্মাননা জানানো হয় ক্রিকেট হিরোদের।

রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলা ক্রিকেটারদের বিশেষ স্মারক ব্লেজার পরিয়ে দেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। এমন উদ্‌যাপনে আনন্দে উদ্বেলিত সাবেক ক্রিকেটাররা। প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সবাই। ২৫ বছরে দেশের ক্রিকেট নিয়ে আক্ষেপ থাকলেও এখনই স্বপ্ন থেকে বিমুখ হতে নারাজ রফিক-সুমন-বিদ্যুতরা।

দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তির একটি জায়গা টেস্ট স্ট্যাটাস। লর্ডস থেকে এসেছিল সেই সুসংবাদ। বিসিবির দায়িত্ব নিয়ে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উদ্‌যাপন করলেন আমিনুল ইসলাম, যিনি আবার বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান। খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম ঘুরে অবশেষে উৎসবের পরিসমাপ্তি মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওই বছরই ভারতের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলা ক্রিকেটাররা। এছাড়াও ছিলেন সে দলের কোচ এবং ম্যানেজার। প্রেসিডেন্ট এর স্বাগত বক্তব্যের পর একে একে মঞ্চে ডেকে নেয়া হয় সেই হিরোদের। তারা অটোগ্রাফ দেন মঞ্চে রাখা এক বিশেষ জার্সিতে আর শোনান নিজেদের ২৫ বছর পুরনো গল্প।

অভিষেকের ১১ জন কে কোথায় : ২৬ জুন, দিনটিকে দেশের ক্রিকেটের ইতিহাসে ঐতিহাসিক মুহূর্তই বলা যায়। ২০০০ সালের এই দিনেই ৯টি টেস্ট খেলুড়ে দেশের ভোটে টেস্ট ক্রিকেটের অভিজাত ক্লাবে দশম সদস্য হিসেবে যোগ দেয় বাংলাদেশ। টেস্ট স্ট্যাটাস প্রাপ্তির মিশনে কেবল মাঠের পারফরম্যান্সই ভূমিকা রাখেনি, এর পেছনে ছিল অনেক কূটনৈতিক যুদ্ধও। চলতি বছর বাংলাদেশের টেস্ট এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

টেস্ট স্ট্যাটাসের রজতজয়ন্তী

## সাংবাদিকদের বিশেষ স্মরণ বিসিবি সভাপতির

আজকাল স্পোর্টস

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের অন্যতম অংশ ক্রীড়া সাংবাদিকরা। সেই সাংবাদিকদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বিসিবির সভাপতি ও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বিসিবি প্রাঙ্গনে বাংলাদেশের টেস্ট স্ট্যাটাস প্রাপ্তির ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভিষেক টেস্ট স্কোয়াডের সকল সদস্য স্মৃতিচারণ করেছেন। অভিষেক টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান আমিনুল ইসলাম বুলবুল বিসিবি সভাপতি হওয়ায় তিনি সবার শেষে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার কাছ থেকে ব্লেজার পড়েছেন। অভিষেক টেস্ট নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন।

আমিনুল ইসলাম বুলবুল টেস্টের দ্বিতীয় দিন সেঞ্চুরি করেন। সেঞ্চুরির দিন ঢাকায় এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

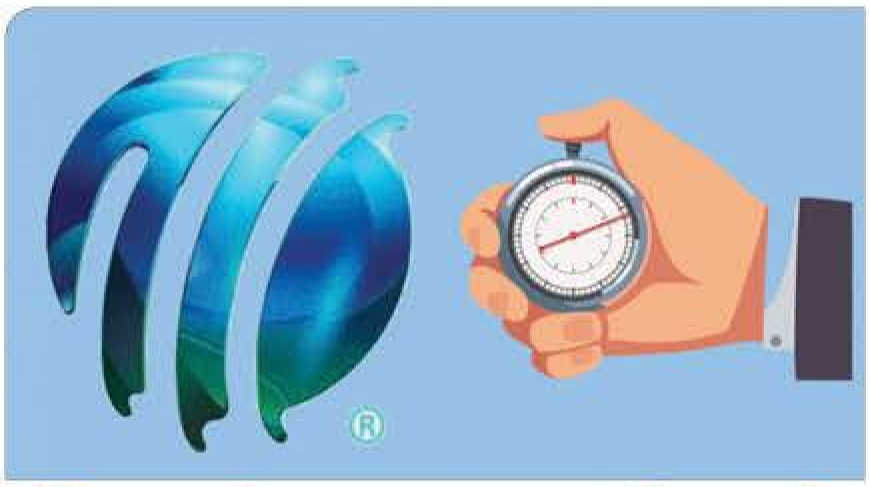

## ক্রিকেটের যেসব পরিবর্তন আনছে আইসিসি

আজকাল স্পোর্টস

খেলাকে আরো বেশি গতিশীল করতে মাঝে মাঝেই নিয়মে পরিবর্তন আনে আইসিসি। কদিন আগে ওয়ানডে ক্রিকেটের বেশ কিছু নিয়মে পরিবর্তন এনেছিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। নতুন করে আবারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বেশকিছু নিয়মে পরিবর্তন এনেছে আইসিসি। যা বাস্তবায়ন হবে আগামী ২ জুলাই থেকে। নতুন এই নিয়মে ব্যাটিং ও বোলিং উভয় দলই সুবিধা-অসুবিধা ভোগ করবে।

টেস্টে স্টপ ওয়াচ ক্লক ব্যবহার : প্রতিপক্ষের মনযোগ নষ্ট করতে কিংবা দলের পরিকল্পনা সাজাতে অনেক সময় ক্রিকেটারদের সময় নষ্ট করতে দেখা যায়। ফলে সঠিক সময়ে আর খেলা শেষ করা যায় না। এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে কিছুদিন আগে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে ক্রিকেটে টাইম ওয়াচ ক্লক চালু করেছে আইসিসি। যেখানে এক মিনিটের মধ্যে পরবর্তী ওভার শুরু করতে হয় ফিল্ডিং দলকে। একই নিয়ম চালু করা হচ্ছে টেস্ট ক্রিকেটেও। প্রতি ওভারের মাঝে সময় বেঁধে দেওয়া হচ্ছে ৬০ সেকেন্ড বা এক মিনিট। এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় ওভার শুরু করতে হবে ফিল্ডিং দলকে। সময় মতো বোলিং শুরু করতে না পারলে ৫ রান জরিমানা গুনতে হবে ফিল্ডিং দলকে। অবশ্য তার আগে দুইবার দেওয়া হবে সতর্ক বার্তা। প্রতি ৮০ ওভার শেষে নতুন করে সতর্ক বার্তার সময় শুরু হবে। নতুন এই নিয়ম চালু হচ্ছে আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চতুর্থ (২০২৫-২০২৭) আসর থেকে।

বলে থুতু ব্যবহার এবং বল পরিবর্তনের নতুন নিয়ম : আগে থেকেই বলে লালা বা থুতু এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

## বছরে মেসির আয় ২৪৮ কোটি টাকা

আজকাল স্পোর্টস

যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) টানা তৃতীয় বছর সর্বোচ্চ আয় করা খেলোয়াড়ের শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন লিওনেল মেসি।

এমএলএসের ২১ দলের সব খেলোয়াড় মিলে মোট যে বেতন পান, ইন্টার মায়ামি থেকে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মেসি তার চেয়ে অনেক বেশি ডলার পেয়ে থাকেন। যেন ডলারের ফোয়ারা ছোটে মেসির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। বছরে তিনি মাইনে পান দুই কোটি চার লাখ ৪৬ হাজার ৫৫৭ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ২৪৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এ তো গেল মেসির অর্থভাগ্য। তার বিয়ে-ভাগ্যও কম প্রসন্ন নয়। যা! ঠাট্টা আর কী! বিবাহিত মেসিকে অবাক করে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন ৯৮ বছরের এক বৃদ্ধা। ক্লাব বিশ্বকাপে পালমেইরাসের সঙ্গে ২-২ গোলে মায়ামির ড্র করা ম্যাচে এই ঘটনা ঘটে বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার সকালে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় পলিনে কানা নামে পরিচিত ওই নানি কিংবা দাদি যা-ই বলুন, 'মেসি উইল ইউ ম্যারি মি' লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে দর্শকদের মুক্ততে মনোরঞ্জন বিতরণ করেন। এই বয়সেও কানার তীক্ষ্ণ রসবোধে মজেছেন নেটিজেনরা। ভীষণভাবে আমোদিত হচ্ছেন তারা। বৃদ্ধার এমন রসিকতা নিশ্চয় উপভোগ করেছেন ওইদিন নিজের ৩৮তম জন্মদিন পালন করা মেসি।

## মিয়ানমারে নতুন চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশ

আজকাল স্পোর্টস

এএফসি নারী এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের কঠিন মিশন নিয়ে মিয়ানমার গেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। হাতেও খুব বেশি সময় নেই আগামী রোববারই মাঠে নামতে হবে বাহরাইনের বিপক্ষে। তার আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বড় চ্যালেঞ্জ কোচ পিটার বাটলারের দলের।

সেই প্রস্তুতিতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মিয়ানমারের আবহাওয়া। গতকাল বুধবার মিয়ানমার পৌঁছেছে বাংলাদেশ দল। পরিকল্পনা ছিল সেদিনই অনুশীলনের। কিন্তু বেরসিক বৃষ্টির বাধায় সেদিন আর মাঠে নামা হয়নি আফঈদা-মনিকাদের। বৃহস্পতিবার একই পরিস্থিতি ছিল মিয়ানমারে। তবে এদিন বৃষ্টির মধ্যেই অনুশীলন সেরেছে বাংলাদেশ দল।

আত্মবিশ্বাসী একটি দলই মিয়ানমারে গেছে। এই সফরের আগে একটি ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট খেলেছিল বাংলাদেশ। যেখানে র‍্যাংকিংয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকা জর্ডান আর ইন্দোনেশিয়াকে আটকে দিয়েছিল বাটলারের শিষ্যরা। তবে এবার বাংলাদেশের জন্য বিরূপ কন্ডিশন কিছুটা হলেও চিন্তা বাড়িয়েছে।

অনুশীলনের ফাঁকে বাংলাদেশ অধিনায়ক আফঈদা খন্দাকার অবশ্য জানিয়েছেন, বৃষ্টিতে অনুশীলন করতে উপভোগই করছেন তারা। আফঈদা বলেন, 'মিয়ানমারে আসার পর আজ আমাদের প্রথম ট্রেনিং সেশন ছিল। সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে ট্রেনিং করেছে। কোচ যেভাবে দেখাচ্ছেন, সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। সবাই মোটামুটি ফুরফুরে মেজাজে ভালোই ট্রেনিং করেছি।' এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

## রোনালদোর চুক্তির মেয়াদ বাড়াল আল নাসর

আজকাল স্পোর্টস

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পরবর্তী গন্তব্য কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তর ঘিরে সাম্প্রতি সময়ে বেশ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কেউই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছিলেন না। অবশেষে সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। আপাতত সৌদি আরব ছাড়ছেন না এই পর্তুগিজ তারকা।

আল নাসরের সঙ্গে দুই বছরের নতুন চুক্তি করলেন রোনালদো। সৌদি প্রো লিগের দলটি এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

## কনার বিচ্ছেদ :ন্যান্সির ব্যঙ্গ

৪৬ পৃষ্ঠার পর

মাধ্যম গরম হয়ে ওঠে আরেকটি পোস্টে। সেখানে আরেক জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি লেখেন, জন্ম মৃত্যু বিয়ে বিচ্ছেদ, এর সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়জুনাণীতে শেয়াল রানী।

সেই এক বাক্যেই নেটিজেনদের মধ্যে শুরু হয় তোলপাড়। কনার স্ট্যাটাসের সঙ্গে শব্দ মিল এবং "শেয়াল রানী" ট্যাগগুলো মিলিয়ে অনেকেই ধরে নেন, এটি কনাকে উদ্দেশ করেই লেখা। বিতর্ক আরও তীব্র হয় যখন পুরনো প্রেক্ষাপট সামনে আসে-গত বছর ন্যান্সির দেওয়া একটি শেয়ালের ছবিসংবলিত পোস্ট, যা নিয়েও তখন কনাকে ঘিরে ইঙ্গিত ছিল বলে গুঞ্জন। যেখানে এক নারী তার জীবন ভেঙে যাওয়ার সংবাদে সবার সহমর্মিতা কামনা করছিলেন, সেখানে অন্য একজন নারীর এমন তির্যক মন্তব্য দেখে অনেকেই হতাশ হন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এক অন্যরকম আবেগ ছড়িয়ে দেন অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভা।

বৃহস্পতিবার নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে প্রভা লেখেন, শত্রুপক্ষের দুঃখের দিনেও আনন্দ হচ্ছে না, বরং মায়া লাগছে। কি করব, আমি মানুষ তো! মেয়ে মানুষ, নারী হয়ে নারীর দুঃখের দিনে নারীকেই অসম্মান করার পারিবারিক শিক্ষা, যোগ্যতা কোনটাই আমার নাই। প্রভা কারও নাম নেননি। তবে তাঁর মর্মস্পর্শী ভাষায় যেন স্পষ্ট হয়ে যায়, এই শব্দগুলো ঠিক কোথা থেকে এসেছে। একজন নারীর দুঃখে আরেক নারী তাঁর পাশে না দাঁড়ালেওমানবিকতার জয় হয় না।

২০০০ সাল থেকে কনা গান গেয়ে আসছেন, ন্যান্সির অভিষেক ২০০৫-এ। দুজনই দেশের অন্যতম জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী। একই সময়কালের পথচলা, কিন্তু আজ তাঁদের অবস্থান যেন বিপরীত মেরুতে। আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রভা যেন উচ্চারণ করলেন এক নীরব সত্যভাষীর পাশে নারী না দাঁড়ালে, বাকি সব প্রতিজ্ঞা ম্লান হয়ে যায়।

## 'তাণ্ডব'কে পেছনে ফেলল 'উৎসব'?

৪৬ পৃষ্ঠার পর

পাওয়া সবচেয়ে আলোচিত সিনেমা শাকিব খানের 'তাণ্ডব'-কেও ছাড়িয়ে গেল এ সিনেমাটি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মুক্তির ১৮তম দিনে মাল্টিপ্লেক্সের ২৯টি শো থেকে আয় করেছে ২১ লাখ ৭৮ হাজারেরও বেশি টাকা, অন্যদিকে একইদিনে মাল্টিপ্লেক্সের ৫৮ শো থেকে শাকিবের 'তাণ্ডব' আয় করেছে ১৯ লাখ ৬২ হাজার টাকা।

'পরিবার নিয়ে দেখার জন্য বর্তমান সময়ে ভালো মানের একটি সিনেমা। সিনেমাটি দেখার পর দর্শকেরা ফিরে যাচ্ছেন তাদের অতীতে।'ভুক্তভোগীর থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সবখানেই এখন এমন মন্তব্য। আর এই মন্তব্যগুলো 'উৎসব' সিনেমা ঘিরে, যা দিনের পর দিন চমক দেখিয়েই যাচ্ছে।

সিনেমাটি নিয়ে দর্শকের এমন সাড়ায় অভিভূত পরিচালক তানিম নূর। 'উৎসব' ব্লকবাস্টারের দিকে এগোচ্ছে কি না, এমন প্রশ্নে তিনি বললেন, 'ব্লকবাস্টার হবে কি না জানিনা। তবে এখন পর্যন্ত যা হচ্ছে তা দারুণ। দর্শকের কাছ থেকে যে ভালবাসাটা পাচ্ছি, এটাই আমার কাছে অনেক। আমরা চাই ছবিটা আরও দর্শক দেখুক। এখন সেটা কতদূর যায়, সেটা সময়ই বলবে।' চোরাবালি প্রকাশনের এবং শাকিব এলিফ্যান্ট প্রযোজিত 'উৎসব' সিনেমাটির গল্প লিখেছেন তানিম নূর, আয়মান আসিব স্বাধীন, সুস্ময় সরকার ও সামিউল ভূঁইয়া। সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন জাহিদ হাসান, জয়া আহসান, অপি করিম, চঞ্চল চৌধুরী, আফসানা মিমি, তারিক আনাম খান, আজাদ আবুল কালাম, ইন্তেখাব দিনার, সুনেরাহ বিনতে কামাল, সৌম্য জ্যোতি, সাদিয়া আয়মান প্রমুখ।

## আমি এখনো বিয়েতে বিশ্বাস করি : শ্রাবন্তী

৪৬ পৃষ্ঠার পর

আমার আরও ভালো করে বুঝে নিয়ে করা উচিত ছিল। অভিনেত্রী বলেন, আসলে আমি তো খুব ইমোশনাল একজন মানুষ। সেখানে আমার মনে হয়, আবেগে না ভেসে, আরও বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে জীবনটাকে দেখা উচিত ছিল। তিনি বলেন, আমি বলব, নিজের ভালো থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি নিজের সম্মানটা যেখানে বজায় থাকবে, সেখানে এগিয়ে যাওয়া উচিত। উল্লেখ্য, শ্রাবন্তী ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই পরিচালক রাজীব কুমার বিশ্বাসকে বিয়ে করেন। এ দম্পতির একটি ছেলে রয়েছে, তার নাম ঝিনুক ওরফে অভিমন্যু। ২০১৬ সালে রাজীবের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। এরপর শ্রাবন্তী ফের প্রেমে পড়েন, ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসেন কৃষাণ ব্রিজের সঙ্গে। তবে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সেই বিয়ের মেয়াদ ছিল মাত্র ১ বছর। আবার তৃতীয় বার বিয়ে করেন অভিনেত্রী, রোশন সিংকে। এক গুরুদুয়ারাতে গিয়ে প্রায় চুপিচুপিই দুজনে বেঁধেছিলেন গাঁটছড়া। কিন্তু দেখা যায় যে, বছর ঘোরার আগেই দুজনের সমস্যা শুরু। ছাদ আলাদা হয় রোশন ও শ্রাবন্তীর। তারপর চলতি বছরের এপ্রিল মাসে দুজনে আইনিভাবে আলাদা হন এ দম্পতি।

## রোগ প্রতিরোধে যুদ্ধ করে দশ প্রকার খাদ্য

২২ পৃষ্ঠার পর

কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। এ তেলের মধ্যে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। এরা রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। * ম্যাগনেসিয়াম- টাটকা শাকসবজি, চীনাবাদাম, সামুদ্রিক খাদ্য ও শস্যজাতীয় খাবারে ম্যাগনেসিয়াম থাকে। এগুলো ইমিউনিটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। * ভিটামিন ই' উদ্ভিজ্জাতীয় খাবার, শাকসবজি, ফলমূল, ভেষজ তেলে পাওয়া যায়। শিম, শিমের বিচি, চীনাবাদাম ইত্যাদি। এছাড়া প্রাণিজ খাদ্য, ডিম, ডিমের কুসুম, মাছ, গোশত ও দুধে থাকে। এগুলো শ্বেত রক্তকণিকার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। * আমলকী, হরীতকী, পেঁপে, আঙুর, বাঁধাকপি, টকজাতীয় লেবু, কমলালেবু, পেয়ারা ইত্যাদি। এগুলো কেমিক্যাল মেসেঞ্জার সংখ্যার বৃদ্ধি করে। বিশেষ করে ইন্টারফেরন যা ইনফেকশনের প্রবেশ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। * জিংক- সবুজ শাকসবজি, ফলমূল, ডিম, গোশত, সেরিয়াল, চিংড়ি, সামুদ্রিক খাদ্যে জিংক প্রচুর পরিমাণে রয়েছে- যা ফ্রি রেডিক্যালের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। জঞ্জাল কোষকে (জীবাণু ধ্বংস করার পর সেলের মৃত্যু ঘটে) মুক্ত করতে সাহায্য করে। জিংক আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। জিংক শরীরের বিভিন্ন এনজাইমের একটি অংশ এবং সব টিস্যুতেই এটি আছে। * গ্রিন টি, শস্যজাতীয় খাদ্য, টাটকা শাকসবজি জাতীয় খাদ্যে ম্যাঙ্গানিজ থাকে, যা কিলার ইমিউন সেলের কার্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

প্রতি দিন খেতে অভ্যাস করুন : আঁশযুক্ত খাবার, টাটকা সবুজ শাকসবজি, কলা, লেবু, টমেটো ও শসা, পেঁয়াজ, রসুন, কালিজিরা, সামুদ্রিক মাছ।

লেখক : বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

## সাংবাদিকদের বিশেষ স্মরণ বিসিবি সভাপতির

৫২ পৃষ্ঠার পর

ছিল শবে-বরাত। শবে-বরাতের পরের দিন পত্রিকা প্রকাশ হয় না। বাংলাদেশের ক্রিকেটের এমন কীর্তি সেটার কোনো দলিল থাকবে না এটা কি হয়! বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির সাবেক সভাপতি সারওয়ার হোসেন 'খেলার ভুবন' নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতেন। সেই প্রকাশনী থেকে 'প্রেসবক্স' নামে একটা বুলেটিন প্রকাশ হয়েছিল পরের দিন। টেস্ট কাভার করা সাংবাদিকরা বুলবুলের সেঞ্চুরি ও সেই দিনের রিপোর্ট এতে লিখেছিলেন।

'প্রেসবক্স' কপিটি এখনো সযত্নে রেখেছেন বিসিবি সভাপতি, 'বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেখানে সাংবাদিক ও খেলোয়াড়দের মধ্যে কোনো দেয়াল নেই। আমার সেঞ্চুরির দিন শবে-বরাত ছিল। পরের দিন খবরের কাগজ বের হবে না। এজন্য সেদিন কাভার করা সাংবাদিকরা 'প্রেসবক্স' নামে একটি প্রকাশনা করে। সেই প্রকাশনাটি এখনো আমার কাছে রয়েছে। এটা আমার জন্য অনেক বড় উপহার।'

টেস্ট স্ট্যাটাস পূর্তির ২৫ বছর পিছনেও সাংবাদিকরা ক্রিকেটারদের স্মরণ করেছে। টেস্ট স্ট্যাটাসের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ক্রীড়া সাংবাদিকদের অন্যতম সংগঠন বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন (বিএসজেএ) বিসিবি সভাপতির হাতে একটি বিশেষ স্মারক তুলে দেন। অভিষেক টেস্ট স্কোয়াডের ১৬ ক্রিকেটার, কোচ সারওয়ার ইমরান ও ম্যানেজার আজিজ আল কায়সারের সম্বলিত ছবি দিয়ে একটি স্মারক করে বিএসজেএ।

Ultra Credit Solutions Inc.

# CREDIT REPAIR
## ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহ:
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

**929-386-6426**
**929-386-4705**

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite # 5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

# MITU DISABILITY CENTER

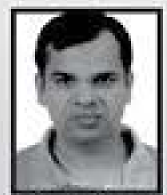

RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

## IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

## Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
**TEL: 718-701-2666**

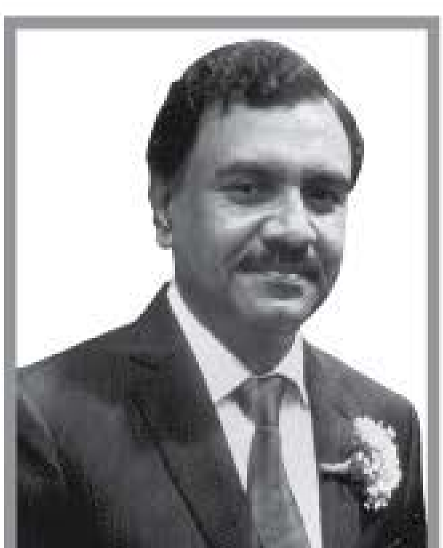

## ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

## Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

## GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

# মহিলা দাঁতের ডাক্তার

## NAEEMA BHUIYA, D.D.S
## নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

# রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

**Tel: 718-414-4760**

## USR BROKERAGE CORP.

USR BROKERAGE

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

**MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.**

**MD ABDUR ROUF**

President

Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

**+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334**

usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com

37- 21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

## LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

**YOU LEARN :**

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

**Jackson Heights Office:** 37-22 73rd Street, Suite 2A
**Jamaica Office:** 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

## হোমিও চিকিৎসা

**এস.কে.শর্মা**

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্লান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

**Homeopathy & Herbal**

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372

**Cell: 917-285-4804**

BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

## জব জব হেল্প জব

**Job Help Application Processing Service**

**917-500-3937**

* পোষ্টাল জব
* ফেডারেল জব
* স্টেট জব
* এম. টি. এ জব
* সিটি জব
* রেজুমী তৈরী
* কভার লেটার
* সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
* নিউ পাসপোর্ট/রিনুয়েল
* ডুয়েল সিটিজেনশীপ
* ফুড স্ট্যাম্প
* ডিজএবিলিটি (SSI)
* সসিয়াল সিকিউরিটি (SS)
* রিটারম্যান্ট বেনিফিড

**Md. Ali**
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamica, NY 11435

**Phone/Fax: 917-300-6160**

# PANSHI NEVER SLEEP

OPEN 24 HOURS

আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি

ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।

$6.99 Midnight & Driver Special

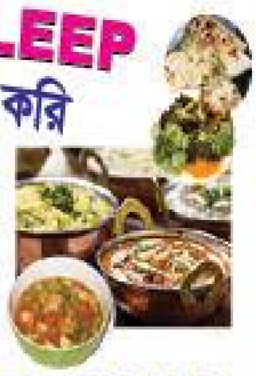

**PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL**

168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

# গাড়ি ভাড়া

জরুরি ভিত্তিতে UBER/ LYFT এর জন্য গাড়ি ভাড়া Rent for Ford Explore TLC plate Uber X & XL immediately. 2020 Ford explorer 89k miles asking $450 weekly, super mint condition

**Please call**

**(917) 770-1341**

## জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমান যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের অটিজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রচারনায় বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ ডীলে একই মুল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।

**৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন**

- ★ ৫টি রোড লেসন,
- ★ রোড টেষ্টের দিন গাড়ী
- ★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
- ★ অতি অল্প মুল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
- ★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State

**PUPIL DRIVING SCHOOL**

37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

## প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

# আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত

২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিজিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস

+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১

*amader.services@gmail.com*

# JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

## সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।

Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।

GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile · simple mobile · h2o · T-Mobile · univision mobile · Lycamobile

**Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733**

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

## ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন

# স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ

- * রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
- * DMV Quick রোড টেস্ট
- * 5 Hour (Per- License Class) Certificate
- * 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
- * High Way Lesson
- * Available Schedule
- * DMV Service

মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।

**যোগাযোগ**

**Swadesh Driving School**

37-13 74th ST. FL-2

Jackson Heights NY-11372

Phone: 718 255 1231

Cell: 929 670 2871

E-mail: swadeshdrv@gmail.com

# FAMOUS DRIVING SCHOOL

73-16 Roosevelt Ave., 2nd FL, Jackson Heights, NY 11372

Between 74 Street & 73 Street

**Tel: 718-424-8890 /347-497-8544**

(Full Insured & Licenced by New York State, DMV)

1 — 5 Lesson Package Include

- 5 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class
- Easy Way to Teach: Paralal Park, Broken U Turn & Everything

We Provide Individual Lesson Also

2 — 10 Lesson Package Include

- 10 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class

We provide Defensive Class (DDC) for TLC, Insurance & 4 points

Please Call Now

# UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

* INCOME TAX (ALL STATES)
* BUSINESS TAX
* INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
* OPEN NEW BUSINESS
* IMMIGRATION HELP
* NOTARY AND MANY MORE

**ABDUR RASHID**
B.S.S (Honors) M.S.S (Economics)
Dhaka University, Bangladesh.

IRS ACCEPTANCE AGENT
IRS E-FILE PROVIDER

168-25 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্টে-এর উপরে)

Cell: 718 -736- 4095

Email: rashidtax2@gmail.com

# ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

## রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal
৭ দিনই খোলা

Emirates | Biman | EGYPTAIR | QATAR | ETIHAD | KUWAIT AIRWAYS | Saudi Arabia

IATA ACCREDITED AGENT

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

PLACID EXPRESS | small world | ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে
পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০%
সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

## Magical Natural & Homeophathy Inc

*25 Years of Experience and Reliable in NM*

মোঃ সালাহউদ্দিন
আমেরিকায় গ্রীণ মেডিসিন সনদপ্রাপ্ত
Email: magicalhomeo2016@gmail.com

চিকিৎসা-

কোভিড, যৌন, কিডনি, ক্যান্সার, পেইন, পাইলস, মেয়েলি কিংবা জটিল রোগে ভূগছেন। বারবার চিকিৎসা করেও ভালো হচ্ছেন না? ন্যাচেরাল মেডিসিনে ফ্রি পরামর্শ ও ঔষধ পেতে (যে কোন ষ্ট্যাট) আজই মেসেজ অথবা কল করুন।
By Appointment only or Call : +1-917-470-6395

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

# J. K. GAIN MULTISERVICES
## জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized e-file Provider

* TAX SERVICES
* INSURANCE
  * Life Insurance — MassMutual
  * Health • Auto • TLC
  * Home • Business
* Immigration Services
* DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
* Private Service Bureau (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

# সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
# KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

**Khairul Bashar**
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620

khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

# ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

**Tel: 646-267-7751, 917-519-1151**
**Email: ajkalnews@gmail.com**

OFFICE: 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

## বাসা ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকার ৮৫ এভিনিউ এবং ১৪৮ স্ট্রিটে ৬ বেডরুম, ২ বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে, ভাড়া ৬৫০০ ডলার। হলিসে ৯০ এভিনিউ এবং ১৯৩ স্ট্রিটে ৮ বেডরুম, ৫ বাথরুম, ভাড়া ৬৫০০ ডলার। জ্যামাইকা হিলসে ১৫১ স্ট্রিট এবং ৮৭ রোডে ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, ভাড়া ৩২০০ ডলার। বেসমেন্টে ১ বেডরুম ভাড়া ১৬০০ ডলার, ৩ রুম ভাড়া ২৫০০ ডলার। উডহ্যাভেনে ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, ডুপ্লেক্স ভাড়া হবে, ভাড়া ৩৫০০ ডলার।
আমরা CityPHEPS, Section-8 প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। ভাড়া দিতে বা নিতে আজই যোগাযোগ করুন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি
(০১/১০/০০/০৭/সি)

## বাসা ভাড়া

হাওয়ার্ড বিচ কুইন্সে জেএফকে এয়ারপোর্টের সন্নিকটে মনোরম পরিবেশে ১ বেডরুম, লিভিং, ইট-ইন কিচেন, ওয়াকইন-এর বাসা আগামী জুলাই থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। এ ট্রেন ও কিউ-৫২, কিউ-৫৩ বাস কাছেই।
ফোন : ৯১৭-৬০৩-১৬২৮
(০৬/২৭/০১/০৭)

## বাসা ভাড়া

১৪৭-০৫ কুলিজ এভিনিউ, জ্যামাইকা ব্রায়ারউডে প্রাইভেট হাউজের দোতলায় তিন বেডরুমের বাসা আগামী আগস্ট থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। সেকশন-৮ ওয়েলকাম।
ফোন : ৯১৭-৬১৮-০৭৪০
(০৬/২৭/০১/০৮)

## বাসা ভাড়া

১৫৫৫ ওডেল স্ট্রিটে (স্টারলিং এভিনিউর পাশে) এপার্টমেন্ট ভবনে দুই বেডরুম, লিভিং, ডাইনিংসহ নিউলি রেনোভেটেড কন্ডো ভাড়া দেওয়া হবে। ভালো ইনকাম থাকতে হবে। ভাড়া ২৫০০ ডলার।
ফোন : ৬৪৬-৭৮৯-৯৭৪৪
(০৬/২৭/০২/০৯)

আজকালে বিজ্ঞাপন দিতে আজই কল করুন **646-267-7751**। ফোনেও বিজ্ঞাপন নেয়া হয়। চাইলে এই নাম্বারে টেক্সট ম্যাসেজ করতে পারেন। একই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপেও বিজ্ঞাপন দেয়া যায়। এছাড়া ইমেইলেও বিজ্ঞাপন পাঠানো যায়। ajkalnews@gmail.com

## বাসা ভাড়া

Jamaica, 103-15 Remingtou street-এ ৫ বেডরুম, ১টি ফুল বাথরুম, একটি হাফ বাথরুম বিশিষ্ট ২য় তলা বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৬৪৬-২২০-৫৮৮৮
(০৬/২০/০২/০৩)

## এটিক স্টুডিও ভাড়া

হিলসাইড এভিনিউর ২৪১ স্ট্রিট ৮৭ এভিনিউ বেলরোজ-এ কর্মজীবি ১/২ জন মহিলা অথবা স্বামী-স্ত্রী নিকট ফুল ফার্নিশড এটিক স্টুডিও রুম ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস।
যোগাযোগ : ৭১৮-৯০৯-৭৫৩৩, ৩৪৬-৬৬৪-৩৭৭৬
(০৬/২০/০২/০৫)

## বাসা ভাড়া

৬৪-০৫ উডসাইড এভিনিউয়ে সেকেন্ড ফ্লোরে একটি মাস্টার বেডরুম, বাথরুম ও ফ্রিজসহ বাসা জুলাই/আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। একজন বা দুইজন মুসলিম কর্মজীবি নারী বা স্বামী/স্ত্রী। ৭ ট্রেন কাছেই।
ফোন : ৬৪৬-৫৯৫-৬৮৫৯
(০৬/২০/০২/০৮)

## বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ডে বেসমেন্টে ১ বেডরুম, লিভি-রুমের বাসা, স্বামী-স্ত্রী কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। পাশেই ই-জে-জেড ট্রেন এবং কিউ-৬, কিউ-৬০, কিউ-৪০ বাস স্টপ। সাটফিন বুলেভার্ড লেফট্ট বিল্ডিংহন এবং ইয়েটস রোড। কল অথবা টেক্সট করুন।
ফোন : ৬৪৬-৬৩৩-২৩২৩
(০৬/২০/০২/০৯)

## এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার চমৎকার লোকেশনে ১৩২-১২ ক্রস বে বুলেভার্ডে এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বাসার কাছেই ট্রেন সাবওয়ে স্টেশন ও ৮টি বাসের স্টেশন।
এছাড়া একটি নতুন রেনোভেটেড বেসমেন্টও ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : Kamrul, ৯১৭-৬৫৫-৫১৫৩
(০৬/২০/০২/১০)

## বাসা ভাড়া

কুইন্সের ইউনিয়ন টার্নপাইক ও লং আইল্যান্ড জুইস হাসপাতালের কাছে এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আগামী ১৫ জুন থেকেই ভাড়া হবে।
ফোন : ৭১৯-৭৭৫-১১৭০
(০৬/১৩/০২/০১)

## House for Rent

Two Bedroom Apartment, (Private House 2nd floor) for rent in Jamaica. Persons Blvd, F train, 3 Blocks up (159th St./Persons) from Hillside Ave. Two-Bedroom, Large living room, HWF, 1 bath, new kitchen appliances, Eat in kitchen, Closets. Lot of sun light, windows and very quiet neighbor. Rent From August 2025.
Phone : 646-346-4735
(06/13/02/02)

## House for Rent

3 bedrooms in East Elmhurst $3400, Two bedrooms in Jamaica Estate 3,000.Two bedrooms in Queens Village $2500, Four bedrooms in South Jamaica $3,500,Two bedrooms in Woodhaven $3,000, One bedroom in Parkchester Condo ,Bronx $2,100 One bedroom basement in Valley Stream $1,800,One bedroom basement in Jamaica $1,600, One bedroom basement in Freeport $1600.
We accept CityPHEPS, PHEPS, Section 8 programs.
**Call:347-465-3220**
Kamruz Zaman Baccu
Island Advantage Realty

## Apartment for Rent

2nd floor apartment with 2 small bedrooms 1 full bath with small living area with balcony for rent from 1st July 2025 in 159 street 85 ave in Jamaica Hills. All bills are included in the rent.
Contact 347 284 9499.
(06/06/02/04)

## বেসমেন্ট ভাড়া

লং আইল্যান্ডের অভিজাত এলাকা লিনব্রোকে (জ্যামাইকার সন্নিকটে) দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৫১৯-১১৫১
(০৬/২০/০০/০০)

## বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হলিস ১৮৭ স্ট্রিটে স্বামী-স্ত্রীর নিকট মনোরম পরিবেশে বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া সর্বসাকুল্যে ১৩০০ ডলার।
যোগাযোগ-৩৪৭-৩৫৫-৩২৭৫
(০৬/০৬/০২/১৩)

## কুইন্সে বাড়ি বিক্রি

Queens,114-28 198 Street, ইটের বাড়ী, ৩ বেডরুম ডুপ্লেক্স সাথে লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, সেপারেট কিচেন, ফুল বাথরুম, বেসেমেন্টে দুই বেড রুম, ফুল বাথরুম, মোট ৫ বেডরুম দুই বাথরুম. পার্কিং গ্যারেজ দুইটি গাড়ীর, বাস স্টেশন কাছে. মার্কেট ভ্যালু $700,000 আর asking price $549,000 cash or ৩০% ডাউন, কুইক সেল.

**Abdus Salam 917-415-8575**

## বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও ১৩৬ স্ট্রিটের কর্ণারে অবস্থিত প্রাইভেট বাসার ১ম তলা ভাড়া হবে। হাসপাতাল, মসজিদ, সাবওয়ে ও গ্রোসারি- সবকিছু বাসার সন্নিকটে।
ফোন : ৩৪৭-২৫৭-৬২১৪
(০৬/২০/০২/১৩)

## বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড ১৫৬-০৪ ১১৩ এভিনিউতে তিন বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : ৩৪৭-৮৪১-৫৪৩৯, ৩৪৭-৮৪১-৫৮৫৮
(০৬/১৩/০১/০৩)

## বাসা ভাড়া

নিউইয়র্কের জ্যামাইকার 173-06 Warwick Creasent (between 173 and 175 street Hilside Ave.) এর মধ্যে 2 bedroom, 2 bathroom, open kitchen and living room এর একটি ডুপ্লেক্স বাসা ১ জুলাই থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ২,৩০০ ডলার। গ্যাস, হিটিং ও ইলেকট্রিসিটি ভাড়াটিয়া পে করবে। গ্যারাজ নেই।
ফোন : ৩৪৭-৬৮৪-২১৬৯, ৩৪৭-২৩৯-৭৫১২
(০৬/১৩/০২/০৮)

## বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ৯২ এভিনিউ ২১৮ প্লেসে ১ জুলাই থেকে প্রথম তলায় দুই বেডরুমের বাসা আগামী ১ জুলাই থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। অবশ্যই ধূমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ/ছাত্র হবে হবে।
ফোন : ৩৪৭-৫৫৩-৬১২৭
(০৬/১৩/০১/০৯)

## বাসা ভাড়া

সাউথ ওজোন পার্কে এ ট্রেনের ১১১ স্ট্রেট সাবওয়ে স্টেশনের দুই ব্লক দূরে এক বেডরুম, এক বাথরুম ও এক কিচেনের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা মহিলা।
ফোন : ৩৪৭-২৬০-৭৭৭০, ৩৪৭-৮৯১-৭১৪৫, ৩৪৭-২৬০-৭৭৭০
(০৬/২০/০২/০৭)
200-03 109th Avenue,

## বাসা ভাড়া

Saint Albans, NY 11412. ০১ বেড রুম, ০১ লিভিং, ০১ বাথ ও ছোট ডাইনিং ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূন নতুন এবং কাঠের ফ্রেমিং করা। পার্কিং পাওয়া যায়। আলাদা এন্ট্রান্স, অতিনিকটে Q2 বাস, সুপার মার্কেট, ফার্মেসি, রেস্টুরেন্ট, দুইটা মসজিদ ও সোলার আছে।
যোগাযোগ : ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, ৬৪৬-৩১৮-৯৮৬৪
(০৬/০৬/০২/১৪)

## বাসা ভাড়া

111-38 inwood street Jalaica, 11435. 2nd floor, 2 bedroom, 1 living room, kitchen, room and 1 full bathroom. E, F, J, Z and Q6, Q40 বাস এর সন্নিকটে পহেলা জুলাই থেকে ভাড়া হবে। বাসা খালি আছে। প্রয়োজনে এখনই উঠা যাবে।
ফোন : ৯১৭-৫০৮-৯৩০৩, ৬৪৬-৯১৯-৮১৩৫, ৯২৯-৩৮৪-২৭৬৭
(০৬/০৬/০২/০৩)

## বাসা ভাড়া


# বাসা ভাড়া

Cambria Heights এ খুব সুন্দর location এ Renovated ২ রুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথ, Deck এবং Backyard excess ও ফ্রি গাড়ি পার্কিং সুবিধাসহ ১ম তলায় বাসা ভাড়া হবে। ভাড়া মাসিক ২৬০০ ডলার।

আর্থিক সামর্থ ও ক্রেডিড ভালো হলে আজই যোগাযোগ করুন

রিয়েলটর মুহাম্মদ রহমান
**৯২৯-৫৯১-৮২৩৮**
(রিয়েলস্টেট ফি প্রযোজ্য)



# ড্রাইভিং শিখুন

বিশ্বাসযোগ্য ড্রাইভিং স্কুলে ড্রাইভিং শিখুন। অভিজ্ঞ মহিলা ইনস্ট্রাক্টর দ্বারা মহিলাদের যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়।

যোগাযোগ
**৯২৯ ৩৮৬ ৯৩০৫**

ব্রডওয়ে ড্রাইভিং স্কুল

# ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE: 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

## রুম ভাড়া

### রুম ভাড়া

৮৭ এভিনিউ সাটফিনের কাছে বেসমেন্টের একটি রুম মধ্য বয়সী একজন লোকের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৬৪৬-৩৫৯-৭০২৭
(০৬/১৩/০৩/০৪)

### রুম ভাড়া

146-21 106th Ave তে ৪টি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। শুধুমাত্র ব্যাচেলরদের জন্য। E, Z, J, Long Island train & Air train এর কাছাকাছি।
ফোন : ৩৪৭-৭৬১-৮৬২৭
(০৬/২০/০২/০৬)

### রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৫ স্ট্রিট ও ৮৯ এভিনিউতে এফ ট্রেন দুই ব্লকের মধ্যে, মসজিদের পাশে এটাচড বাথরুমসহ একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে।
ছোট ফ্যামিলি, স্বামী-স্ত্রী অথবা ব্যাচেলরদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৩৬৫-৫৮০৫
(০৬/২০/০২/১২)

### রুম ভাড়া

আগামী ১ জুলাই থেকে ৭৭ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউ জ্যাকসন হাইটসে এপার্টমেন্ট হাউজের তৃতীয় তলায় একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা ১/২ জন মহিলা।
ফোন : ৯২৯-৪৯৯-৬১৪৭
(০৬/২০/০২/১৪)

### রুম ভাড়া

জ্যামাইকা সাটফিনের কাছে ১৪৬ স্ট্রিট ও ১০৬ এভিনিউ এ ব্রিক হাউজের সেমিবেসমেন্টে ১টি রুম জুলাই থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। মহিলা/মেয়ে অগ্রাধিকার। কিচেন বাথ শেয়ার। ই, জে, এয়ারপোর্ট ও জেড- ট্রেন স্টেশন থেকে ১০ মিনিট ওয়াকিং।
যোগাযোগ : ৯২৯-৪৩৫-৭১৯৪ (টেক্সট/ফোন)
(০৬/২৭/০১/১০)

### রুম ভাড়া

কুইন্সের প্রাইম লোকেশনে তৃতীয় তলায় এটাচড বাথরুমসহ একটি বড় বেডরুম আগামী ১ জুলাই ভাড়া দেওয়া হবে। মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোন : ৯২৯-৯০৯-২০৫০
(০৬/১৩/০২/০৫)

### রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস এর সন্নিকটে সাপ্তাহিক ও মাসিক হিসাবে ফার্নিশড রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ: ৩৪৭ ৯৩৫ ৯৪১০
(০৬/২৭/০১/০৬)

### রুম ভাড়া

ইস্টএলমাস্ট্র এর নর্দান বুলভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে
যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩
(০৬/২৭/০২/১০)

### রুম ভাড়া

১৮৫ স্ট্রিট, হিলসাইড জ্যামাইকায় বেসমেন্টের একটা রুম আগামী জুলাই থেকে ব্যাচেলর পুরুষ/ছেলের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-৩১৯-১৭১৪, ৩৪৭-৬৫৭-৩৪৫৪
(০৬/১৩/০২/১১)

## Office for Rent

Office For Rent in Prime location of JacksonHeight, NY-11372
**917-971-7793**

## দোকান-অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে, প্রাইম লোকেশনে, ৭৩ স্ট্রিটের মাথায় কিংস প্লাজায় দুটি অফিস স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে। এছাড়া সাবওয়ের ভিতরে একটি দোকান ভাড়া দেওয়া হবে।
**917-213-2816**(11am-11pm)

## লোক আবশ্যক

বোস্টনের লয়েল এলাকায় একটি রেস্টুরেন্টে হেলপার হিসেবে দুইজন ছেলে এবং পিজা শপে রেজিস্টারে দুই জন মেয়ে আবশ্যক। থাকা-খাওয়া ফ্রি। পিজা শপের কাজে ইংরেজি জানতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : **646-765-1307**

## পড়াতে চাই

কিন্ডার গার্টেন থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত স্টুডেন্ট পড়াতে চাই। জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এলাকার অভিভাবকরা যোগাযোগ করুন।
**212-203-2581, 347-652-9500**

## রুমমেট

### রুমমেট

জ্যাকসন হাইটসে ৩৭ এভিনিউ ও ৭২ স্ট্রিটে এপার্টমেন্ট ভবনের তিন তলায় একজন রুমমেট আবশ্যক।
ফোন : ৯২৯-৫৯৯-০৫৩৫, ৩৪৭-৩০০-৬৮৩৩
(০৬/২৭/০২/০১)

### রুমমেট

৩৪-৫৭, ৭২ স্ট্রিট, এপার্টমেন্ট #৫ এফ, জ্যাকসন হাইটস-এ ১ জন রুমমেট আবশ্যক।
ফোন : ৭১৮-৪০৭-৯২৫৮
(০৬/২৭/০০/০৪)(৩)

আজকালে বিজ্ঞাপন দিতে আজই কল করুন **646-267-7751**। ফোনেও বিজ্ঞাপন নেয়া হয়। চাইলে এই নাম্বারে টেক্সট ম্যাসেজ করতে পারেন। একই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপেও বিজ্ঞাপন দেয়া যায়। এছাড়া ইমেইলেও বিজ্ঞাপন পাঠানো যায়। ajkalnews@gmail.com

### রুমমেট

৬১০৭- উডসাইড এভিনিউতে এপার্টমেন্ট ভবনে তৃতীয় তলায় মহিলাদের সঙ্গে শেয়ারে থাকার জন্যে এক/দুইজন মহিলা রুমমেট আবশ্যক। ছাত্রী অগ্রাধিকার।
ফোন : ৭৩২-৫৮৯-৯৬৭৬
(০৬/২৭/০২/০৩)

### রুমমেট

জ্যাকসন হাইটসের ৭২ স্ট্রিট এবং ৩৭ এভিনিউতে একটি এপার্টমেন্টে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। যে কোন সময় উঠতে পারবে।
ফোন : ৩৪৭-৩০০-৬৮৩৩ (Text or Call), ৯২৯-৫৯৯-০৫৩৫
(০৬/২৭/০১/০৫)

### রুমমেট

উডসাইডে ৩৭-৬৫ ৬১ স্ট্রিটে একজন রুমমেট প্রয়োজন। অধুমপায়ী হতে হবে। আগামী ১ জুন থেকে উঠতে পারবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে ৭ ট্রেন, মসজিদ, লন্ড্রি ও কিউ-৭০ বাস।
ফোন : ৩৪৭-৩৩৭-২৭৫

## গাড়ি ভাড়া-বিক্রি/ ড্রাইভার

### TLC Car Rent/Sale

TLC Car for Rent. Nissan-200, WAV, model 2016. Rent 375.00 per Week.
Toyota Prius, High brid Model 2014, High Breed. Rent 425.00 per Week.
Both car will also be sold. If any one interested Please Call or Text.
Phone : 917-250-2356
(06/20/02/11)

### টিএলসি গাড়ি ভাড়া

উবার/লিফট টিএলসি প্লেট এবং গাড়ি ভাড়ার জন্য ২০১৭ টয়োটা ক্যামরি হাইব্রিড ১৪০,০০০ মাইলেজ, গাড়িটি ভালো অবস্থায়, সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ক্রমে করা হয়, মোহাম্মদ কে. আলমের সাথে যোগাযোগ করুন।
ফোন : ৬৪৬-৩৩৮-০৬৫৮, ৩৪৭-৬১২-৩৭৬৯
(০৬/০৬/০২/০৭)

### টিএলসি গাড়ি ভাড়া

টিএলসি গাড়ি ভাড়ায় চালানোর জন্য ড্রাইভার আবশ্যক।
TLC BLACK CAR, TOYOTA CAMRY-2016|
ফোন : ৬৪৬-৭০৭-৬৬৭৪

## কুরআন শিক্ষা

অর্থসহ ছহি-শুদ্ধভাবে নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কোরআন, নামাজ ও মাছলা-মাছায়েল শিক্ষা দেওয়া হয়। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর ও বয়স্করা পড়তে পারেন।
ফোন : **267-206-4162**

## বাড়ি-কন্ডো-হাউজ বিক্রি

### বাড়ি বিক্রি

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে ৪ ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে, মূল্য ১,৫৫০,০০০ ডলার। ডলার। মরিশপার্কে ২ ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। মূল্য ৬৯৯,০০০ ডলার। জ্যামাইকায় ১ ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে, মূল্য ৫৭৫,০০০ ডলার। আমাদের কাছে ব্যাংকের ১০০+ বাড়ি বিক্রি হবে। আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
আমরা ব্যাংক, অকশন ও রেগুলার বাড়ি বিক্রি করি। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন।
ফোন : ৩৪৭-৮৬৫-৩২২০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি।

### বাড়ি বিক্রি

জ্যামাইকার ১৭১ স্ট্রিট ও লিবার্টি এভিনিউতে লিগ্যাল টু ফ্যামিলি বাড়ি বিক্রি হবে। প্রতি ফ্লোরে তিন বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন ও ১ বাথরুম। বড় বেসমেন্ট আছে। নিউলি রেনোভেটেড।
ফোন : ৯১৭-৬০৭-৫২৮৮
(০৫/১৬/০২/০৩)

### বাড়ি বিক্রি

নিউইয়র্কের জ্যামাইকা এস্টেটে এক ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। গ্রোসারি ও মসজিদসহ সবকিছুর কাছে।
নিউইয়র্কের বিংহামটনে এক ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। দাম ১৩৯,০০০ ডলার। কম ডাউন পেমেন্টে। সবকিছু কাছেই। বিনিয়োগ বা বসবাসের জন্য উপযুক্ত।
ফোন : ৭১৮-৫০৩-২৮৩৫
(০৫/০২/০০/০৬)


অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:
914-343-2629 (Nuri)

Carpet World
উত্তর আমেরিকায় কার্পেটের একমাত্র বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Free Shop at Home Service
আপনি কি সুলভমূল্যে কার্পেট কেনার কথা ভাবছেন?
তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
69-01A Northern Blvd, Woodside, NY 11377
Email: carpetdeco@yahoo.com, www.carpetdeco.com
Tel : 718.429.1920 Fax : 718.429.3739

# ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
**Tel: 646-267-7751, 917-519-1151**
**Email: ajkalnews@gmail.com**
OFFICE: 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

## সেলসম্যান আবশ্যক

Maspeth এ অবস্থিত Warehouse এর জন্য Driver/Loader এবং Salesman প্রয়োজন। Out State এবং দীর্ঘ সময় কাজে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

ফোন : 646-220-5888

## কেয়ারগিভার আবশ্যক

জ্যামাইকাতে বসবাসকৃত হোমকেয়ারের অধীনে বাসার কাজে সহায়তার জন্য একজন অভিজ্ঞ ও সৎ মহিলা কেয়ার গিভার আবশ্যক।

ফোন : ৯২৯-৭০৩-৬১৭৭

## লোক আবশ্যক

হালাল ফুড ভাইরো গাড়িতে কাজ করার জন্য দুইজন লোক আবশ্যক। দিন ও রাতের জন্য। ফুড ভেন্ডর লাইসেন্স থাকতে হবে।

ফোন : ৯২৯-৮৬৭-৬২৫০, ৯২৯-৭১০-৫৬৩৩

## কনস্ট্রাকশন কাজ

**আমরা কনস্ট্রাকশনের নিম্নবর্ণীত কাজ করে থাকি।**

Plumbing, Electrical, Boilar মেরামত, দরজা, জানালা, ফ্লোর, কিচেন, বাথরুম পরিবর্তনসহ প্রকার Interior work, Violation remove, ওয়ান ফ্যামিলি থেকে টু ফ্যামিলি পরিবর্তনের জন্য DOB ফাইল প্রস্তুত করে থাকি।

সাইফুল ইসলাম মিলন : **646-261-3040**

## মুসলিম পাত্র চাই

বাংলাদেশী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী Floral Park এ নিজ বাড়িতে মা-বাবার সাথে বসবাসরত, New York এ কর্মরত, New York থেকে Accounting এ Masters Graduate পাত্রীর জন্য সমমনা শিক্ষিত ৩০ বছরের বেশি বয়সী New York বসবাসরত Citizen পাত্র আবশ্যক।

**917-863-3924, 917-373-3825, বাসা-347-548-0334**

Email : MKDHAKA06@GMAIL.COM

## পাত্র /পাত্রী চাই

**পাত্র চাই** : বাংলাদেশে বসবাসরত ২৫ বছর বয়সী, ৫"-১', আইনে স্নাতক মুসলিম নামাজী পাত্রীর জন্য ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী নামাজী পাত্র চাই।

ফোন : ৬৪৬-৪০৭-৬২২৬
(০৯/০৬/১৩/২০/২৭/০৪/০০)

**পাত্রী চাই** : বাংলাদেশে চাকরিরত ৩২ বছর বয়সী, ৫"-৮' উচ্চতা, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার (ইইই) মুসলিম পাত্রের জন্য ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী নামাজী ও ধার্মিক পাত্রী চাই।

ফোন : ৯২৯-৬৯৮-৩৬০৭
(০৮/২৩/৩০/০০)

## লিভ-ইন ন্যানী আবশ্যক

নাসাউ কাউন্টির ইস্ট মিডো এলাকায় একজন অভিজ্ঞ লিভইন ন্যানী আবশ্যক।

ফোন : ৬৪৬-৬২৫-৯৯২২
(০৬/২৭/০৪/০২)

## বেবিসিটার আবশ্যক

লংআইল্যান্ডের স্টোনিব্রুক এলাকায় বাংলাদেশির বাসায় ফুলটাইম লিভইন বেবিসিটার কাম হাউস কিপার আবশ্যক। থাকা খাওয়ার পাশাপাশি ভালো বেতন দেওয়া হবে। ৪০+ বয়সীদের অগ্রাধিকার।

**Please contact Mezbha 718-450-4566**

## পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী, ডিভোর্সড, আমেরিকান সিটিজেন, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। ঘটক বা সরাসরি যোগাযোগ করুন।

hmurshedmd@gmail.com

**850-866-9012**

## পাত্র চাই

২৪ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। শুধুমাত্র আমেরিকাতে বসবাসরত পাত্ররা যোগাযোগ করুন।

929-235-2412(Nasrin)

## পাত্র চাই

কম্পিউটার সাইন্সে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করা, ইউএস সিটিজেন পাত্রীর জন্য ইউএসএ-তে বসবাসরত সিলেটি শিক্ষিত পাত্র চাই। পাত্রের বয়স ৩৪-৩৯ বছর হতে হবে।

**929-421-6101**

## পাত্র চাই

আইটি প্রফেশনাল পিতার আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী, গ্রাজুয়েট, আইটি সেক্টরে কর্মরত (১০০% রিমোট) পাত্রীর জন্য আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী শিক্ষিত ভাল পাত্র আবশ্যক। সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। দয়া করে বায়োডাটা পাঠান

mdhislam@yahoo.com

**Islam: 929-919-2392**

## পাত্র চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সিটিজেন, উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র ২৮ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য পাত্র আবশ্যক। পাত্রের বয়স ৩০+ বছর হতে হবে। একই সঙ্গে মার্জিত, ভদ্র ও উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে। (পাত্র ডিভোর্সী হলেও চলবে)। সিরিয়াস প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন।

allow1686@gmail.com

**718-912-8057**

# ড্রাইভিং শিখুন

**স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়**

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

- লাস্ট লেসন ফ্রি
- Free pick up drop
- ৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
- ৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট
- D.D.C. 6 Hours Class
- 10% Save all insurrance
- রোড টেস্টের জন্য গাড়ি
- মহিলাদের জন্য মহিলা ইন্সট্রাক্টার
- হাইওয়ে Individual আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

# আবশ্যক

## PR Express Service

**Office Address : Jamaica and Jackson Heights**

অফিস সহকারী- ১ জন
প্রিন্টিং প্রেস ডিজাইনার-১ জন
কাজের সময় : ফুল টাইম
প্রার্থীকে অবশ্যই উক্ত কাজে দক্ষ এবং ইংরেজিতে পারদর্শী হতে হবে।

যোগাযোগ : **929-206-9520**

# ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

## প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি

## PLUS PHYSICAL THERAPY PC

**40-16 74th street Elmhurst, NY 11373**

*আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।*

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

**তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮**

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

সাপ্তাহিক আজকাল
PAGE 62 Friday, 27 June 2025, Issue 876, www.ajkalnewyork.com

এস এম মোজাম্মেল হক-এর কলাম বাজেটের গুরুত্ব ও আমজনতার অর্থনৈতিক ভাবনা ০৫ পৃষ্ঠায়

অরি গোল্ডবার্গ-এর কলাম ইরানে ইসরায়েল যেভাবে ধরা খেল ০৬ পৃষ্ঠায়

মোজাম্মেল হোসেন-এর কলাম নির্বাচনের পুলসিরাত জুলাই সনদ ১২ পৃষ্ঠায়

# লস অ্যাঞ্জেলেসে অভিযানের মুখে প্রতিবাদের নতুন ভাষা

আজকাল রিপোর্ট

অভিবাসন নিতিনীতি পাল্টে যাবার কারণ হিসেবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারের প্রশাসন থেকে একের পর এক অব্যাহত চাপ আছে বলে মনে করা হচ্ছে। তারই একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সবকিছুতে। যার ফলে লস অ্যাঞ্জেলেস এবং এর আশেপাশে ফেডারেল এজেন্টদের অভিবাসন অভিযানের মুখে প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। রাস্তায় জনসাধারণকে সংগঠিত করার আহ্বান জানানোর পর দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ছোট শহরের ভাইস মেয়র সমালোচনার মুখে পড়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্টে (যা পরে মুছে ফেলা হয়েছে) কুডাহির ভাইস মেয়র সিনথিয়া গঞ্জালেজ দুটি সুপরিচিত রাস্তার গ্যাংয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন- গ্যাং সদস্যরা কেন অভিবাসন অভিযানের বিষয়ে প্রতিবাদ বা কথা বলছেন না। তিনি বলেন, সাধারণ নাগরিকরাই ফেডারেল এজেন্টদের উপস্থিতির প্রতিবাদ করে রাস্তায় নেমেছেন।

গঞ্জালেজ বলেন, 'আপনারা সবাই হুডের দাবি করে সবকিছু ট্যাগ করে রাখেন এবং এখন যেহেতু আপনার হুডের উপর সবচেয়ে বড় গ্যাং আক্রমণ করছে, তাই আপনার কাছ থেকে কোন ঝুঁকি নেই'। তিনি দুটি কুখ্যাত রাস্তার গ্যাং '১৮ তম স্ট্রিট' এবং 'ফ্লোরেন্স' উল্লেখ করেছিলেন এবং এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

## টেক্সাসে গ্লোবাল ভিলেজ অস্টিন বইমেলা

আজকাল রিপোর্ট

টেক্সাসের প্রাণকেন্দ্রে বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার অনন্য আয়োজন গ্লোবাল ভিলেজ অস্টিন বইমেলা ২০২৫ ২২ জুন অনুষ্ঠিত হয়। দ্য ক্লাব এট ওয়েলস পয়েন্টে দিনব্যাপী এই বইমেলার উদ্বোধন করেন জনপ্রিয় লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা সাদাত হোসাইন। মূল উদ্যোক্তা ও গ্লোবাল ভিলেজ অস্টিন বইমেলার স্বপ্নদ্রষ্টা রিদম অফ গ্লোবাল ভিলেজ'র প্রেসিডেন্ট ও 'কালের চিঠি'-র সম্পাদক বিমল সরকার স্বাগত বক্তব্য রাখেন। ডালাস থেকে এতে যোগ দেন আরেক জনপ্রিয় লেখক ফরহাদ হোসেন। ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রা ও দুই দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ হয় এক বিশ্বজনীন আবহ। পরিচয়পর্বে উপস্থাপিকা আদিবা চৌধুরী একে একে পরিচয় করিয়ে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

## কুইন্স লাইব্রেরিতে লেখকের অঙ্গন'র গ্রন্থালোচনা

আজকাল রিপোর্ট

কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে লেখকের অঙ্গনে প্রবাসের লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের প্রাণবন্ত গ্রন্থালোচনার ধারাবাহিকতায় ১৭তম পর্ব গত ২১ জুন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার শুরুতে পরিচালক নীরা কাদরী সম্মানিত আলোচকদের স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

গ্রন্থালোচনার প্রথম আলোচক অধ্যাপিকা হুসনে আরা রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাসের 'কবিতার কথা' বইয়ের এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

## আটলান্টিক সিটিতে ফাইজা ফারুকের অভাবনীয় সাফল্য

আজকাল রিপোর্ট

বিশ্বের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে পরিচিত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাওয়া ফাইজা ফারুক প্রায় সাড়ে চার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করেছেন। আটলান্টিক সিটির বোর্ড ওয়ার্ক সংলগ্ন জিম হুইলেন কনভেনশন সেন্টারে ২৩ জুন ২০২৫, সোমবার আটলান্টিক সিটি হাইস্কুলের সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশীদের এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

## উইন রোজারিও পরিবারের মামলা

আজকাল রিপোর্ট

গত বছরের মার্চে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারানো ওজোন পার্কের ১৯ বছরের কিশোর উইন রোজারিওর পরিবার গত সোমবার সিটির পুলিশ বিভাগ এনওয়াইপিডির বিরুদ্ধে একটি ফেডারেল মামলা দায়ের করেছে।

রোজারিওর মা নোটান ইভা কস্তা এবং তার ভাই উৎস রোজারিওর পক্ষে আইনজীবিরা এই দেওয়ানি অভিযোগ দায়ের করেছে। দুজনেই ২০২৪ সালের ২৭ শে মার্চ ওজোন পার্কে তাদের বাড়িতে প্রাণঘাতী ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন। পরিবারের দাবি ঘটনার আগে এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

## জোহরান মামদানি সম্পর্কে মেয়র অ্যাডামস

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস দেড় বছর আগে ডেমোক্র্যাটিক প্রাথমিক বিজয়ী জোহরান মামদানি এবং তার বাবাকে মেয়রের বাসা 'গ্রেসি ম্যানশনে' খাবার খাওয়ার কথা স্মরণ করেন। মেয়র বলেন, 'এই মামদানি কোনও শ্রমজীবী বা পরিশ্রমী ব্যক্তি নন। তিনি সম্পদ থেকে এরপর ৬২ পৃষ্ঠায়

## জাবেদ উদ্দিনের পিতার মৃত্যু

আজকাল ডেস্ক

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মো. জাবেদ উদ্দিনের পিতা হাজী ডা. মো. গিয়াস উদ্দিন (নামদার মিয়া) মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত মঙ্গলবার সিলেট মাউন্ট এডোরা হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি মৌলভীবাজার সদর উপজেলার খলিলপুর ইউনিয়নের কেশবচর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। একই দিন বাদ এশা কেশবচরে নিজ বাড়িতে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

BANQUET HALL!
The Royal Palm
BANQUET & CATERERS
লং আইল্যান্ডের মনোরম পরিবেশে
মনোমুগ্ধকর সাজসজ্জা
সুস্বাদু খাবার ও আন্তরিক পরিবেশনায়
বাঙালী মালিকানাধীন একমাত্র ব্যাঙ্কুইট হল
The Royal Palm
The Royal Palm
2143 Boundary Ave
Farmingdale
NY 11735
Info@royalpalmny.com
www.royalpalmny.com
LOVE
The Royal Palm
Outdoor Ceremony & Cocktail Area
Deshi DJ Entertainment
Private Bridal Suite
Stage Decoration
Photography
Free Parking
حلال
Halal
Full Package এ
এখন চলছে
30% discount
নির্দিষ্ট ও সীমিত সময়ের জন্য
আপনার পরবর্তী অনুষ্ঠান বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন
(516) 845 1151

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 876 | 27 June 2025

সাহিত্য পাতায় রওশন হক-এর কবিতা 'যুদ্ধের এই বিশ্বলয়ে'
>> ১৬ পাতায়

# জাতীয় নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ে বৈঠক

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশে আগামী জাতীয় নির্বাচন কবে হবে এবং এর প্রস্তুতি কি রকম হতে যাচ্ছে তা নিয়ে ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টোফার ল্যান্ডাউকে বাংলাদেশে আগামী জাতীয় নির্বাচনের নানা বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। বাংলাদেশে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালিন ড. ইউনূস সরকারের সফলতা কামনা করে উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যান্ডাউ বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করার অঙ্গিকার পুন:ব্যক্ত করে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে গুরুত্ব দিচ্ছে আঞ্চলিক স্থিতিশিলতার জন্য'। যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ দূতাবাসের একটি সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচনের আগে উভয় দেশের মধ্যে এমন আরও বৈঠক হবার সম্ভাবনা রয়েছে। নির্বাচন কবে হতে যাচ্ছে, নির্বাচন কমিশন ভোটারদের কতটুকু সুরক্ষা দিতে পারবে তা নিয়েও তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। ভোটবিহীন বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসন ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে একযুগ পর ভোটাররা আগামী নির্বাচনে নিজের ভোট নিজে দিতে পারবেন বলে বৈঠকে আশ্বস্থ করা হয় বলে জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুসকে তাঁদের বৈঠক শেষে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কিছু পদক্ষেপের নিন্দা করে কি-না, যার মধ্যে রয়েছে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা এবং এর সমর্থকদের টার্গেট করার অভিযোগ। জবাবে ট্যামি ব্রুস এ বিষয়ে ওই সাংবাদিককে বিস্তারিত জানার জন্য হোয়াইট হাউসের এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

## 'সিরাজুল আলম খান ইতিহাসের অংশ'

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সিরাজুল আলম খানের দ্বিতীয় প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে গত ২২ জুন বিকেল ৭টায় জ্যাকসন হাইটস জুইস সেন্টারে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সিরাজুল আলম খান স্মৃতি পরিষদ নিউইয়র্ক শাখার সভাপতি ডা. মুজিবুল হক সভার সভাপতিত্ব করেন। সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সদস্য সচিব এরপর ৪৫ পৃষ্ঠায়

## আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বনভোজন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে একদল কলম সৈনিক নাগরিক কোলাহল ছেড়ে 'বনছায়ায়' একদিনের জন্য যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন। ছেলে-বুড়ো থেকে শুরু করে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ছিলেন সকলে মাতোয়ারা। খরতাপ ছিল, তবে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে সমবেতরা আত্মতৃপ্তির শীতল ছায়ায় ডুবে ছিল যেন। আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব আয়োজিত বনভোজন 'বনছায়ায় একদিন' এ এরপর ৪৭ পৃষ্ঠায়

## সাংবাদিক অধ্যাপক সিরাজুল হকের ইন্তেকাল

আজকাল রিপোর্ট

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, গবেষক, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

## ব্রুকলিন পথমেলায় অপমানিত সংগীত শিল্পীরা

আজকাল রিপোর্ট

লিটল বাংলাদেশ খ্যাত ব্রুকলিনে গত ২২ জুন রোববার অনুষ্ঠিত হলো পথমেলা ২০২৫। মেলায় বিপুল সংখ্যক স্টল ছিল। ছিল বাহারি পণ্যের সমাহার। আর বিদেশের মাটিতে দেশীয় পণ্য পেয়ে কেনাকাটায় মেতে ওঠেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। তাদের উপচেপড়া ভিড় ছিল স্টলগুলোতে। ছিল ঢালাও পদক বিতরনের সমালোচিত আয়োজন। আয়োজকদের মঞ্চে নামা উঠার প্রতিযোগিতা ছিল দৃষ্টিকটু। বক্তৃতার বাহারে দর্শকরা ছিল বিরক্ত। সারাদিন মেলা প্রাঙ্গণে ছিল সাধারণ মানুষের খড়া। তবে বিকেলে মানুষে ঢল নামে। যার সিংহভাগ ছিল সংগীত পিপাসু মানুষ। তবে অধিক বক্তার কারণে শিল্পীরা পর্যাপ্ত সংগীত পরিবেশনা করতে পারেন নি। আয়োজকরা বাংলাদেশি মেলার নামে বানিজ্যিক দৃষ্টিতে সবকিছু করার চেষ্টা করেছেন। অনেক স্টল মালিক তা নিয়ে ক্ষোভ করেছেন। শিল্পীরাও আয়োজকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে বলেছেন, একটি গান গাওয়ার পর থামিয়ে দেয়া হয়েছে। জোর করে মাইক্রোফোন কেড়ে নেয়া হয়েছে।এটা শিল্পীদের জন্য ছিল অপমানজনক। এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

## কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট কামাল উদ্দিন আর নেই

আজকাল রিপোর্ট

লং আইল্যান্ডস্থ নর্থ শোর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৩ শে জুন সোমবার সকাল ৮টায় ইন্তেকাল করেন কমিউনিটির অ্যাক্টিভিস্ট কামাল এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে দলটির ৭৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করে ২২ জুন ২০২৫। এতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারন সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদসহ শতাধিক নেতাকর্মি অংশ নেন।

## ড. ইউনূস মৌলবাদীদের গুরু : তসলিমা নাসরিন

আজকাল রিপোর্ট

নিউজার্সির প্লেইন্সবরো সিটিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিজ্ঞানী দম্পতি ড. নুরুন নবীর এরপর ৪৭ পৃষ্ঠায়

## জ্যামাইকায় 'পিঠা ঘর'র শুভ উদ্বোধন

আজকাল রিপোর্ট

'পিঠা' বাংলাদেশী সংস্কৃতি ও সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রামগঞ্জ থেকে শহরে এমনকি এই প্রবাসেও প্রচুর পিঠা উৎসবে মেতে উঠেন প্রবাসি বাংলাদেশীরা। এই সুযোগকে এরপর ৪৭ পৃষ্ঠায়

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com